ভাষার বাদে ভাসি, আইসো

দোতরার ডাং

গল্প ও গল্পকার সংখ্যা

২০২৪

সম্পাদক

প্রশান্ত কুমার রায়

দোতরার ডাং

ছাট নোটাফেলা, মনসব শেওড়াগুড়ি,

কোচবিহার - ৭৩৬১৩৪

DOTRAR DANG
A 'Muktachinta' Initiative
December, 2024
Half Yearly Journal
Chhat Notafela,
Mansab Seoraguri, Cooch Behar - 736134
Edited by - Prasanta Kumar Roy

উপদেষ্টা মন্ডলী
ড. নিখিলেশ রায়, ড. দীপক কুমার রায়, পার্থ প্রতিম রায়, শচীমোহন বর্মন, ভগীরথ দাস,
ড. নারায়ণচন্দ্র বসুনীয়া, ডাঃ রঞ্জিত মন্ডল, শশাঙ্ক শেখর রায়, ড. হরিমাধব রায়,
সুবীর সরকার, কুমার মৃদুল নারায়ণ।

নিকিলাইয়া
লতিকা বর্মণ
তরসা, ওয়ার্ড নং - ৭, থানা চৌপথি, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার -৭৩৬১৫৯
Email : dotorardang85@gmail.com

সম্পাদক
প্রশান্ত কুমার রায়
সহ-সম্পাদক
লতিফ হোসেন, প্রদীপ রায়, রণজিৎ সরকার।
ঢাকন
নিখিলেশ রায়।
ঢোকাত
অনামিকা বর্মন, প্রসন্ন কুমার রায়, উপেন্দ্রনাথ রায়, মেঘনা রায়,
জয়প্রকাশ বর্মণ, দেবাশিষ রায়, জগন্নাথ বর্মণ, পীযুষ সরকার।
অক্ষর জোড়ন
সুমন কল্যাণ, নবলিপি পাবলিকেশনস্, কোচবিহার।
ছাপাইয়া
বি. ডি. এন্ড কো.
৬৫, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলিকাতা - ৯
দাম ঃ
২২২.০০ (দুই শও বাইশ) টাকা খালি।

দোতরার ডাং

২০২৪

হালিচা

গল্প

নিশির ড্যাক - জগদীশ আসোয়ার ৭
মাস্টার বাবুর গল্প - শচীমোহন বর্মন ১৫
স্বাধীনতার চোখুর জল - অমল কৃষ্ণ রায় ২০
পোষানি - মিনতি রায় ২৫
চিৎফাটাং - রণজিৎ সরকার ২৯
ফেলানি আর কাজের মেয়ে না হবে - আমিনুর রাহমান ৩১
কাউনির চালের ভাত - উপেন্দ্রনাথ বর্মন ৩৫
জেবন যেনাকান সেই হাতে সউগে ইতিহাস - ভগীরথ দাস ৩৮
মাদারি - শ্যামল রায় বসুনিয়া ৫২
নিন্দো আর টিপো - হরি মাধব রায় ৫৪
নুন - প্রশান্ত কুমার রায় ৬৩
কাঁচা পাইসার নোব - পার্থসারথি রায় ৬৭
বাকি কাথাখান - তপেন্দু নারায়ণ রায় ৬৮
বুলি - সাকিল মাসুদ ৭১
ঠেসুমার ভোগা - প্রদীপ রায় ৭৪
জারি ধল্লা - লতিফ হোসেন ৭৭

বুলিবদল

খুরিয়া শাকের স্বপন - অলোক সাহা ৭৯
একনা সামান্য ঘটনা - সুবীর সরকার ৮৪
মাছি - শৈলেন দাস ৮৮
বিছিনা - নরেন্দ্র নাথ রায় ৯৩
চপরাতি দুন চলে - ভাস্বতী রায় ৯৬

আলোচনা

বাওকুমটা : কামতা জনপদের ঝাকুয়া মানষির থেকুয়া কতা - অরিন্দম রায় ১০৪
হরিমাধব রায়-এর 'ঢুপলুং-ঢাপলাং' - অমরেশ সিং ১১৪
শিদল সঞ্জীবনী: রাজবংশী মানষিলার যাপন চিত্র - মেহেবুব আলম ১১৭

শাগাই ভাষার নেখা

নুনিয়া ধানের ভাত: রাজবংশী জীবন ও সমাজের গল্পগাথা - অভিজিৎ দাশ ১২৩

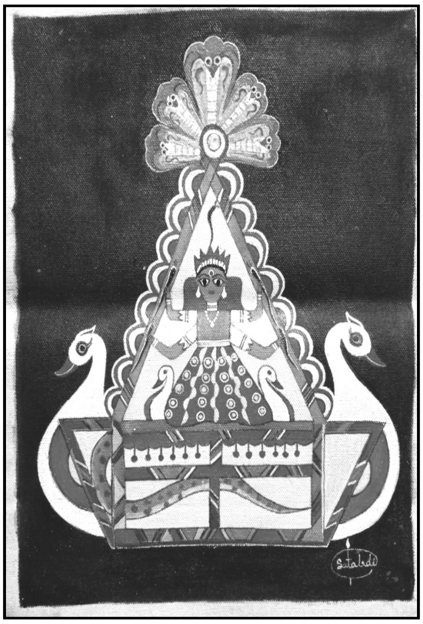

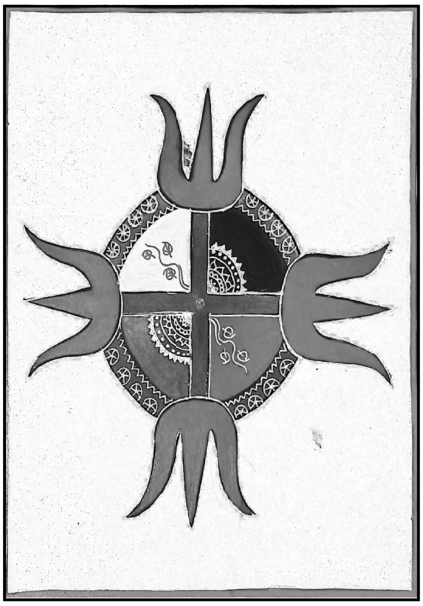

ছবি আঁকাইয়া ঃ শতাব্দী বর্মণ

সম্পাদকের কলম

রাজবংশী ভাষার পত্রিকালার বত্তি রওয়ার যে দিনমান নড়াই যে অনিশ্চয়তা; যেই যেই সংকট জড়ে সাপটে ধরে, সেই নাকান সৌগ চড়াই-উৎরাই থাকি 'দোতরার ডাং'ও নিস্তার নাই পায়। তায় বুলি কি পত্রিকালা থামি রয়? ক্ষুদনি হইলেও বারে বারে উমায় দৃঢ় স্বর নিয়া গিসসি ওটে। নিজের অস্তিত্ব জানে দিবার চায়। শ্যাষ দুই হাজার ষোলো সনে 'দোতরার ডাং' ডাঙর রূপ পাছিলো, তার পাছে কয়কোনা ছোট ছোট করি বির কইরলং ফির কয়দিন থামি আছিলো। এবার নয়া করি কিছু করির তানেয় এই নয়া পর্যায়ের 'দোতরার ডাং'। 'অভিজিৎ বর্মন সংখ্যা' পাঠক সমাদর পাইছে সেইটা তো যথেষ্ট গৈরবের। কিন্তুক অভিজিৎ বর্মনের ঘর যে সম্ভাবনাময় ঘাটা দেখে দিয়া গেইছে সেই সম্ভাবনার ঘাটাত বাতি জ্বলের কামাই খালি দায় থাকি নোমায়, নিজের শিপা অঙ্গের তানেও। তায় রাজবংশী কতাভুবনোকে দুই মোলাটের ভিতিরা মুকুলন করার প্রয়াস নিয়ায় এবারের 'দোতরার ডাং' 'গল্প ও গল্পকার সংখ্যা'।

এবারের সংখ্যাত হামরা ষোলোখান গল্প, পাঁচখান বুলিবদল গল্প আরও চাইরখান গল্পগ্রন্থ বিষয়ক আলোচনা নির্বাচন করিচি। এটি সাতের দশক থাকি সাম্প্রতিক কালে ঝায় ঝায় রাজবংশী ভাষার গল্প নিয়া চর্চা করিছেন উমারে নেখা হামরা নির্বাচন করিচি। প্রাথমিক পর্যায়ে হামারটে প্রায় শতাধিক গল্পের পাণ্ডুলিপি আসি পংছিলেও হামরা তার ভিতিরা ষোলোখান গল্পক নির্বাচন করিচি। এই নির্বাচন প্রক্রিয়াখান জটিল হইলেও হামার নির্বাচন কমিটির দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সমাধান সূত্রত পাংছা গেইচে। একাডেমিক চর্চাত রাজবংশী গল্পের যে চর্চা হওয়া উচিত আছিলো, 'দোতরার ডাং' সেই অভাববোধের জাগাখান অনুভব করির পাইচে বুলিয়ায় এই 'গল্প ও গল্পকার' সংখ্যার আয়োজন। ইয়ার আগোত আমরা লক্ষ করিচি ১৯৮৭ সালোত 'ভোরের পাখী' গল্প সংকলন প্রকাশ পাইছে। বোদায় এইটায় পইলা রাজবংশী গল্প সংকলন। গল্পকারলার ভিতিরা বীরেন রায়ের নাম উটি আইসে উমার 'আবং ফুলের মধু' (১৯৯৭) গল্প সংকলনের মইধ্য দিয়া। ইয়ার পাছিলা আরও ভাইল্লা গল্প সংকলন প্রকাশ পায়। যে নাকান মিনতি অধিকারীর 'গল্পগোটো' ওটি মিনতি অধিকারী ছাড়াও প্রতাপ রায় ভাল গল্প নেখিচে। হরি মাধব রায়ের 'ঢুপলুং ঢাপলাং' কমলেশ সরকারের 'বাওকুমটা', রমেশ চন্দ্র অধিকারীর 'শিদল সঞ্জীবনী', দীপক কুমার রায়ের 'নুনিয়া ধানের ভাত'-এর মতো গল্পগ্রন্থ নেখা হইছে।

গল্পগ্রন্থ ছাড়াও রাজবংশী ভাষার কতলা পত্রিকা যে নাকান হরিমোহন বর্মনের 'উত্তরবঙ্গ', মনিভূষন রায় এর 'জাগরন', বাচ্চামোহন রায়ের 'পোহাতী' ক্ষিতিন্দ্র নাথ সরকারের 'রায়ডাক', নরেন দাসের 'বাঘধেনুক' ভগীরথ দাসের 'ত্রিপত্রি', নিখিলেশ রায়ের 'ডেগর' হামার 'দোতরার ডাং', রণজিৎ সরকারের ছাওয়ালি পত্রিকা 'সয়দা', রাজবংশী ভাষা আকাডেমীর 'ভোগা' এই পত্রিকালাত ভাল ভাল গল্প নেখা হইচে। ইয়ার ভিতিরা ফম থোয়ার মতো ভালে গল্প আছে, যে নাকান, বাচ্চামোহন রায়ের 'ছোটলোক', 'উপায় আছে কিন্তুক শেষ নাই', 'সুখেশ্বরী'। গিরিজাশঙ্কর রায়ের 'নন্দের বিয়াত দান পড়িল ভেটুয়াকুকুর'। গিরিজাশঙ্কর রায়-এ 'মাষ্টারীজেবন' নামে রাজবংশী ভাষার পইলা গল্প নেখে বুলি কওয়া হয়। কর্নদেব রায়ের 'কাইচালুর ক্যাচাল', নিয়তি রায়ের 'শ্যাষ বেলাকার সূর্য'।

এই পত্রিকালা, গল্পগ্রন্থলা আরও গল্প সংকলন গ্রন্থলার প্রতি শ্রদ্ধা করিয়াও কওয়া যায় আরও মেলা দৃষ্টিকোণ থাকি সংকলিত গ্রন্থের প্রয়োজন আছিলো। বিশেষ করি লক্ষ করিবার বিষয় এই যে, কোনো রাজবংশী ভাষার পত্রিকা এই নাকান গল্প সংকলন করে নাই। 'দোতরার ডাং' সেটিকোনা নবতর সংযোজন হয়া উঠুক এইকনায় আশা। যেদুও প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি হামার উদ্দেশ্য না হয়। হামার সংস্কৃতির ঐতিহ্য এই গল্প চর্চার মইধ্য দিয়া একালের পাঠকলার মুখামুখি খাড়া হউক, দোতরার ডাং এর এই 'গল্প ও গল্পকার' সংখ্যা সেই সেতুবন্ধনের কাজটায় করিবে।

গল্প-১

নিশির ড্যাক

জগদীশ আসোয়ার

মইধ্য আতিত নিন্ ভাঙি গেইল গনেশের। উঠিয়ায় দেখিল বিছিনার একপাকে বসি আছে উয়ার বনুস। আতিতো- ও ভৈভৈয়া। উয়ায় বুঝির না পাইল এলা দিন না রাতি। দুইহাত দিয়া চকুদুইটাক ভাল করি ঘোচোলে নিল। দেখিল এলাওঁ দিন।মাথার চুলিগিলা ধরি টানিল। দেখিল বিষায়। ফম্ করির ধরিল উয়ায়- যেলা মুই থাকিলুঙ সেলা দিন আছিল না রাইত।যদ্দূর ফম্ পইল্লেক উয়ায় বিছিনাত শুতিছে রাইত নয়টা-সাড়ে নয়টার সমায়। ভাবি উয়ায় অবাক হইল-এত তাড়াতাড়ি ক্যাঙ্করি দিন হয়া গেইল মানা। হঠাৎ করি ফম্ পইল্লেক উয়ার বনুস বিন্দেশ্বরী তো মরি গেইচে দুই দিন আগোত। মুকোত ওগুন দিচে উয়ার বড়বেটা। তৎকরায় কি মইচ্চে? মইচ্চে যদিকালে হোটা কায় তায়? বনুসে-এ তো। উয়ার গাওখান হিম হয়া গেইল। অবস্থা হইল মান্ত্রি ধরার নাকান।ঢোক গিলি কইল- বিন্দেশ্বরী,তুই কোটে থাকি আসিলু? বিন্দেশ্বরী মুচকি হাসিল। মুচকি হাসিলে বিন্দেশ্বরীক দেখির খিপ ভাল নাগে। ওই হাসিকোনা দেখির বাদে গনেশ কী নাই করে! সগায় উয়াক ঠাট্টা করি কইচে- তোরে-এ হইচে মাইয়া রে! একবারে আঞ্চল দিয়া বান্দি থুইচে তোক। উয়ায় মানষির কথা হে- কান দিয়া শুনি হো- কান দিয়া বাইর করি দিচে।জানায় জানে অজানায় যেইটে-সইটেহানে। উমারা কি বুঝিবে বিন্দেশ্বরীর মুচকি হাসিত কেমন মধু মাখা আছে বিন্দেশ্বরীর বুকোত মাথা দিয়া থাকিলে কত সুখ বায়রার মানষি ক্যাঙ্করি বুঝিবে? তিন ছাওয়ার মাও হওয়ার পরও বিন্দেশ্বরী উয়ার চকুত নয়া কইনারে-এ নাকান। উয়ার ডাইন গালোত একেনা তিল। ওইটার বাদে বিন্দেশ্বরীক আরও বেশি সুন্দরী মনে হয় গনেশের। চকু ঘোষ্টে আর একবার দেখে গনেশ। মনে মনে ভাবে- দ্যাখোঙ তো তিলটা আছে না নাই। দেখে তিলটা ঠিকে- এ আছে।বিন্দেশ্বরী তৎকরায় মইচ্চে? হবার পায় বিন্দেশ্বরীর মরণটা হইচে স্বপনোত।আসলে বিন্দেশ্বরী মরে নাই। কিন্তুক উয়ার যদ্দূর ফম্ পড়েছে, বিন্দেশ্বরীক দাহন করির যায়া গেহেঁস্তা হইল ডাঙার বাড়ির উপিন।নগেন জ্যাটো উয়াক সান্ত্বনা দিয়া কইল- কী করিবু, গনেশ। চিকিৎসা তো কল্লু। রোগটা যে ক্যান্সার,বাও তুই কী করিবু?মেলা জমি বেচালু।পাইসা তো কম খরচ কল্লু না। ভগবান যাক নিয়া যায়,তাক কি আর মানষি বাচের পায়?-এলাওঁ ফম্ পড়ে হুক হুকে কান্দিলুঙ মুই।নাকি হোটাও স্বপন?উয়ায় যেলা এইল্লা কথা ভাবেছে, বিন্দেশ্বরী উয়ার ধোয়া জামা- কাপড়সেলা বাইর করেছে স্টিলের আলমারি থাকি। গনেশ দেখি অবাক।উয়ার জামা কাপড়গিলা যে এমন করি তাও-এ তাও-এ ভাজ করি আলমারির ভিতিরাত এত সুন্দর করি গোছে থুইচে উয়ার বনুস সেটা গনেশ জানিবারে

পায় নাই। কিছু কিছু বেটিছাওয়া থাকে যার মইধ্যোত মাও-এর গুনটায় থাকে বেশি। বিন্দেশ্বরী আছিল ঠিক ঐনাকান। - আছিল কেনে কঙছে? এলাওঁ তো আছে। ওই তো জামা- কাপড়গিলা বগোলোত আনি দিয়া কয়ছে পিন্দিবার।- হেটা স্বপন না হয় তো? উয়ায় নিজের দেহাত খাউমচাইল। দেখিল হ্যাঁ ঠিকে- এ বিষায়ছে। বিন্দেশ্বরী উয়াক কইল- ন্যাও,তাড়াতাড়ি পিন্দো। দূরান্তের ঘাটা।

গনেশ জোরে জোরে কইল- কোটে নিগির চান্দাইস মোক? বিন্দেশ্বরী কইল- মুই কি তোমাক খারাপ জাগাত নিগাচুঙ কোনোদিন? গানেশ কোনেক ঝিম্ ধইল্লেক। বিন্দেশ্বরী কইল- ঝিম ধইল্লেন কেনে? মোর উপুরা তোমার বিশ্বাস নাই?বিন্দেশ্বরীক অবিশ্বাস? জীবনে সেটা গনেশ কোনোদিন করে নাই। সংসারের ঘাটা তো উয়ায় দ্যাখে আইচ্চে। উয়ার কথামতো কাজ করি গনেশ এ পর্যন্ত কোনোদিন ঠকে নাই। এলা কেনে অবিশ্বাস? আসলে গনেশ বুঝির পায়ছে না কোনটা স্বপন কোনটা সইত্য।

বিন্দেশ্বরী কইল- কেনে ঝিম্ ধইল্লেন? কী ভাবেন অতো? কলুঙকে তো দূরান্তের ঘাটা। পিন্দো কেনে জামাকাপড়লা। মুইও কোনেক সাজিপাড়ি নেঙ। গনেশের চকুর আগোতে আলমারি থাকি নয়া একখান শাড়ি বাইর কইল্লেক বিন্দেশ্বরী। ব্লাউজও বাইর কইল্লেক নয়া। সাজিপাড়ি মাথাত সেন্দুর দিল। কপালোতো-ও দিলেক একটা সুন্দর করি ফোটা। তারপর গনেশের আগোত খাড়া হয়া কইল- দ্যাখো তো কেমন নাগেছে! মোহিত হয়া গেইল গানেশ। জাপ্টে ধরির গেইল বনুসোক। দুই পাওঁ পাছে গেইল বিন্দেশ্বরী। কইল- উহু, হোটা হবে না। নয়া কাপড় নষ্ট করির বুদ্ধি? তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পিন্দো। পিন্দিল গনেশ। আরও উয়ার মনে হবার ধইল্লেক হেটা স্বপন বোদায়।বগোলোতে আছিল একখান চেয়ার। বসিল যায়া। ঠিকে- এ বইসা যাছে। বিন্দেশ্বরী কইল- মাথাটা কোনেক কাকে নেও। মাথাটা কাকের যায়া দেখিল কাকই নাই। অজগবিতে উয়ার ফম্ হইল কাকই হেটা ঘোরোত তো নাই। বিন্দেশ্বরী মুচকি হাসি উয়াক কাকই আগে দিল। উয়ায় কোনেক আবাকে- এ হইল। যাই হউক, কাকাইল মাথা। বিন্দেশ্বরী কইল- চল এলা বিরাই। গনেশ কইল-যামো কোটে তায়? বিন্দেশ্বরী কইল- মুই যেটে নিগাঙ। আর কোনো কথা না কয়া যাবার বাদে তৈরি হইল গনেশ। দেখিল কপাটখান ভিতর থাকি বন্ধ। তা হইলে ক্যাঙ্করি ঘর সোন্দাইল বিন্দেশ্বরী? উয়ায় কয়ায় ফেলাইল- তুই ঘরোত ক্যাঙ্করি সোন্দালু, বিন্দেশ্বরী? বিন্দেশ্বরী হাসিয়া কইল- মুই না ঘরের ভিতিরাতে আছিলুঙ। কিন্তুক গনেশের ফম্ পড়ির ধরিল ঘরোত উয়ায় একেলায় আছিল। কান্দিতে কান্দিতে কতখোন নিন ধইচ্চে উয়ায় কবার পায় না। উয়ায় আরও ধন্দাত পইল্লেক। এবার সরাসরি পুছি-ই ফেলাইল- বিন্দেশ্বরী তুই তৎকরায় আছিস? বিন্দেশ্বরী কইল - মোক নাড়ি দেখো কেনে। বিন্দেশ্বরীর হাত ধরিল গনেশ।তৎকরায় না হেটো হাত। এইবার গনেশ জাপ্টে বুকোত নিল বনুসোক। চুমা খাবার ধইল্লের উন্মাদের নাকান। গনেশের হাত গেইল বিন্দেশ্বরীর নরম বুকোত। আহা! কি নরম আর গরম! উয়াক ঢ্যাক্কে সরে দিয়া বিন্দেশ্বরী কইল- ধাগড়া ব্যাটাছাওয়া! এই কথাটা উয়ায় যে বিন্দেশ্বরীর মুখ

থাকি কতোবার শুনিচে তার ঠিকে-এ নাই। গনেশ জানে হোটা খালি মুখেরে কথা। মনে মনে বিন্দেশ্বরী চায় সোয়ামী কোনেক ইয়াও করুক। নারীক বুঝা শ্যষ। যাই হউক, কপাট খুলি উমরা দোনোজনে বিরাইল। বিরিয়া দেখিল অইন্য সগুল ঘরের কপাট ভিতোর থাকি বন্ধ করা। উপরমুয়া চায়া দেখিল বেলাটা অনেক দূরে-এ উঠি গেইচে।উয়ায় অবাক হইল।উয়ায় বিন্দেশ্বরীক কইল- সগায় কেনে অবেলাত নিন যায়ছে? বিন্দেশ্বরী হাসি কইল- উমরা নিন পাড়েছে পাড়ুক কেনে। উমার সঙ্গে হামার কী? ফম্ নাই সগায় যেলা নিন্দোত, সেলা মোক নিয়া তোমরা কী কান্ড কইচ্চেন? তোমার জইন্যে আতিতো মুই ভাল করি নিন পাড়ির পাঙ নাই। শরম খাইল গনেশ। কোথাটা তো বিন্দেশ্বরী মিথ্যা কয় নাই। কোনো কোনো দিন তো চুপুররাতি-ই.....। বিন্দেশ্বরী তো মধুর অক্ষয় ভান্ডার। নারীর দেহাত যে এতো মধু থাকে সেটা উয়ায় বিয়াও না হইলে জানিবারেপাইলেক না হয়। এইবার আসি গেইল বাড়ির গেট। গনেশ গেট খুলিল। দোনোজনে বিরাইল বাড়ি থাকি। হিদি দিন, হুদি রাস্তাঘাট শুনশান। ব্যাপারটা কেমন যেন নগিল গনেশের। উমার বাড়ির পূবপাকে আছে একটা হরিমন্দির। পূজারীর ঘরটাও বন্ধ। ওইটেকোনা যায়া গনেশের আরও খটকা নাগিল। এইবার উয়ায় খাড়া হয়া গেইল। কইল- আগোত ক' কোটে মোক নিগাবু, তারপর মুই যাইম। বিন্দেশ্বরী কইল- আগোত যামো পুরাণ বাড়ি। গনেশ কইল- তার মানে ফুলবাড়ি? হোটে কি আর বাড়ি আছে? বিন্দেশ্বরী কইল- আছে-এ তো। গেইলে দেখিবেন। আরও উমরা দোনোজনে হাটির ধইল্লেক। বগোলোত একেনা নদী আছে। ছোট। ঐ নদীটার পাড়োত শ্মশান। ওইটেকোনা দেখা গেইল চাইরপাকে বাশ গাড়া। একখান চান্দোয়া টাঙা আছে। কাক হেটে গতি করা হইচে? গনেশের মনে হইল- হেটা তো বিন্দেশ্বরীরে-এ চিতা। তা হইলে হেটা আরও কায় ফির? বিন্দেশ্বরী মুখ গোমড়াকরি কইল- বুচ্চুঙ তোমার মোক বিশ্বাস না করেন।

গনেশ কইল- কায় কইল তোক মুই বিশ্বাস না করোঙ? তোক যদি বিশ্বাস না করোঙ তায় কাক করিম? মুই ধুন খাছোঁ একটা কথা ভাবি। মোর মন কয়ছে তুই আর তুই নাই।বিন্দেশ্বরী কইল- কায় কইল তোমাক হোটা কোথা? তোমরা চকু দিয়া দ্যাখেছেন না মুই আছোঙ না নাই? আর কী কবার চান? মোর চিরিত্র খারাপ হয়া গেইচে?গনেশ কয়া উঠিল- ছি,ছি হুল্লা কোথা মুই স্বপনেও না ভাবোঙ। বিন্দেশ্বরী কইল- তাহলে চলো মোর নগদ।রাস্তাঘাট সৌগে ঠিকঠাক, কিন্তুক মানষি নাই। এমনকি উমরা যেলা ইচ্ছাগঞ্জের মোর থাকি ইচ্ছাগঞ্জ হাই স্কুলটার বগোল গেইল, দেখিল ছাত্রও নাই মাস্টারও নাই। বিন্দেশ্বরিক উয়ায় কয়ায় ফেলাইল- স্কুলটাও কেনে বন্ধ, বিন্দেশ্বরী? বিন্দেশ্বরী হাসি কইল- দেওবার আজি। স্কুল ক্যাঙকরি খোলা থাকিবে? পাকা রাস্তা দিয়া উমরা দোনোজনে হাটির ধইল্লেক। সানবান্ধারঘাটের বগোল আসি গনেশ কইল- বাপ, এত তাড়াতাড়ি সানবান্ধাত আসি গেইলোঙ! চল শিব ঠাকুরোক একটা ভক্তি করি যাই দোনোজনে। বিন্দেশ্বরী কইল- ভক্তি তোমার মনোত। মনোত ভক্তি না থাকিলে কুনোঠে নাই। এইটে থাকি ভক্তি দেও কেনে। রাস্তা

থাকি-ই ঠাকুরোক ভক্তি কইল্লেক গনেশ, ভক্তি দিল বিন্দেশ্বরীও।হোটে থাকি নয়ার হাট আসিল উমরা। আজি তো হাটবার। কিন্তুক হাটোত একটা মানষিও নাই। গনেশের মনোত আরও সন্দেহ জাগিল। মনে হইল হেটো স্বপনে। গনেশ বোকার মোতোন পুছিল- হামরা কি স্বপন পাবার ধচ্চি, বিন্দেশ্বরী? বিন্দেশ্বরী-স্বপন কি মানষি দুইজনে মিলি পায়? তোমরা হদ্দ কইল্লেন! গনেশ কইল- তুই না কলু আজি দেওবার। আজি না নয়ার হাট। মানষি কোটে তায়? তামাল্লা দোকানের ঝাপ বন্ধ কেনে? বিন্দেশ্বরী হাসিয়া কইল- আজি বোদায় খুব সাকালে হাট হয়া গেইচে।এমনও হবার পায় কোনো পার্টি হয়তো বনধ ডেকাইচে। গনেশ কইল- বন্ধ ডেকাইলে না আগোত জানাইল হয়। বিন্দেশ্বরী কইল- হয়তো জানাইচে তোমার কানোত খবরটা যায় নাই। এইটেকোনা গনেশের গাওখান বিজিলি উঠিল কেনেবা। আগের কথালা মুছি গেইল উয়ার স্মৃতি থাকি। উয়ায় আর একটা কথাও না কয়া সুরসুর করি যাবার ধইল্লেক বনুসের পাছে পাছে। উয়ায় নয়া বাড়ির কথা ফমে হারে ফেলাইল।উয়ার মনে হবার ধইল্লেক হামার বাড়ি না ফুলবাড়িয়তে হোটে থাকি যে উমরা বছর দশেক আগোত উঠি যায়া নয়া বাড়ি কইচ্চে সংলির পারোত সেটা উয়ায় ফমে হারে ফেলাইল। উয়ার মনে হবার ধইল্লেক নয়া বিয়াও হইচে উমার।এলা উমরা যাছে শ্বশুরবাড়ি থাকি বাড়ি। নগতে আসি গেইল উমরা জল্ধোকার পাড়। নদীর পাড়োত কাহোঁ নাই। ঘাটিয়ার তো নাইকে। গনেশ খালি কইল- এলা নদীটা ক্যাঙ্করি পার হমো? বিন্দেশ্বরী হসিয়া কইল- মোর হাত ধরো। গনেশ ধইল্লেক হাত। খানিক পরে দেখিল উমরা শূন্যে শূন্যে নদীটার উপর দিয়া উড়ি যাছে। হোপাড় যায়া গনেশ বিন্দেশ্বরীক কইল- মানষি এঙ্করি উড়ির পায়? বিন্দেশ্বরী কইল- না পাইলে হামরা আসিলোঙ ক্যাঙ্করি তায়?- তা হইলে নৌকা নাগে কেনে?- যায় উড়ির না জানে তাকে-এ নাগে নৌকা। গনেশের এলা মনে হইল ঠিক কথায় কইচে বিন্দেশ্বরী। মানষিলা বোকায়। উড়া শিখিলে না হয়া গেইল। গাড়ি-ঘোড়ারও কোনো দরকার নাই।যেটে ঠ্যাঙ কাজ করিবে না সেটে উড়ান।

যেলা উমরা বাড়ি গেইল,দেখিল গনেশের বাপ- মাও ডারিয়াঘরের চাঙড়াত বসি আছে। বিন্দেশ্বরী যায়া উমাক ভক্তি কইল্লেক।গনেশের বাপ কইল তোমার বাদে-এ হামরা বাচ্চে আছি বারে, বউমা। তোমার শ্বশুড়ি ভাতশাক আন্দি থুইচে। সগায় খানদান করি শুতিল। হামরা দোনোজনে বসি আছি তোমাল্লার বাদে।চলো খানদানটা শ্যাষ হয়া যাউক।আর গনেশের ফম্ পইল্লেক না যে মেলা দিন আগোত উয়ার বাপ-মাও দোনোজনে মইচ্চে।

বাড়িত আন্দাপাকা করায় আছিল। বিন্দেশ্বরী যায়া কাপড় বদলে হাতপাওঁ ধুইয়া আসিল চুয়া থাকি। কইল বইসো সগায়। খানদান করি নেও। গনেশ, উয়ার বাবা, মাও সগায় বসিল পিড়া পাতি। পশ্যিল বিন্দেশ্বরী। খাইতে খাইতে গনেশের বাপ কইল-তোর শ্বশুর এলা কেমন আছে? গনেশ শুনি ধুন্দোত পড়ি গেইল। শ্বশুর বাড়ির কথালা কেনে বা উয়ার ফমে পড়েছে না। উয়ায় মনে মনে ভাবিল হ্যামোন কেনে হয়ছে? উয়ার ধুন খাওয়া

দেখিয়া বিন্দেশ্বরী আগে আসি কইল- বাবা এলা ভালে আছে। গনেশের বাপ কইল- বাপোইটা কনে তায় কিছুই কবার না পায়ছে?

বিন্দেশ্বরী হাসিয়া কইল- উয়ায় বোদায় অইন্য কথা ভাবেছে এলা। তৎকরায় গনেশ সেলা অইন্য কথা ভাবির ধইচ্চে। উয়ায় ফম্ করার চেষ্টা করেছে কোনদিন উয়ায় শ্বশুর বাড়ি গেইলেক।- গেলুঙ-এ যদি মুই কি শ্বশুরোক না দেখিয়ায় চলি আচ্চুঙ? হেটো কেমন কথা? যার বাড়ি গেলুঙ তাক না দেখিয়া চলি আসিলুঙ? ধুন্দোতে উয়ায় খাবার ধইল্লেক।উয়ার বাবা মাও খাওয়া শেষ করি চলি গেইল মুখ ধুবার। উয়ায় বসি আছে তায় আছেকে-এ। বিন্দেশ্বরী মিচাঙ রাগ করি কইল- এইটা মানষিক নিয়া মোর হইচে জ্বালা। খানদান তো হয়া গেইচে।নাই ফাকোতে কেনে বসি আছেন? উঠো,মুখ ধোও যায়া। উয়ায় খাওয়ার পাত থাকি উঠি ধুন্দোতে উল্টামুয়া যাবার ধইল্লেক। খলখলে হাসি উঠিল বিন্দেশ্বরী। তরপি উঠিল গনেশ। কইল- কেনে তুই হাসিস? বিন্দেশ্বরী কইল- না হাসিম কেনে? চুয়া হইল কোনপাকে,তোমরা কোনপাকে যাবার ধইচ্চেন? এই নাকান সুল্লিহারা মানষির নগত মোর ঘরসংসার! এলাসিনি উয়ার ফম্ হইল চুয়াটা তো হোপাকে না হয়। শ্যাষে মুখ ধুইয়া ঘোরত সোন্দইল গনেশ। মনে মনে ভাবির ধইল্লেক - কী হইল মোর? হেমন কেনে হনুঁ? মানষি তো কয় মুই বোলে খিপ চালক-চতুর। হিসাব করি পাওঁ ফেলাঙ।

ভাবিতে ভাবিতে বিছিনাত থাকিল। থাকি থাকি ভাবির ধইল্লেক, বাড়িটার চৌরোপাকে না গছগাছালি, বাশের থোপ, গুয়াবাড়ি। কিন্তুক একটা ঘুঘুও কেনে না কান্দে? এলাওঁ না দিনে আছে।বেলাটা কোনেক ভাইটাইচে। তাতে উমরা চুপ?

উয়ার মনে হইল যাঙ কোনেক গুয়াবাড়িখান দেখি আইসোঙ। বিছিনা থাকি উঠি ঘর থাকি বিরাবে এমন সময়,পানচোবাইতে চোবাইতে ঘোরত সোন্দাইল বিন্দেশ্বরী। গনেশোক কইল- কুত্তি যান? দূর থাকি আসিলেন কোনেক জিরাও। চকুত উয়ার অইন্য নাকান মানে ঝিলিক দিয়া উঠিল। নিজের হাতে কপাট বন্ধ করি ইচ্ছা করি বুকের আঞ্চলখান ফ্যালে দিল মাটিত। গনেশের গাও গরম হয়া উঠিল। হাতদুইটা নিশপিশির ধইল্লেক। দিন এলাওঁ আছে। উয়ায় দিনোতে? এমন সময় উয়ার গাত যায়া ঢলি পইল্লেক বিন্দেশ্বরী। কানে কানে কইল- নেও বুড়া-বুড়ি ঘর সোন্দাইচে। তাও কেনে যেন ধুন খায়া উয়ার ভিতি চায়া দেখির ধইল্লেক গনেশ। বিন্দেশ্বরী গোমা সাপের নাকান ফোঁস ফোঁস কইত্তে কইত্তে কইল- কোটেকার ভোদাইমার্কা বেটাছাওয়া রে। আগে দিলেও খাবার না পায়। এই কথাটা বহুবার শুনিচে বিন্দেশ্বরীর মুখোত গনেশ। মানেটাও উয়ায় ভালে-এ বোঝে। উয়ায় ফিস্ ফিস্ করি কইল- এলা যে দিন, বিন্দেশ্বরী? উয়ায় কইল-নন মুই আতি করি দ্যাঙছে। তৎকরায় ঘরটা আন্ধার হয়া গেইল। কেনে হেমোন হইল সেটা ভাবিবার সময় গনেশের নাই। ওগুন জ্বলিই গেল। দেহার ওগুন। জাপ্টে ধরিল বনুসোক। লোহা বেশি গরম হইলে ঠান্ডা হইতে সময় নাগে কোনেক। অবশ্যাষে ঠান্ডা হইল।

এলা বিলাই যেমন গোটোসোটো হয়া নিন যায়,তেমন করি- ই নিন্দোত পইল্লেক বিন্দেশ্বরী। গনেশ পড়িল ধুন্দোত। উয়ায় ভাবির ধইল্লেক - বিন্দেশ্বরীর কথাত দিন কেমন করি আতি হয়া গেল?ইয়ায় কায়? বিন্দেশ্বরী তো?

নানান কথা উথাল-পাতাল করির ধইল্লেক গনেশের মনোত।দিনোক আতি করি দিল উয়ারে বনুস বিন্দেশ্বরী? এতো ক্ষমতা উয়ার? মানষি কি দিনোকো-ও আতি করির পায়? জদ্দোকা পাড় হইলোঙ উড়ি? ডেনা থাকিলে না হয় উড়া গেইলেক হয়, পকি য্যাঙ্করি উড়ায়। ডেনা নাই কিছু নাই,তাঙ ক্যাঙ্করি উড়াইলোঙ হামরা? এঙ্করি যদি উড়ায় যায় তা হইলে এতো গাড়িঘোড়া কেনে? মনষিগিলা তৎকরায় বোকা? যদি উড়ায় যায় উমরা নাই ফাকোতে গাড়ি ঘোড়াত চড়ে কেনে? নাকি হেটা একটা স্বপন। নাড়ি দেখোঙ তো বিন্দেশ্বরীক। উয়ায় উয়ার বনুসোক নাড়ি দেখির ধইল্লেক। এই তো নাড়া যাছে। বিন্দেশ্বরী ট্যার পায়া গেইল। কইল- এলাওঁ তোমরা নিন যান নাই? আতি কট্টা হইচে জানেন? নাকি আরও? এতো তাড়াতাড়ি হবে না। দেহাটা মোর ন্যাতে পইচে।যে ভইচাল তুলি দিলেন। বাপ রে বাপ! কোনেক হুঁস থুইয়া আগা খায়।হোটা না হয়,হুঁস-হরা-তাল।এই নাকান কোথা উয়ার মুখোত অনেক শুনিচে গনেশ। ঠিক সময় খাস্তা কথা কয়া, উয়ায় গনেশোক একেবারে আসঙোত তুলি দেয়। আর যেলা ঠাকুর পূজা দেয়,সেলা দেখি মনে হয় উয়ায় গনেশের বনুস না হয়। নিজে একটা দেবী! ভক্তি করির মোনায়।বনুস হয় জইন্যে সেইটা উয়ায় করির পায় না। বিন্দেশ্বরী এবারে ধমক দিয়া কইল- নিন যাও এলা। কয়া উয়াক বুকোত টানি নিল বিন্দেশ্বরী। উয়ার নরম- গরম বুকের ছোঁয়া পায়া আস্তে আস্তে নিন আসি গেইল গনেশের।নিন্দোত উয়ায় স্বপন পাবার ধইল্লেক। স্বপনোত দেখিল একলায় কেনেবা জঙ্গলবাড়ি মইধ্য দিয়া যাবার ধইচে উয়ায়। যতো-এ আগে যায় ততোয় জঙ্গল ঘন হয়। যাইতে যাইতে দেখিল উয়ার পাছপাকে মেলা চিতিয়াপাকড়া বাঘ। উমার গিজ্জনোত গোটায় জঙ্গলখান কাঁপির ধইল্লেক।

উয়ায় ঝাপ্পি নামিল একটা নদীত।নদীটার সোতোত ভাসিতে ভাসিতে উয়ায় সোন্দে ফেলাইল একটা আন্ধার গুহাত। গুহাটার ভিতোর থকি উয়ায় ক্যাঙ্ককরি বিরাবে? উয়ায় ভাবির ধইল্লেক। কায় জানে যে ওইটেকোনায় আছিল একটা অজগর সাপ। সাপটা উয়াক জাপ্টে ধইল্লেক। সাপ কি হাসির পায়? হেটা সাপ কেনেবা বেটিছাওয়ার নাকান করি খিল খিল করি হাসেছে। অন্ধারোতো-ও দেখা যায়ছে উয়ার শাদা দাতের পাটি। হাসিতে হাসিতে কোথা কয়া ফেলাইল সাপটা। কইল- তোক পাচুঙ যখন মুই কি ছাড়োঙ? আস্তে আস্তে ব্যানকেটে ধরির ধইল্লেক উয়ার গোটায় দেহাটা। গনেশ কাকুতি মিনতি করি কবার ধইল্লেক- মোক তুই ছাড়ি দে। তোর মুই কী অন্যায় কচ্চুঙ? সাপ আর হোটা না শুনে। গোটায় দেহাটাক ব্যানকেটে ধরিয়া ক্যারমে ক্যারমে আগের ধইল্লেক উয়ার গালা মুয়া। প্যাচ দিয়া ধরিল উয়ার টুটি। উয়ার কান্দি কান্দি কবার ধইল্লেক- মোক তুই না মারিস, মুই বাঁচির চাঙ।

সাপ কইল- হেটে কেনে সোন্দালু তায়? হেটে যায় আইসে তায় মরির জইন্যে-এ আইসে। হেটো হইল যমলোক। গনেশ কইল- মুই বত্তা মনষিটা কেমন করি যমলোকোত সোন্দালুঙ? সাপ কইল- যেমন করি-ই সোন্দাও, সোন্দাছিস যখন আর রেহাই নাই।গনেশের গালার ফাস ক্যারমে ক্যারমে শক্ত হবার ধইল্লেক। চিকিরি উঠি উয়ায় ঝটকে ফেলাইল বিন্দেশ্বরীর দুইটা হাত।ঝটকা খায়া নিন ভাঙি গেইল বিন্দেশ্বরীর। কইল- কী হইল তোমার? গনেশ কয়া ফেলাইল- মোক কি তুই যমলোকোত আনচিস?খিল খিল করি হাসিয়া বিন্দেশ্বরী কইল- তোমরা স্বপন দেখিচেন বোদায়।

হ্যাসফ্যাস করি উঠি বসিল গনেশ- কইল,স্বপন? স্বপোন কেনে এমোন হয়? বিন্দেশ্বরী উয়াক সাহস দিয়া কইল-মুই থাকিতে তোমার কিসের ভয়?তাঙ ভয়োতে থথরে কাপির ধইল্লেক গনেশ।

গনেশ এলাওঁ কাপেছে। বিন্দেশ্বরী উয়াক জড়ে ধরি কইল- এই দ্যাখো মোর শাখা সেন্দুর।এইল্লা থাকিতে তোমার কিসের ভয়? এইল্লার কি জোর কম মনে করেন? এইল্লার জোরে বেফুলা উয়ার মরা সোয়ামীক বাচে আনিচে।কেনে হতাশ খান? গনেশ কাপিতে কাপিতে কইল- বিন্দেশ্বরী মোর মনটা কেনে বা কয়ছে মুই মরা মানষিটা কেমন করি যেন বত্তি আসিলুঙ। বিন্দেশ্বরী কইল- বাদ দেওতো ওইল্লা স্বপনের কথা। মুই থাইকতে যমের বাপ পারে তোমাক নিগিবার। গনেশ কইল- এমন বত্তা স্বপন মানষি পায়? মোক একটা অজগর সাপ মারি ফ্যালের ধচ্চিল। -মাইল্লেও তোমাক মুই বত্তে আনিলুঙ হয়।তোমরা মোক বত্তের পাবেন? গনেশ কইল- তুই কি মরিছিস তায় তোক মুই বত্তাইম? হাসিয়া বিন্দেশ্বরী কইল- ধরো যদিকালে মরোঙ কোনোদিন।গনেশ কান্দি ফেলাইল। কান্দিতে কান্দিতে কইল- হুলা কথা কেনে কইস? তুই তো ভালে- এ জানিস,তুই ছাড়া মোর দুনিয়া আন্ধার।এই কথা কয়া উয়ায় জাপ্টে ধইল্লেক বিন্দেশ্বরীক। বিন্দেশ্বরী যতন করি গনেশোক থাকাইল।মথাত হাত বুলি দিবার ধইল্লেক। উয়ার কোনেক নিন নিন ভাব আসিল। কিন্তুক কান্দোনের আওয়াজ পায়া উয়ায় জাগি গেইল। কায় কান্দে? বিন্দেশ্বরী? হ্যাঁ, বিন্দেশ্বরীই তো।

উয়ায় আস্তে উঠিল। গনেশ বিন্দেশ্বরীক বুকোত টানি নিল।তারপর চকুর জল মুছি দিয়া কইল- কেনে কান্দিস, বিন্দেশ্বরী? বিন্দেশ্বরী যেন কেমন চমকি উঠিল। কইল- না হয় এমনি। গনেশ কইল - এমনিই কাহোঁ কান্দে? বিন্দেশ্বরী গনেশের বুকোত মুখ ঘষিয়া কইল- আচ্ছা মনের দুর্বলতাত মুই যদিকালে কোনো অপরাধ করি থাকোঙ, মোক কী তোমরা ক্ষমা করির পাবেন? গনেশ কইল- পাগলি কুণ্ঠেকার। তুই যেটায় কর,তুই তো আর মোক ফ্যালে কুনোঠে যাবার না পাবু। চমকি উঠিল বিন্দেশ্বরী। গনেশ কইল - কেনে চমকি উঠিলু? বিন্দেশ্বরী কইল-ওইটেকোনায় তো মোর মরণ। কেনে বিন্দেশ্বরী এমন কথা কইল ঠিক বুঝির না পাইল গনেশ। এবার বিন্দেশ্বরী কইল-থাউক হুল্লা কথা। ভোর হবার আর বেশি দেরি নাই। চলো কেনে আজি সাকাল সাকাল যায়া নদীত গাওধুই। -কোন নদীত?

জদ্ধোকাত? বিন্দেশ্বরী কইল- চলো কেনে? গনেশ কইল- বাবা- মাক কয়া যাবার নাগিবে না?

বিন্দেশ্বরী কইল- হামরা না বাড়ি ফিরি আসিমোকে,কেনে আরও বাবা- মাক কবার নাইকবে? দোনোজনে বায়রাত বিরাইল। গনেশ দেখিল পূবের আকাশ ফর্সা হয়া গেইচে অনেকটায়। হিলহিলা বাতাসকোনা একেবারে মধুর মতোন নাগেছে গাত।এইবার পকির ড্যাক শুনির পাইল গনেশ। বায়রা বিরাইল উমরা। ভাক্কাউ করি কোটে থাকি বা আসিল ফুলের একেনা সুন্দর বাসনা। ফুলের না বিন্দেশ্বরীর দেহার? বিন্দেশ্বরীর চুলের একনা বাসনা আছে। বিন্দেশ্বরীর মাথার চুলিত নাক ডুবি দিয়া ওই বাসনাকোনা নিতে খিপ ভাল নাগে গনেশের। বাসনাকোনা মাতাল করার নাকান। কিন্তুক আজি যে বাসনাকোনা গনেশ পাইল হোটার কোনো তুলনায় হয় না। তারপর উড়াইল দোনোজনে। গনেশোক পুছিল বিন্দেশ্বরী - যাবেন চান- তারার দ্যাশোত? গনেশ হতাশ খায়া কইল- উরে বাপ! অতো উপুরাত মুই উঠির না পাইম। বিন্দেশ্বরীর মুখখান কেনে বা আন্ধার হয়া গেইল।গনেশ কইল- কী হইল আরও? বিন্দেশ্বরী কইল - নাই হয় কোনো। তারপর পুছিল- হামার এই দুনিয়াটা খিপ সুন্দর হেনা? নদী- গছপালা- পকিপয়াল- সুখ- দুঃখ সৌগ মিলিয়া খিপ সুন্দর! দেখো দেখো পূবের আকাশটা কি সুন্দর সেন্দুর পিন্দিলেক। ওই দ্যাখো সূর্যঠাকুর কেমন হাসেছে। গনেশের ফম পড়ি গেইল শিশু শিক্ষার কবিতাখান-" পাখিসব করে রব রাত্রি পোহাইল / কাননে কুসুম কলি সকলই ফুটিল"। উমরাও উড়ায়ছে পকিপয়ালগিলাও উড়ায়ছে। গছের পাতায় পাতায় আসি পড়িল সোনা -রঙ। চৌরোপাকে পকিপয়ালের কোল্লোহার। মানষিলা এলাওঁ নিন্থাকি উঠে নাই। এবার আসিল উমরা সংলির পাড়। বিন্দেশ্বরী কইল- কওতো হেটা কোন নদী? গনেশ কইল-কেনে হামার সংলিটা। বিন্দেশ্বরী পুছিল- এইটে নামিবেন না আরও উড়ামো?গনাশ কইল- নামি কোনেক। দোনোজনে উমরা আকাশ থাকি নামি আসিল। বসিল একেবারে নদীটার পাড়োত।দোনোজনে ভক্তি করিল মাও সংলিক। সোয়ামীর গালোত চুমা খায়া বিন্দেশ্বরী কইল-তোমরা কোনেক বইসো, মুই এই সমতে গাওখান ধুইয়া আইসোঙ। এই কথা কয়া নামিল সংলির জলোত।

হেপাকে পাছপাক থাকি ভাসি আসিল মানষির কোল্লোহার। সগায় কয়ছে- ওইতো সংলির পারোত একেলায় বসি আছে। মানষিলাক দেখি খাড়া হইল গনেশ। কইল- এই! না আগান!বেটিছাওয়া মানষি গাও ধুবার নামিছে। তাও দেখিল মানষিলা আগায়কে। উয়ায় বিন্দেশ্বরীর চিতার একখান আধাপোড়া কাঠ কুড়ি নিয়া ডাঙের গেইল উমাক। সগায় চিকারাচিকিরি করি কবার ধইল্লেক- গনেশ পাগলা হইচে রে। দূরোত যায়া উমরা যুক্তি পরামর্শ করি দলেবলে আগে আসি কায়দা করি গনেশোক বান্দি ফেলাইল। গনেশ চিকিরি চিকিরি কবার ধইল্লেক- বিন্দেশ্বরী, ইমরা মোক জোর করি বান্দি ফেলাইল। বিন্দেশ্বরী... বিন্দেশ্বরী....

গল্প-২

মাস্টার বাবুর গল্প

শচীমোহন বর্মন

বিতা কালি জীবনের পোথম শিক্ষা গুরু নরপতি ছারোক দেখির যায়া একটা শিক্ষালাভ হইছিল অধ্যাপক হাবিবের। তায় আইজকা মাধ্যমিকের শিক্ষাগুরু শান্তি ছার মানে শান্তিরঞ্জন দাসের নগত দেখা করিবার তানে রওনা দেওয়ার আগোতে একজন মানুষের সেবা শুশ্রূষার জন্য যা যা দরকার সৌগে নিছে। কাপড়, সাবোন, ত্যাল লোশন, মলম, আয়না, চিরনী, তোয়ালে, বিছানার চাদর, মুশুরী আরো ম্যালা কিছু। সেই বাদে আজিকা একানা সকাল সকাল বাইর হইলেক। বাড়ি থাকি বিরাইতে আর ম্যালা কথা মনোত পড়ি গেইল হাবিবের। হাইস্কুল জীবনে কান্তি ছার ছিল দেবদূতের নাকান। নবম শ্রেণিত ভর্ত্তি হওয়ার পর থাকি দ্বাদশ পর্যন্ত বিনা ফিতে পড়াইচে কান্তি ছার।

একদিন ক্লাসোত একটা অঙ্ক ভুল হওয়ার কারণে কান্তি ছার পুচ করিছিল,' কারঠে পড়িস। হাবিব কোন জবাব দিবার পায় নাই। উয়ার তো টিউশন পড়িবার পাইস্যায় ছিল না, পড়িবে কেমন করি। শান্তি ছার বুঝির পাইছে, ছাওয়াটা মেধাবী কিন্তু হতদরিদ্র। কইলে, 'কাইল থাকি মোর বাড়ি আসবু, মুই পড়াইম।' আর একটা ছাত্র দীপক সাহাক কইলে, 'অয় দীপক, হাবিবোক ধরি আসিস।' দীপক মাথা নাড়িল। তারপর থাকি চলা শুরু। কিন্তু ক্লাস টেনের টেস্টের রেজাল্ট বাইর হইলে দেখা গেইল হাবিব উত্তীর্ণ হবার পায় নাই। কারণ অঙ্ক, ইংরাজী দুইটাতেই ফেল। রেজাল্ট দেখিয়া কান্তি ছারো ঠস নাগি গেইচে। খালি হাবিবোক আসি কইলে, 'সন্ধ্যা মোর সতে দ্যাখা করবু' । সেইমতো সন্ধ্যা শান্তি ছারের বাড়ি বুলি গেল। গুরু গম্ভীর গালায় কইল, 'বইসেক'। এইঢক গম্ভীর গালা হাবিব কোনদিন শুনিচে কি না মনোতে পড়ে না। হাবিব মাথা নীচু করি বসিল, শান্তি ছার অঙ্কের প্রশ্নটা আনিয়া একখান খাতা দিয়া কইল, 'অঙ্কগুলা কর'।

'ছার--' কয়া হাবিব উলুক ভুলুক করিছিল। গর্জি উঠে শান্তি ছার, 'ঝেটা কচোং সেইটায় কর। নইলে আজিকা হাড় হাড্ডি গুড়া করি দিম'। হাবিব চোখের জল ফেলাইতে ফেলাইতে অঙ্ক গুলা করি ফেলাইল ঘন্টা দুইয়েকের মধ্যে। শান্তি ছার খাতাখান হাতোত নিয়া সৌগ দেখিয়া আরো গরম হয়া গেইল। হাতের ব্যাতখান দিয়া সপাং সপাং করিয়া ডাঙ্গের ধইল্লে। আর একটায় কথা কবার ধইল্লে, 'ক্যানে তুই পরীক্ষার খাতাত কিছু নেখিস নাই। তোর মান সম্মান নাই দেখি কি মোরো নাই। বল, কি হইচে? নইলে আজি এটেকোনায় তোক শ্যাষ করি দিম'। ছারের হর্জন গর্জন শুনি বাড়ির মানসিলাও অঠে আসিল। শান্তি

ছারের বাড়ির তিনচারটা বাড়ির পরে আর এক অঙ্ক মাষ্টার রমেন ছারের বাড়ি। হাবিবের ঘরের অঙ্ক ক্লাস ঐ রমেন ছারেই নিচেন। বাজার করিয়া আইসার সময় শুনে শান্তি ছারের গর্জন। অবাক হয়া যায় কারণ শান্তি ছার তো এইঢক চিকিরা চিকিরি কোনদিনই করেন না। আগে যায় রমেন ছার। রমেন ছারোক দেখিয়া শান্তি ছার খাতা আর প্রশ্ন আগে দেয়, 'দেখেন সৌগ অঙ্কের উত্তর লেখি দিছে, কিন্তু টেস্টের খাতাত ১০ নম্বরও পায় নাই। তাহলো ইয়াক এলা কি করা যায়। রমেন ছার খাতাটা উল্টি পাল্টে দেখিয়া শান্তি ছারোক কইলে, 'ইয়াতে মুই অবাক হং নাই কারণ মুই ক্লাস নিচোং, মুই জানোং, হাবিব নম্বর না পাওয়ার ছাত্র নোহায়। উয়ার পরীক্ষার খাতাখান কাইলকাও আরো একবার খুলিয়া দেখিচোং, বার বার দেখিয়া একটা কথা মনে হইল, খাতাত যে কয়টা লেখা আছে সেগিলা উয়ার হাতের নোহায়। শান্তি ছারের বউ এইল্লা শুনিয়া মুখখানোত একটা মোছর দিয়া কইলে, 'যত কান্ড তোমার গুলার। এমনি হামার মাষ্টারের হাই পেশার আর এই চ্যাংড়া ফির না না ভড়ং করেছে। ইল্লা ধরি তোমরা স্কুল যাও তো- ।' চুপ!' - শান্তি ছার চিৎকার করি উঠিল, 'ছাত্র মানে ছাওয়া, উয়ার জীবন মরণ প্রশ্ন তুই কি বুঝিব? তুই তো আর মাষ্টারী করিস না।' ছারের চোখ মুখ লাল। বউ আর কথা না কয়া বাড়ির ভিতিরা গেইল। 'মুই জানোং কি হইচে।' ঘরোত বুঝি বাজ পড়িল। দুই মাষ্টারের চোখ পড়ি যায় শান্তি ছারের কইন্যা ছওয়া মামনির উপরা। 'তুই কি জানিস?' রমেন ছার পুচ করে। মামনি আমতা আমতা করিছিল। শান্তি ছার কইলে' কি জানিস ক মামনি, তোর ভয় কিসের?' মামনি কওয়া শুরু করিলেক, 'একদিন স্কুলোত টিফিনের ব্যালা বিমল আর হাবিব কৃষ্ণ চূড়া গছটার গোড়োত আলাপ করির ধইচ্ছে।' 'কি আলাপ?' - শুনির তানে অস্থির হয় শান্তি ছার। মামনি কবার ধইল্লে, 'মুই ওদি যাবার ধইসচোং পোথম কথাটাত কৌতুহুলি হয়া একান দেওয়ালের আড়ালোত খাড়া হয়া শুনির ধরনু। হাবিব কয়, বিমল, খারাপ করিস ক্যা, শোনেক, একে হলোতে তো সিট পইড়বে। ইংরাজি আর অঙ্কের দিন তুই নেখবু মোর খাতা আর মুই নেখিম তোর খাতা।'

বিমল ব্যস্ত হয়া কইল, আর তুই তো ইংরাজী আর অঙ্ক ত ফেল হয়া যাবুরে।' হাবিব বিমলের গাও সত্তেয়া আদর করি কয়, আরে ফেল হইম তা কি হইবে। পত্তি বছর দেখিস না, দুইটা সাবজেক্টত ফেল হইলেও পাশ করি দেয়।' বিমলও হাবিবোক খুব ভালবাসে। তায় উয়ার ক্ষতি হোক তাক উমায় চায় না। তায় কয়,' আর মোর খাতা তুই লেখিলে বেশী নম্বর আসিলে ছার সন্দেহ কইরবে না?' হাবিব ফিক করি হাসি কয়, অতো বোকা মোক ভাবিস ক্যানে? মুই খালি তোর পাশ নম্বর তুলিয়ায় লেখা বন্ধ করি দিম।' বিমল ভয় পায়, যদি ধরা পড়ি যাই?' হাবিব বুঝায়, ' জীবনে আগের গেইলে একেনা আধগেনা রিস্ক নেওয়ায় খায়।' বিমলের তেঁও মনটা কেমন কেমন করির ধইচ্চে, কয়, ' আর তোর খাতাত নম্বর কম হইলে ছারের ঘর প্রশ্ন কইরবে না? হাবিব কইলে, দ্যাখ ,তুই মোর বন্ধু। তোক বাদ দিয়া ফাইনালোত কেমন করি বসিম? আর প্রশ্ন কইল্লে, ফাইনালোত ভালো করিম, কওয়া

যাইবে। চল, ক্লাসোত। এলায় টিফিনের বেল পড়ি যাইবে। আর হ্যা, শোন, ইংরাজি অঙ্ক বাদে অন্যগুলাত আবার দুইটার বেশী ফেল করিস না। তাহইলে হইবে না।' 'ও' রমেন ছার ততক্ষণে বুঝির পাইচে ঘটনাটা কি। পত্তি বছরে তো দুইটা বিষয়ে ফেল হইলেও টেস্টত পাশ করি দেওয়া হয়। বিমল ইংরাজী অঙ্ক ছাড়াও অন্য বিষয়ে ফেল হবার সম্ভাবনা ছিল তায় ইংরাজি অঙ্ক পাশ করিলে রিস্ক আর থাকিবে না কিন্তু এবারে যে একটার বেশি বিষয়োত ফেল করিলে পাশ করি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত হইবে তাক তো হাবিব ভাবির পায় নাই। বিমল যেহেতু আর শুধু ভৌতবিজ্ঞান ফেল তায় উত্তীর্ণ হয়া গেল।

শান্তি ছার আর থাকির পাইলে না, 'হ্যা, দয়াশিলা! পত্তি বছর স্কুলের সিদ্ধান্ত যেমন হয় তেমন এই বছর নাও হইতে পারে হেইটা ক্যানে তোর মাথাত আসিল না? এলা তোক কায় রক্ষা কইরবে দ্যাখ' এই কথা কয়া হঠাৎ হাতের ব্যাত দিয়া সপাং সপাং করি আইতালে পাইতালে আরো মারির ধইল্লে। রমেন ছার সহ্য করির না পায়া শান্তি ছারোক ধরি ফ্যালাইল, না ভাই, না না, যা হবার হইচে, মুই ইয়ার একটা ব্যবস্থা করিম, তুই মাথাটা একানা ঠান্ডা করেক।' শান্তি ছার হ্যাসপ্যাসের ধইল্লে। হাবিব টেবিলোত ঢাকা দেওয়া জলের গেলাসটা কোন রকমে আগে দিয়া হু হু করি কান্দির ধইল্লে। শান্তি ছারো আর থাকির পাইলেক না। হাবিবোক টানিয়া বুকোতে জড়েয়া ধরিয়া হুহু করি ছারো কান্দি উঠিল। রমেন ছারেরো চোখের জল বাধা মানিল না। শ্যাষোত সিদ্ধান্ত হইল যে বিমল স্কুলের একাডেমি কাউন্সিলোত ফল পুনর্বিবেচনার তানে একটা দরখাস্ত কইরবে। বাকিটা ছারের ঘর দেইখবে। সেলায় রমেন ছার নিজে হাতে বয়ান নেখিয়া বিমলোক কইলে, ' এলায় নেখিয়া মোক জমা দে, কাইল মুই জমা দিম আর বাড়ি যায়া নিশ্চিত থাক, একটা ব্যবস্থা হইবে। হামরা দুইজন তোর পক্ষে যা সওয়াল কবার তা করমো তুই বাড়ি যায়া ফরম ফিলাপের টাকা জোগাড় করার চেষ্টা কর। আর শান্তি তুই মোক ঐ খাতাটা দে যেটাত উমায় উত্তর লেখিল। হাবিব, তুই যা। হাবিব দরখাস্তখান নেখিয়া রমেন ছারের হাতোত দিয়া দুই ছারকেই পোন্নাম করিয়া ধীরে ধীরে বাইর হয়া আইসে। অনেক যুক্তি তর্কর পর কাউন্সিল তিনদিন পর একটা মানদণ্ড ঠিক করির যায়া হাবিব সহ আরো চারজন ছাত্রোক ফাইনালোত বসিবার বাদে পাশ করি দিলেক।

'হাবিবদা আসি গেছি' ড্রাইভার হাবিবের স্মৃতির রোমন্থনোক আটক করি দিলে। 'ও' -- গাড়ি থাকি নামিল হাবিব। কিন্তু চাইরোপাকে দেখিয়া হাবিব ২৫ বছার আগের কোন কিছুই বুঝির পায় না। মদন লক্ষ্য করিল হাবিবের অবস্থাটা। মদন কয়েক বছর ধরি হাবিবের গাড়ির ড্রাইভার। তায় হাবিবের হাবভাব বুঝির পায়। বয়স হয়তো হাবিবের থাকি দুই একবছর বড়ো হইবে। হাবিব চিরদিনেই অন্য জাতের মানষি। পোথম দিনোতেই কইছে, মদনদা মোক ছার টার কবু না কিন্তু --। কিন্তু অধ্যাপক মানষি তায় ছার না কইলেও দাদা জোর করি কয়। হাবিবো মদনোক দাদা কয়। মদন কইলে,' হাবিব দা তোমরা বহুদিন পরে

আসিলেন তো, পরিবর্তনটা বুঝির পাছেন না। এলা দিনহাটার চাইরোপাকে সৌগে পাল্টি গেইচে।' 'হু', হাবিব কয়, 'ঠিকই কচিস মদনদা, দিনহাটার চৌপথী হয়া রংপুর রোড হয়া ঝুড়িপাড়ার ভিতর দিয়া জয়মনির টাউনের বাড়ি যাওয়া আইস্যা বছরে এক আধবার করিলেও হে পাকটা কোনদিন আইসোং নাই। এইটা শহরতলী আছিল, গ্রামের নাকান।' হাবিবের কতা টানিয়া মদন কইলে, 'এলা তো প্রোমোটারের থাবা সৌগ জাগাতে, তায় খালি বড়ো বড়ো ফেলাট বাড়ি। তেওঁ কিন্তু শান্তি ছারের বাড়ি চিনতে অসুবিধা নাই কারণ ছারের ব্যাটা ভূপতি দাস একেলায় বিশাল বাড়ি বানাইচে। আসলে শান্তি ছারের ব্যাটা ভূপতি দাস এলা দ্যাশের নাম করা ডাক্তারগুলার মধ্যে একঝন।

বেটি মামনি আমেরিকাত থাকে। বিশাল কোম্পানীর সিইও। অঠে বিয়াও অঠে সংসার। দুই ভাই বোনেরে কুটি কুটি টাকা আয়। পাশের একটা বিশাল বাড়ি দ্যাখে দিয়া মদন বলল 'এইটায় শান্তি ছারের বাড়ি।' হাবিব শুনিয়া অবাক হয়া কইল, "তুই জানিস কি করিয়া'। মদন বিজ্ঞের ভাব নিয়া কইতে থাকে, 'জানা খায় হাবিবদা, ড্রাইভারকে তো শহরের অলি গলি জাইনতে হোবে নাতেন প্যাসেঞ্জার বিরক্ত হয়া অন্য গাড়ি নিবে। তোমার বাড়িত যাওয়ার আগোত মুই ম্যালাদিন দিনহাটা যাওয়া আইসা করিচোং।' 'আচ্ছা ঠিক আছে, তুই গাড়িত থাক, মুই আইসোং, কয়া ব্যাগটা নিয়া হাবিব মেইন গেটের আগপাকে আসিলে দারোয়ান হা হা করি উঠিল। মনে কয় কিবা সব্বনাশ হয়া গেইল, বিরক্ত স্বরে কইলে, কাক চান?' হাবিব ইতস্তত করি কইলে, 'শান্তি ছার'। দারোয়ান অবাক হয়া গেইল? যদ্দিন থাকি চাকরী কইরছে বুড়া ছারের খোঁজ কাহো করে নাই। দারোয়ানের সন্দেহ হওয়ায় আরো পুচ করে, 'কাক চান? হাবিব আরো কয়, 'শান্তি ছার'। তারপর নাম, ধাম, পেশা, শান্তি ছারের সতে কি সম্পর্ক ইত্যাদি শুনিয়া একানা নোটবুকোত টুকি নিয়া কইলে,'তোমরা বইসো মুই উপরা থাকি পারমিশন আগোত নেং' কয়া ফোন করিয়া নোটবুকের সৌগ কতা কইলে। ওপাশ থাকি কি কইলে বুঝা গেল না কিন্তু হাবিবোক এবার বিনয় ভাব দ্যাখেয়া কইলে 'ছার ১০ মিনিট বইসেন।' হাবিব একটা তুলোত বইসে। শান্তি ছার নিয়া দুনিয়ার কথা ভীর করে মনোত। শান্তি ছার খালি স্কুলের মাষ্টার আছিলেন না, খালি প্রাইভেট মাষ্টার আছিলেন না, একজন বন্ধু আর একজন দিশারী ছিলেন। পড়াশুনা ছাড়াও ম্যালা পরামর্শ দিছিলেন। ম্যালা পরামর্শই আজি হাবিবোক নাম করা অধ্যাপক বানাইচে। 'ছার যান দারোয়ানের কথায় চমক ভাঙ্গিল 'এই সিঁড়ি দিয়া দোতলার বারান্দাত উঠিয়া ডাইন পাকে যায়া আগাইলে ওঠে নার্স আছে, তোমাক নিয়া যাইবে।' হাবিব দোতলা উঠিলে নার্স কইলে, 'ছার আইসো'। দরজার বগল গেইলে নার্স কইলে, 'ছার ব্যাগটা বায়রা থোয়া নাইগবে আর তোমরা দাঁড়ান তোমাক আগোত স্যানিটাইজ করি দ্যাং, ইনফেকশন হইতে পারে তো।' হাবিব যন্ত্রের নাকান খালি নির্দেশ পালন করেছে আর ভাবেছে, 'ছারোক তাহলে আরো বা কত যত্নে রাইখছে' - স্যানিটাইজ হয়া ঘরোত ঢুকিল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় চোপড়, বিছিনাপত্র, চেয়ার, টেবিল,

মায় জানালার পর্দাগুলা পর্যন্ত পরিস্কার। হাবিব মনে মনে খুশী হয়া আগে গেইল ছারের বিছিনার ভিতি। নার্স হা হা করি উঠিলেন, 'না না ছার, বিছানাত নয়। এই চেয়ারটায় বইসেন।' শান্তি ছারের ভিতি নার্স চোখগুলা কটমট করিল।, হাবিবের চোখ এড়াইল না। বাধ্য হয়া কিছুটা দুরত্ব রাখিয়া চেয়ারটাত বসিল, । হাবিব ছারের ভিতি দেইখতে দেইখতে মুহূর্তে কেমন হয়া গেইল। কি সুন্দর চেহারা আছিল! মনে হইল লম্বা মানষিটা কত খাটো হয়া গেইচে।

ছার কেমন আছেন? শান্তি ছার চোখ দুইটা মেলিয়া একবার উপরার ভিতি দেখিয়া আবার নামেয়া কোনরকমে মাথাটা নাড়িয়া ক্ষীণ স্বরে কইলে, ভালো নাই' -- আরো বা কি কবার চাইলে কিন্তু কায় ঝনে তার কথাটা আটক করি দিলে। কিন্তু কি ভালো নাই। হাবিব বুঝির পাইলেক না। হাবিবের চোখ দিয়া জল আসিল। নার্স আরো হা হা করি উঠিল, 'চোখের জল ফেলাইবেন না ! ছারের শরীল খারাপ হইবে। চুপ করেন চুপ করেন।' আরো একবার শান্তি ছারের ভিতি নার্স শাসনের ভঙ্গিতে দেখিল,' এবারো হাবিবের চোখ এড়াইল না। যত্নের তো শ্যাষ নাই। ঘরটা ঝনে আস্ত একটা খিব উন্নত মানের হাসপাতালের ক্ষুদ্র সংস্করণ । সর্বদা সুগন্ধী জীবানুনাশক দিয়া স্প্রে করা হয় তা স্পষ্ট বুঝা যায়। তাহলে কী ভালো নাই। হাবিবের মনোত পইল যে ভূপতিদা খুব বড়ো ডাক্তার। ভয়ঙ্কর ব্যস্ত। দ্যাখের গেইলে এক মাস আগোতে নাম নেখানো নাগে। ছরোক দেখির আসির কি সমায় পায়? মামনি তো আমেরিকাত। আইসা যাওয়া কি করে? হাবিব ছারোক পুচ করে, 'ভূপতিদা কোন্দিন কোন্দিন আইসে? আর মামনি?' শান্তি ছার কি একটা কবার তানে মুখটা নড়াইবে কিন্তু কোন কথা আর কবার দেয় না নার্স।

হাবিবের মনে হইল, ছার ঝনে কবার চাইলে, 'এই তো, তুই মোর ভূপতি --' নার্স কড়া দৃষ্টিতে দেখিয়া কইলে, 'তোমার ছার কথা বলা বারণ!' মাথা নাড়ে কান্তি ছার। হাবিবকে তাড়া করে নার্স,' মনোত কিছু না নেন, বেশিক্ষণ এটে থাকা নিষেধ।' হাবিবের মনে হইল, ছার ঝনে কইল হয়, 'এতদিন ব্যাটাক দেখির বাদে বাঁচি আচোং, এলা দ্যাখা পানু, এলা মরিলেও আর কোন দুঃখ নাই।' নার্স এবার কড়া সুরে হাবিবকে বলে, 'ছার, চলেন!' হাবিব শান্তি ছারের ভিতি আর একবার দেখিল। ছারের দুই চোখের জলে উমার গাল, চিপ সৌগে নদী হয়া গেইচে। কিন্তু নার্স আরো জোরে পিছন থাকি আরো কি বা কইলেক। হাবিবের সে কতা শোনার অবস্থা নাই। সিঁড়ি দিয়া ধীরে ধীরে নামিতে নামিতে হাবিবের বুক কান্নায় ভাঙ্গি যাবার চাছে। বিতা কালি নরপতি ছারের বাড়ির নাকান ছরোক যদি ধোয়া মোছা।'

'করির পাইলে হয় ----

গল্প-৩

স্বাধীনতার চখুর জল

অমলকৃষ্ণ রায়

পাটগ্রামের রমেশ মাস্টার বোলে পতাকা তুলিবে। দেশ স্বাধীন হইবে।

'কায় কইল?'

'ভেষুরুদা। উয়ার বাড়িত থাকি না ঢ্যানা মানসিটা পাটগ্রাম হাই স্কুলোত মাস্টারি করে। উমার বাড়ির ছাওয়ালাক লেকাপড়া শিকায়।'

মুইওতো একঝনেরটে শুনছুলুং। পাটগ্রামের বাজারোত খরচা নিগির ধরছুলুং। কায় যেন কথাটা কওয়ার ধরছুলো। পত্তমে মুই তো বিশ্বাসে করং নাই। কী বিশ্বাস করিস, কতদিন তো হাটে বাজারে হাকাউ হুল্লাউ উঠে, আর কোনও চিন্তা নাই বাহে। দেশটা স্বাধীন হইবে। হামার পাটগ্রামের দুখি মানষিলার কপালে সুখ হবে। দুইদিন পরে শোনং, যেমন তেমনে। কোটে আরও স্বাধীন হয়। বুটপিন্দা চালানি মানষিলার খবরদারি চইলছে তো চলবেই। এলা তুই যে কথাটা কলু তাতে মনে হয়, সচায় হয়। দেশটা বোধহয় এদ্দিন বাদে সচায় করি স্বাধীন হইবে। মরার ব্রিটিশের ঘর বোধহয় এলা গদি ছাড়ি পালাইবে।

পাতারবাড়ি, খেতবাড়ি ঝায় যেতে কাজকামাই করে, সবার মুখত একে কথা। সইন্ধাতে ডারিয়া ঘরোত বসি সগায় একে আল্লাপ করে, দেশটা বোলে স্বাধীন হবে। রমেশ মাস্টার হাইস্কুলের মাঠোত স্বাধীনতার পতাকা তুলিবে। বায়রা থাকি মেলা মানষি আসিবে। আমোদপ্রমোদ, গানবাজনা হবে। কাউ কাউ ফির কতাটা কইতে কইতে মনের ফুর্তিতে গুড়গুড় করি হাসি উঠে। কাউ কথাটা শুনি আগোতে ঠিক করি থুইছে, স্বাধীনতার দিনে মসম খাবে, কচি পাঁঠার মসম। বেশি করি ঝাল দিয়া বনুসোক আন্দির করে।

কথাটা একদিন রমেশ মাস্টার স্কুলের মাঠোত সগাকে ডাকি কইল, তোমাক একটা কতা কওয়ার জইন্যে ডাকুলুং। একজন মাঝোত ফুসুত করি কয়, কী কাতা মাস্টার, দেশটা কী তায় সচায় করি স্বাধীন হইবে?রমেশ মাস্টার হাসি কয়, মোর কতাটা তোমরা আগোতে কয়া দিলেন! তোমরা ঠিকে ধরিছেন। তারে জইন্যে তোমাক ডেকালুং। মুই তো এটেকার নয়া মানষি। বাইরের জিলা থাকি আসিয়া মাস্টারি করির ধরছুং। এটেকার ভাবগতি তো কিছুই জানোং না। মোক ফির নেতার ঘর দায়িত্ব দিছে, স্বাধীনতার দিন পতাকা তুলির খাবে। স্বাধীনতা কী জিনিস, সেটা নিয়া দুইচাইর কথা বইলতে হবে, মানষিক বোঝাইতে হবে। তারে জন্যে তোমারটে মোর একটা দাবি থাকিল, তোমরা এলাকার সগায় মিলি অনুষ্ঠানটাক ভালেমতে উদ্ধার করি দেও।

মাস্টার কথাটা কইতে না কইতেই কয়জন নেতার ঢক মানুষি একেবারে গ্যালগ্যালা হয়া লাফে উঠি মাস্টারোক কয়, কোনও চিন্তা না করেন মাস্টার। হামা সব সামলে নিমো। রমেশ শুনি কয়, সেইটার জইন্যতো তোমাক ডেকালং। অনেক কাজ আছে। মাইক আনা খাবে, মঞ্চ বান্দা খাবে। মিষ্টি কয়েক মন তো লাইগবেই। একঝন মাঝোতে কয়, পাটগ্রামের বাজারের সরেনের দোকানোত অডার দেওয়া যাবে। খালিকন কেনে, কী কী মিষ্টি লাইগবে। রমেশ মাস্টার শুনি ঠাণ্ডা মাথায় কয়, মিষ্টি তো পরের কথা। আগোত ঠিক করেন, কায় কী দায়িত্ব নিয়া অনুষ্ঠানটা সামলাবেন। গোটায় গেরামের মানুষিলাক খবর দেওয়া খাবে। ভোর আতিতে মাইকোত চিল্লি চিল্লি কওয়া খাবে, বন্দেমাতরম। সেটা শুনি গোটায় গেরামের বেটি ছাওয়ার ঘর থিত পায়া উঠিয়া শঙ্খ বাজাইবে, উলু উলু জোগাড় দিবে। সেই জোগাড়, শঙ্খধ্বনি, বন্দেমাতরম ধ্বনি এক গেরাম থাকি আরেক গেরামে যাইবে। তাতে সে গ্রামের মানষিলাও থিত পায়া আলন্দফুর্তি করিবে।

রমেশমাস্টারের কথাটা শুনি সগায় মিলি ঠিক করিলেন, কেমন করি স্বাধীনতার অনুষ্ঠানটা করা হবে। ১৪ আগষ্ট শেষ আতি থাকি গোটায় গেরামোত চাইরোদিকে চিল্লামিল্লি শুরু হয়া গেল। গেরামের চ্যাংরা ছাওয়ালা ইস্কুলের মাঠোত আগাদিনা আইতোত থাকি মাইক ধরি বসি রইল, কতখনে রাতি পোহায়, কাওয়ার ঘর ডাকি উঠে, সেখনে ইমরাঞ্চবন্দেমাতরম্ব বুলি মাইকোত চিল্লি উঠিবে। তাতে গেরামের মানসিলাক জাগে তুলিবে। কথামতো সবে হইল। রমেশ মাস্টার মাঠোত পতাকা তুলিল, বর্ক্তৃতা দিল। স্বাধীনতা কী জিনিস মানসিক বুঝাইল। হইহুল্লুড়, মিষ্টি খাওয়া সবে হইল। অনুষ্ঠান থাকি বাড়ি যাবার সময় একজনে ফির কান্দে আর কয়, হামার বাড়ির বুড়াটা এই স্বাধীনতা দেখির জইন্যে কবে থাকি বার চায়া আছোলো। দেশ স্বাধীন হইছে কথাটা শুনিয়া শান্তিমতো চখু মুজিবে। বুড়াটার কপালোত আর স্বাধীনতার কথাটা শোনা হইল না। গত মাসোত বুড়ার শ্রাদ্ধ গেল। আর কয়টা দিন বাঁচি থাইর পাইল হয়। বাঁচি থাকিলে বুড়াটা স্বাধীনতা দেখির পাইল হয়।

স্বাধীনতা অনুষ্ঠানের হইহুল্লার থামি গেল। সগায় ফির জীবনের ছন্দে ফিরি আসিল। স্বাধীন ভারতের পাটগ্রামে ঝাড় যেমন কাজ কামাই, ব্যবসাপাতি আগের মতোন করির ধরিছে। তারে মইধ্যে ১৭ আগষ্ট ভেষুরুদা সকালবেলা পাটগ্রামের বাজারোত আসি এমন একটা কথা কয়া গেইল, সেইটা শুনি সগার মুখ কালা হয়া গেইছে। কথাটা হইল পাটগ্রাম বোলে পাকিস্থান হয়া গেইছে। উমরা বোলে গত আতি রেডিয়োত শুনিছে, নেওতো এলা কাণ্ড। এতো চিল্লামিল্লি, মিষ্টি খাওয়া আমোদপ্রমোদ হইল, তারে মাঝে এমন একটা খবর কি মানি নেওয়া যায়! এমন স্বাধীনতার কী দরকার ছিল। ঝেমোন আছোলো তেমনে তো ভাল আছোলো। আগোত ব্রিটিশের পুলিশের ঘর দাদাগিরি দেখাইছে। এলা ফির পাকিস্তানের পুলিশের অইত্যাচার সওয়া খাবে?

ভেষুরুর কথাটা গোটায় গেরামোতহাওয়াতে ভাসি বেরের ধরিছে তেঁতুলিয়া, পাটগ্রাম, বোদা, দেবীগঞ্জ, পচাগড় জাগা বোলে পাকিস্তান হয়া গেইছে। কয়দিন আগের মিষ্টি খাওয়া,

ফুর্তি করা, স্বাধীনতার মিছিল করা মানসিলা কাজকামাই ফেলে থুইয়া, চেমুসা লাগিয়া বাড়িত ধ্যাধরে পড়ি আছে। মনোত কারও আর সুখ নাই। কাজে মন নাই। খেতবাড়িত কাউ আর লাঙ্গল ধরি যায় না। খালি ঘরোত বসি কান্দে আর কান্দে। পাকিস্তান হইলে কী হবে, কোন সরকার দেশ চালাবে, চাইর পাঁচ মাথা একটে হইলে সেইটা নিয়া খালি আল্লাপ চলির ধরিছে।

এদি ফির রমেশ মাস্টারের মনোত বড় দুঃখ। ফরিদপুরের নিজের বাড়ির মায়া ছাড়ি, ওটেকার মাস্টারি চাকরি ছাড়ি দিয়ে মানসিটা এটে আসি জয়েন হইছিলো খালি একটা কারণে। সেটা হইল, কোচবিহার রাজার অধীনে সুখেশান্তিতে থাকিবে। ফরিদপুর থাকি কাথাটা শুনিছে, ব্রিটিশের ঘর বোলে কোচবিহারের রাজ্যটাক দখল করি নেয় নাই। ওটা এলাও স্বাধীন রাইজ্য আছে। সে রাজ্য রাজা চালায়। তায় গোটায় ভারত স্বাধীন হোক না হোক, কোচবিহার স্বাধীন আছে, স্বাধীন থাকিবে। এলা যদি সেই কোচবিহারের পাটগ্রামটাক ব্রিটিশের ঘর কোচবিহারের থাকি কাটি নিয়া পাকিস্তানের সরকারোক দিয়া দেয়, তাহইলে তো বিপদ আরও বাড়ি যাবে। সেইটায় যদু হয় তা বাড়ির বগলের চাকরি ছাড়ি এটে আসি কী লাভ হইল?এলা কি এটেকার চাকরি ছাড়ি দিয়া ফির ফরিদপুরে যায়া জয়েন হইবে, নাকি কোচবেহারোত পালে যাবে। কোচবেহারোত গেইলে তো ফির চট করি একান চাকরি জোগাড় করা মুশকিল হবে। ওটে তো চিনা জানা মানসিওতো নাইযে সেটে যায়া কয়দিন থাকি চাকরির উদিস করিবে। রমেশ মাস্টার মহাচিন্তায় পড়ি গেইছে। পাডার মানসিগিলা সেটা দেখি কয়, ভেষুরু বর্মনের বাড়িত বিদেশি মানষিটা সারাদিন কেনে মুখ বেজার করি বসি থাকে। উমার ফির কী হইল?

পাটগ্রামের বাজারোত একদিন গেরামের মানসিলা একটে হয়া ঠিক করিল, ভেষুরুদার বাড়িত যায়া রমেশ মাস্টারের সোদে আল্লাপ করিবে। উমরা শিক্ষিত মানষি। সবটায় ভালো জাইনবে। পাকিস্তান হইলে বা কী হবে, না হইলে বা কী হবে। একদিন সাকালোতে ভেষুরুদার বাড়িত একেবারে মেলা মানষি, 'মাস্টারদা উঠিছেন?' ভেষুরুদা চিল্লি উঠিল, 'কায়রে তোমরা, এত সাকালে মাস্টারের খোঁজ করেন?'

আরে ভেষুরুদা হামরায়, অমূল্যদা, মনেশ্বর, খগেন আর মুই। তোমার দক্ষিণপাড়ার মানষি।

ভিতরাবাড়ি আইসো। তা মাস্টারোক ডেকা কেনে শোনং। কইতে কইতে সগায় মিলি ভেসুরুদার উঠানোত যায়া খাড়া হইল। ভেষুরুদা এখান চাটাই পাতি দিয়ে কয়, বইসো, মুই মাস্টারোক ডেকাং। কালি অনেক আতি কোটে থাকি আসি ঘুমাইছে। এলাং থিত পায় নাই।

সগায় উঠানোত বসি গেইল। ভেষুরুদা মাস্টারোক ডাকির যাইতে যাইতে আন্দোন ঘরের ভিতি চায়া কয়, কয়কাপ চা জ্বালাওরে। মানসি আসিছে।

খনেক বাদে রমেশ মাস্টার আসি সগার সামনে এখান চেয়ার নিয়া বসিল। এদি চা আসি গেল। মুড়িমাখা আসি গেল। চা খাইতে খাইতে কথাটা মনেশ্বর তুলিল, একটা খবর শুনিয়া সেটা সচায় কিনা জানির আসুলং।'

'কী খবর কন?' খগেন কয়া উঠে, 'হামার পাটগ্রাম বোলে পাকিস্তান হবে, তোমরা কি তায় কথাটা কোনওটে শুনিছেন?' কথাটা শুনি মাস্টারের বুকটা ঝেনে টিক্কিস করি উঠিল। যে জ্বালা যন্ত্রণায় মানসিটা কয়দিন থাকি কষ্ট পাবার ধরিছে, ঠিকক মতোন নিন পাড়ির না পায়, সেই কষ্টের কথাটা উমরা ফির শুনির আসিছে। কী কইবে রমেশ মাস্টার? সচা কাথাটা সগাকে কয়া দিবে, ঝা শুনিছেন ঠিকে। দেশটা পাকিস্থানে হবে। নাকি কাথাটা ঘুরি কইবে, ঝাতে মানসিলা সাকাল সাকাল হাতাশ না খায়। রমেশ কানেক চুপ করি মাথায় চুলকায় আর ভাবে কী কবে। সগায় মাস্টার মুখের ভিতি চায়া আছে, কী কয় মাস্টার। এই কথাটায় কউক, তোমরা কোটে কী শুনিছেন, ওসব ভুয়া খবর। এটা পাকিস্তান না হবে। ফাকোতে কেনে ভয় খাবার ধরিছেন। বাড়ি যায়া সংসারের কাজকামাই করো। মাস্টার অনেকক্ষণ থাকি চুপ করি বসি আছে। কোনও কথা কয় না। একবার চায়ের কাপোত শেষ চুমুক দিয়া কয়, পাকিস্তান হইলেবা, তোমার কী। দেশে ঝে সরকারে আসুক, তোমার তো কাজকামাই করি খাওয়ায় খাবে। দেশের শত্রু ব্রিটিশ বিদায় হয়া যে সরকারে আসুক দেশে শান্তি হবে. ফাকোতে চিন্তা না করেনতো। মাস্টারের কাথাটা শুনি কাউ কাউ লম্বা এখান শ্বাস ছাড়িল, সেইতো মুই কং, কায় কইছে চিলে কান নিয়া গেইছে, তায় হামরা সগায় মিলি চিলের পিছন দৌড়ির ধরচুং। বাড়ি চলো। মরার ঘর। ফাকোটে আতির ঘুম নষ্ট করেন। মানষিলা সগায় রমেশ মাস্টারের কথা শুনি বাড়ি চলি গেইল। উঠানোত একলায় বসি আছে রমেশ মাস্টার। ভেষুরু দেওয়ানি বগলোত আসি আস্তে করি কয়, কথাটা কি ঠিকে কইলেন মাস্টার। জাগাটা পাকিস্তান হয়া গেইলে সুখ হবে তো হামার?রমেশ এলা কী কয়। পড়িল বিপদে। ভেষুরুদাকে তো সোজা কথাটা সোজা করি কওয়া খাবে। ঘুরিয়া মিছা কথা কয়া কী লাভ। খানেকত বাদে মাস্টার ছোট করি কয়, ভেষেরুদা শোনেন, পাকিস্তান সরকার যে কেমন দেশ চালাবে, সেটা তো আগোতে কওয়া মুশকিল। তায় চিন্তা না করেনতো। সব ঠিক হয়া যাবে।

মাস্টার ঝতোয় বুজাউক, পাটগ্রামের মানষিলা কাঁউ কাঁউ ভয়োতে গেরাম ছাড়ি চলি যাবার ধরিছে। কাউ যাবার ধরিছে কোচবিহারের সাগাইবাড়ি। কাউ এটেসেটে বেড়েবার গেইছে। জমিজাগা যদু কিনিবার কোনও ব্যবস্থা করা যায়, তারে চেষ্টা নাগাইছে। যাবার আগোত কাঁউ কাঁউ সাগাই সোদরোক গালাত ধরি কান্দির নাইগছে। কান্দি কান্দি কয়, ভালে থাকেন বায়, আর কোনওদিন তোমাক দেখির পাং না পাং কায় জানে। এইটায় বোধায় মোর শেষ দেখা। রমেশ মাস্টার মানষিলার ভাবগতি দেখিয়া হাতাশ খায়া গেইল, কী করা যায়, উমরা নিজের বাড়িঘর, সংসার, জমিজমা, ছাড়ি চলি যাবার ধরিছে। আর মোর তো এটে কিছুই নাই। মোর এটে থাকিয়া কী লাভ? যদি এটে না থাকং তা যামো ফির কোটে। স্বাধীন রাজ্য কোচবিহারে, নাকি ফরিদপুরোত ঘুরি যামো। ফরিদপুর গেইলে চাকরিটা পাইলেও

পাবার পাং। কিন্তু কোচবিহারের মতো স্বাধীন রাজ্য পামো না। ভারতবর্ষের স্বাধীন মাটিত নিন পাড়িবার সুখ পামো না। আর যদু কোচবিহারোত যাই, তা স্বাধীনতা পামো ঠিকে কিন্তুক ওটে মোক চট করি চাকরিটা কায় দিবে? অচিনা মানষিক কাঁয় পুছিবে?

কাথাটা ভাবিতে ভাবিতে রমেশ মাস্টারের রাইত কাবার হয়া গেল। সাকালে উঠি ভেষুরুদাক ডেকে তুলি সোজায় কয়, ভেষুরুদা, মনোত কোনও না নেন। মুই এটে আর না থাকিম। কথাটা শুনি ভেষুরু চমকি উঠিল, কেনে! তোমরা চলি যাইবেন কেনে? তোমরা চলি গেইলে, মোর ছাউলাক কাঁয় নেকাপড়া শিকাইবে কনতো। এটেতো ভাল মাস্টারে পাওয়া না যায়। আর হামার পাটগ্রাম ইস্কুলটা এলা তোমারে জইন্যে ভালে নেকাপড়া চইলছে। ছাওয়ালা বাড়িত আসি কয়তো, হামার রমেশ মাস্টার নাটি ধরি গোটায় দিনটা স্কুলখানোত পাক পাড়ে। মাস্টারলাও উমার ভিতি ভয় খায়। রমেশ মাথা নীচু করি কয়, 'দাদা সবে ঠিক আছে। মুইতো পাকিস্তানোত না থাকিম।'

'তোমা যে সেদিন মন্বেশ্বরের ঘরোক কইলেন, পাকিস্তান হোক আর ভারত হোক, দেশ স্বাধীন হইলে সুখ হবে। ব্রিটিশের ঘরের পুলিশের ঢক আর অইত্যাচার না হবে।'

'ওটা কথার কথা দাদা। এতুলা মানুষি সেদিন মোর কথার ভিতি চায়া আছোলো। মুই ক্যাং করি সত্যি কথাটা কং কনতো। কইলে কী আর উমরা ছাওয়াছোট্টা ধরি জমিজাগা ছাড়ি পালেবার পাবে। এটে জিদ করি মাটি কামড়ে পড়ি থাকির নাইগবে। আর মুই তো ঢ্যানা মানষি। নাই কোনও বউ ছাওয়াপাওয়া। মোর এই টেনশোনোত এটে থাকি কী লাভ কনতো। ভাত চাইট্টা কম খাইলেও যেটে মনোত শান্তি পাইম, সেটে চলি যাইম।' ভেষুরু আর কোনও কথা না কয়া ছাওয়ালাক ডেকে কয়, হারে তোমরা উঠরে। তোমার মাস্টার আজি বোলে চলি যাইবেরে। ফুলেশ্বরী--, সরেন-- তোমরা উঠো। বাবার কথা শুনি ছাওয়া দুইটা চট করি বিছনার থাকি উঠিয়া মাস্টারের বগোলোত খাড়া হয়া চখু কচলের ধরিল। ফুলেশ্বরী মাস্টারের পাও ছুইয়া কয়, তোমরা গেইলে হামাক কায় পড়াইবে স্যার? হামার যে খিব অসুবিধা হয়া যাইবে। রমেশ কথাটার কোনও উত্তর দিল না। ছোট চ্যাংরা ছাওয়াটা দিদির দেখাদেখি পাও ছুইয়া প্রোণাম করি চলি গেল।

রমেশ এলা ভেষুরুক কয়, তোমার কথা জীবনে ভুলি না পাইম দাদা। খুব ভাল মানষি তোমরা। স্বাধীন দেশে যে সরকারে আসুক, তোমার সুখ কাঁউ কাড়ি নিবার পাবে না। ভাল মানসির সুখ চিরকাল। ভেষুরু মনটা বেজার করি লম্বা এখান শ্বাস নিল। কোনও কথা কইল না।

রমেশ ভেসুরুর বাড়ির উঠান থাকি বাইর হয়া হাঁটির ধরিল। খুব জোরে জোড়ে হাঁটির নাইগছে রমেশ। হাঁটে আর মনে মনে কয়, মনেশ্বর, খগেনের ঘর যদু দেখি ফেলায় তো কইবে, কী মাস্টার তোমরা হামাক সেদিন বুজিশুনি থুইয়া এলা কোটে যাবার ধরিছেন, শেখন এলা কী কইবে। রমেশ জানে উমারটে এইটা কথার কোনও উত্তর জানা নাই।

গল্প-৪

পোষানি

মিনতি রায়

"গোদর গোদর মানার পাত
জল আনিতে হইল ভাত"---

গানের সুরে ছয়/সাত বছরিয়া এ্যাকেনা ছাওয়া কছে আর নাইকোলের খৌরপাত ভাত আন্দেছে। তারপাছত কাঠলের পাতারিত মাটির ভাত শাক আনিয়া ঝসে ক্যাতক্যাতা নাগা বাপোক খাবার দ্যাছে। আনিয়া দেওয়ার সতে সতে বাপোও হাত বাড়েয়া থালিখান মুখের আগত ওঠে ধরি মিছাও চাঁকাও চাঁকাও শব্দ করি খায়া হসিয়া পাতারির থালিখান যতনে ফিরত দেয়।দোকানত খড়িদ্দার নাই,মাথার উপরোত বেলাটাও ঝুনি রৌদখান ঢালি দ্যাছে ।আর ভোকের প্যাটত মিছা ভাতের থালি খানিক অন্তর অন্তর বাচ্চা নরম তুলতুলা হাত দুইটাত ফিরত দেওয়ার ছবি মনের ভিতর অজান্তে ঠাঁই নিসে সরলার। এই বেটিকে আদরে,সোহাগে মানষি করিয়া,ঠোটের মুখের খয়া বড়ো করিয়া একদিন পরার হাতত তুলি দিবার নাগিবে ।কাথালা ভাবিলেও বুকের ভিতর কোটেবা খোকরে খোকরে বিষায় সরলার। উঞায় দিদিমনি,ওদিয়ায় উঞার স্কুল।বাড়িত উঞার দুইটা বেটি আছে।তার তানে আধঘাটাত বাপোক ওমন করি মাওয়ের নাখান ভাত পশ্যা দেখিয়া অবাক হয় সরলা।পরার বাড়িত প্যাঠেবার কাথা মনত পড়িলে বুকখান হাক্কাউ করি উঠে। কিন্তুক কারো বুকের ক্ষতত দয়ার মলম ঘষটেবার বাদে নিয়মনীতি ভ্যাকেরা না হবে। উঞায় চলিবে উঞার মতে।

দুইবেলা দুইমুঠি ভাতের বাদে খুলা আকাশের তলত দোকান আগলায় হরেন। টিনের বাক্স আর কার্টুন মাথাত ধরি উঞার বনুষ চৌপথিত আইসে। তারপাছত চটির বড়া বিছিয়া দোকানের পসরা সাজেয়া দ্যায়। হিদিহুদি দেখিয়া ছাওয়াক বাপের বগলত বসি থাকির কয়া চলি যায়। এ্যামন দৃশ্য গাড়ির জাংলা দিয়া সরলা পেরায় দ্যাখে।ওইঠে গাড়িখান কিছুখন থামি থাকে। স্কুলত যায়াও সরলা সহজে ফম হারের না পারে।

একদিন ছাওয়াটা আইসে নাই, দোকানের বগলাবগলি ও নাই কুনঠে। সরলা গাড়ি থাকি মাথা নিকিলি চিকিরি কইল, "তোমার ছাওয়াক্যানা আজি কোঠে?"

"উঞার জ্বর আইসছে "

"ডাক্তার দেখাইসেন?"

"সেন্টার থাকি উঞার মাও ঔষধ আনি খোয়াইসে।"

কাথাটা শুনিয়া সরলার কেমন নাগিল,ভাবিচিন্তি হাত দিয়া ড্যাকেয়া ১০০ টাকা দিয়া কইল, "মাইটাক কিছু কিনি খাওয়ান।"

কয়দিন পাছত সরলা জানিবার পারে ছাওয়ার বাপোক দোকান সাজে দিয়া অনিমা বাসাত কামাই করির যায়। বাড়ি ফিরির সম আতির খাবার নিয়া ছাওয়ায় ছোটয় বাড়ি ফিরে। মানষি অভাব অভাব করে ঠিকে কিন্তুক অভাব কাথাটার সতে ভাল করি তাও চিনাজানায় না হয়, কারন খানিক ম্যাজিকের নাখানে চাহিদা পূরণ হয়া যায়। এ্যমন কি না চাইতেও কাহো কাহো চাওয়ার অধিক ধিক পায়া অভাব কাথাটার আসল অর্থ বুঝির না পায়। যার এক একটা উৎসবত ৩/৪টা করি জামা কাপেড়া হয়, তায় অনিমার তিনসেলাই ধুতির মর্ম আর হিয়ার দেহা দেখা ছিড়া জামার কারন বুঝিবার তানে বেফালতু সমায় অপাতে না পেঠায়। মুখের আগত, চোখুর আগালত এ্যামন অভাব দ্যাখা পায়া সরলার অন্তরটা ক্যামন করিয়া উঠে।উঞার স্কুল যাওয়া আইসার ঘাটা বীরপাড়া চৌপথি। নিয়ম করি গাড়ি থামে, গাড়ির স্টাপগিলা চাহা,গুয়াপান খায়া,মানষি উঠানামা করে তারপাছত ছাড়ে। একদিন সরলা বীরপাড়া অবধি ভাড়া দিয়া নামি পড়ে। কয়টা পুড়ান জামা কাপড়, চকলেট, একটা বিস্কুটের প্যাকেট দোকানত দ্যায়। হাসি হাসি ছাওয়াক্যানা হাত বাড়েয়া নেয়।সরলা পুছ করে, "তোর নাম কি মাই?"

--"ক খ্যানে ক," ছাওয়াটা চ্যাম্মেত চুম্মুত করেছে দেখিয়া উঞার বাপ আরো কয়," দ্যাখ তো তোর বাদে কত কি আনিসে ম্যাডাম।" তারপাছত সরলার ভিত্তি দেখিয়া কয়," উঞার নাম হিয়া, বাড়িত উঞার একটা দিদিও আছে।"

কিছুদিন থাকি এই দূঃখীয়া পরিবারটার দৃশ্যটা সরলার মনের ভিতর দাগ কাটে । মিষ্টির বড়ো দোকানের বগলোত দক্ষিনপাখে কাটুনের উপর কাটা গুয়াপানের ভাগা সাজায় হরেন। মিষ্টি ,খাস্তা খায়া পাছত বগলের দোকানের গুয়াপান কাহো কাহো কিনি খায় ।

গরমের ছুটির পাছত স্কুল খুলিলে দেখা যায় দোকানের জাগাখান ফাঁকা। কোঠে বা উঠি গেইসে দোকানক্যানা। মিষ্টির দোকানের চালত একটা বড়ো গছ হেলি পড়িসে। ঠাইল কাটিয়া টানাটানি করির ধরিসে কয়টা মানষি। রাস্তা বড়ো হবে বুলিয়া বগলের ছোট বড়ো অনেকলা দোকানঘর অঠে দিসে সরকারের মানষি।আর গুয়া পানের দোকানের ফাঁকা জাগাত ম্যাজিক গাড়ির স্ট্যান্ড হওয়ার তানে দোকানসমেত মানষিকয়টাও কোঠে বা উধাও হয়া গেইসে। যাওয়া আইসার সমায় যতদুর নজর যায় সহানুভূতি নিয়া হিদিহুদি দ্যাখে সরলা। গরীব পরিবারটার সতে একটা সম্পর্কের টান অনুভব করে।

কিন্তুক উঠি যাওয়া দোকান অনসেবার সমায় উঞার না হয়। ধীরে ধীরে সংসারের নানান কাজের তালত পড়ি কোনেক কোনেক করি সরলা ফম হারের ধরে।

হটাৎ একদিন দ্যাখে চৌপথিত হিয়ার হাত ধরি উঞ্চার মাও খারা হয়া আছে ।গাড়ি থাকি হাত দেখাইতে খালি মাওয়ে - ছাওয়ায় দৌড়ি বগল আইসে। নিঃক্কাশ ঘন ঘন নিয়া কয়," ম্যাডাম নামি আইসো কোনেক"। অজগোবিতে এ্যামন কাতর আটুস শুনিয়া কুনোমতন চিন্তাভাবনা না করিয়া একটা অদ্ভুত টানে সরলা নামিয়া গাড়ির সিরির বগলোত খারা হয়। অনিমা কয়, "ছাওয়ালাক পুষির পাছং না ম্যাডাম, উমাক দেখির মানষি নাই, বড়ো মাইটাক একঝনে নিগাইসে। বাছামাইটাক যদি তোমরা নিগান ----, মোক বাছাও ম্যাডাম বাঁছাও ।" কাথালা এক নিক্কাশে কয়া চোখুর জল মুছে অনিমা ।

অচানক কাথালা শুনিয়া ভারী মুখত মাথা টকটকেয়া সরলা কয়,"খেলা খেলেয়া বেড়ানি ছাওয়া, উঞ্চায় টাউনিয়া বন্ধ ঘরবাড়িত কি থাকির পারিবে ? তা বাদে মোর ছাওয়ালার নগদ বনিবার না হয় ।"

--"ইনায় ডাঙ্গামারি না করে ম্যাডাম, নিগাও তোমার আত্তি কুড়াবে ।উঞ্চার বাপ থাকিলে তো হাজার কষ্ট হলও পুষিলেক হয়। এইবারের জ্বরত ------',

অনিমার জল ভরা চোখুর আটুস ভত্তি চাহুনি দেখিয়া সরলার মনটা আপনা আপনিই দয়ায় -মায়ায় একেবারে গলি গেইল। বাড়ির মানষি গিলার অনুমতির বাচ্ছে না থাকিয়া,আগপাছ না চিন্তিয়া হিরিস করি কাথায় দিয়া ফেলাইল। কইল, "কালি সাড়ে চাইরটার সমায় এইঠে আইসেন, স্কুল থাকি ফিরিবার সম মাইটাক ধরি যাইম ।"

অনিমা কাজত নাই যায়, যাবার নাই পারে। চপর আতি ভাবিসে উঞ্চায়। নিন ধরের পারে নাই চোখুত। খালি ভাবিসে। এ্যামন করি থাকিলে হিয়ার জীবনটা অপাতে যাবে। তার চায়া ম্যাডামের বাড়িত থাকিলে মানষি হবার পারিবে। ভাল খাবে, ভাল পিন্দিবে- উরিবে আর নিরাপদে থাকিবে।

নুছুরা মানষির কুনজরত না পড়িবে। এত কিছু ভাবিয়াও অবুঝা অন্তর ক্যানেবা ঝুড়ে। আজিকার আতিটা পোহালে হিয়া বেটি বগলোত আর ন্যাচোর-প্যাচোর করির না হয়,চাইরটা ভাতের বাদে যেলায় সেলায় আব্দার করির না হয়। নিন্দের ছাওয়াটার ভিত্তি দেখিয়া ভাবে, নিদারুন আতিটা পোহালে হিটা ছাওয়া ও মোর কোলাখান শূণ্য করি দিয়া একেবারে পর হয়া যাবে। দুই চোখুর জল গড়ি গড়ি পড়িয়া সিতানের বালিশ ভিজাইল।

কাটায় কাটায় সাড়ে চাইরটা বাজে।বিশ্বদ্বীপ গাড়িখান বীরপাড়া চৌপথিত আসি থামে। বেশিক্ষন বাচ্ছে না থাকিবে বুলিয়া সরলা গাড়ি থাকি নামি হিয়ার ঘরোক অনসায়। দ্যাখে মাওয়ে ছাওয়ায় গাও ঘ্যাষটে খাড়া হয়া আছে। বগল যায়া কাগজত লেখা একটা নম্বর অনিমার হাতত দিয়া কয়, "চিন্তা না করেন, মোর সতে তো এঠে দেখা হবে, তোমার বেটির সতে কাথা কবার মোনালে ফোন করেন, আর দেখির মন চালে দেখা করি আসিবেন। হামেরা আজি যাই তালে ক্যামন?" কাথালা কয়া গাড়ির পাখে আগে যায়াও

থমকি যায় সরলা। অনিমার মুখ দিয়া কুনো কাথায় না বিড়ায়। কুন্‌শক্তি বা মুখখানক চিপি ধরিসে উঞার। হিয়ার একটা হাত ধরিয়া অইন্য হাতটা দিয়া বেটির মাথার চুলি সত্তে সত্তে দিয়া কুনোমতে কইল, "হিয়াক দ্যাখেন ম্যাডাম, কোনেক লেখাপড়া শিখান, আজি থাকি তোমরায় উঞার আপনঝন।"

খিব খারাপ নাগিলেও সরলা আর বাচ্চে থাকির পারিল না। ডাইরেক্ট বাস চলি গেলে বাড়ি যাইতে আতি হবে। তার বাদে গাড়ি ছাড়ি দিবার আগতে বাচ্ছা হিয়ার ন্যাড়া হাতটা ধরিয়া চৌপথির ভীর এ্যারেয়া ঘাটা পার হয়। পাছপাখে ফিরি দ্যাখে হিয়া মিলমিল আন্ধার করা মুখখান নিয়া মাথা ঘুরিয়া মাওয়ের ভিত্তি দেখিয়া হাটেছে। আর উঞার মাও হাত দুইটা মাথাত দিয়া চায়া আছে ছাওয়ার ভিত্তি।

বান ভাঙ্গা নদীর সোতের নাখান অবুঝা মন ঝরের গতিত দৌড়ি যাবার চায় --- ছাওয়াটা ঘুরি আনিয়া বুকত ধরি থাকিবার তানে। ছিল্লিয়া পাগিলি হয়া যায় জীউপরান। জ্বলি পুড়ি যাওয়া দেহাটা নিয়া ঠাঁয় খাড়া হয়া থাকে। ছাওয়ার ভালের বাদে তাও নিজেকে নিজে বুঝায়। উঞায় নিজে হইসে ঠিকিনাহীন। কূলকিনিরা হারা অকুলত ভাসি বেড়া জীবনত হিয়াক না থোয়ায় ভাল। কুন অধিকারে বাচ্ছা হিয়াক মানষির দুয়োরে দুয়োরে নিবিরায়। ম্যাডামের বাড়িত বাঁচি থাকির একটা ভাল পরিবেশ পাবে। আপনা আপনিই প্রবোধ দিয়া অবুঝা মনক শক্ত করি একঠে কেনায় খাড়া হয়া থাকে। আশা নিরাশার সৌগ পাতারি আজি ঝরি গেইল। বিধি আর কি কি কঠিন দন্ড দিবে জানা নাই। মাথার ছাতি কাড়ি নিল,একে একে ছাওয়া দুইটাক ঘর ছাড়া করিল ।নিদারুন বিধির খাতাত আর কি কি লেখা আছে ভাবির না পারে। দশ মাস দশ দিন গর্ভত ধরিয়া,কত সাবধান, কত নিয়ম নিষ্টা, তাও আছিল পাওয়ার আনন্দ। আজি নাড়ি ছিড়া যন্তনাত নদীর দৈন্যার নাখান বুকখান ভাঙ্গি ভাঙ্গি পড়ির ধরে। দুই চোখু দিয়া বান ভাসা নদীর জল যেনং উথুলি উথুলি পড়ে, কাহো দেখির না পাইল ,কাহো বুঝির না পাইল। ঝাঁপসা চোখু দুইটা দিয়া যদ্দুর নজর সুজে মাথাত হাত দিয়া চায়া থাকে অনিমা।

উঞার অবশ, নিথর দেহাটা ধরি ঠ্যাং দুইটা ফাঁকা বাড়ির মুহা আগেবার বল না পাইল।হৃদয়ের ধন, শ্যাষ সম্বল বুকত জড়ি ধরি থাকা হিয়াক ধরিয়া গাড়িখান ধূলা ওরেয়া আস্তে আস্তে দুরান্তরত হারে গেইল।

গল্প-৫

চিৎফাটাং

রণজিৎ সরকার

হিতিন বর্মণ। মানষিটা দেইখতে গুটুমগাটাম বাউংটা। গুদুরগুদুর করি হাটে, ঘন ঘন পাং ফ্যালায়।

গুড়গুড়ি ব্যাড়ায়। পাং খাটো হইলেও কী হইবে, এমুন চলে, হির দেইখতে হুর নাই। এক মিনিটও ঝিত করি না রয়। ঘাউয়াত মাছি পইল্লে গরু ঝেংকরি ছটফটে বেড়ায়, ঐঢক করি ছটফটে রয়। তারে বাদে মাইয়া-ছাওয়ার কতো কাথা শোনে।

চ্যাংড়া বয়সে কী কইচে তায় কইচে, বিয়াসাদি হয়াও উঞায় অউভ্যাসটা এখনাও পাল্টায় নাই।

আগতও ঝেমুন, পাছৎও অমুন। হমডাং করি ব্যাড়াতে ওস্তাদ। তারে বাদে উঞাক সগায় হমডাং করিয়ায় ড্যাকায়। দুষ্টামি ঝতয় করুক, একদিয়া ভাল, ছ্যাচরামি অউভ্যাসটা নাই। কামাই বুঝুক আর না বুঝুক, তরোখরোটা আছে। আর তারে বাদে সৌগ বাড়িতে উঞার ড্যাক পরে।

সংসারের আবস্তা ভাল না হওয়ায় মানষির কামাই করা ছাড়া উপায় নাই। সরকারিতে কদ্দিনে এক-দুই দিন মাটি কাটা পায়, অইটা দিয়া কি আর সংসার চলে! মাইনষের গোদারি কোসা ছাড়া বুদ্ধি নাই।

একদিন হইছে কি - নিপিন কাকা ঘরের বাশ কাটার ড্যাক পইচে। বাশ কাটিয়া উমরা বাড়িঘরের কামাই করিবে। পই পাল্টাইবে, ব্যাড়াচাটি বদলাইবে। নিপিন কাকা পুছিল, হ্যারে হমডাং, বাশ কাটির পাবু তো?

হমডাং কইল, ক্যা না পাং? ওটা না সোজা কাজ। গোড়ত কাটিয়া হিরহিরি টানিলে না বাশ সলসলে আইসে।

নিপিন কাকা বাশ বাড়ি যেয়া বাশের থোপটা উঞাক দ্যাখে দিল, যেটা থোপ থাকি কাটা খাইবে পুরাট বাশ। বাড়িঘরের কামাই তো, পুরাট বাশ হইলে ভাল হয়। খুটিখাটার টেকসই হয়।

বাশ কাটার একটা নিয়ম আছে। ঝায়তায় বাশ কাটির না পায়। বিশেষ করিয়া হ্যালা বাশ। হ্যালা বাশের তল পাকে আগত না কাটিয়া কাংয়ো যেদু উপরাপাকে কাটে, তাইলে তার হইচে, বিচি আউলিয়া মরা ছাড়া উপায় নাই।

হমডাংকাকা বাশ কাটে আর থোপ থাকিয়া সস্‌সরে বির করে। ঝিক না ছিলিয়া অমুনে থোয়।

বাশ কাটা শ্যাষ হইলে পাছৎ ঝিক ছিলাইবে, আগালি কাটিবে। খাড়া দেখিয়া কয়টা বাশ কাটিল। কোনয় বাধা না পাইল। এবার ঝে বাঁশটা কাটির গেইল, সেইটা হ্যালা। উঞায় বাঁশটা ঝেপাকে হ্যালা তার উল্টাপাকে বাঁশটার গোড়ত বসিয়া দাও দিয়া চোটায়। চোটাইতে চোটাইতে আধঘান কাটিল। বাশটার উপরাপাকখান আছলু পাতারিতে ভরা।

বাঁশের গোটায় ভরিখান আগপাকে পইচ্চে। বাঁশটার যেইনা আধঘান কাটা হইছে, অমুনে গোড়খান চারাৎ করি ফালা হয়া উপরাপাকে চটকিয়া উঞার পোতাতে নাইগছে। হমডাংকাকা চটকিয়া পইল, আর চিৎফাটাং হয়া চেকরন জুড়িল, আঈও বা মল্লুং রে, কায় কোটে আছেন বাচান।

চেকরন শুনি নিপিনকাকা দৌড়ি আসিল। আসি দ্যাখে, উঞায় পোতা চিপি ধরি আছে, আর গলগলে রক্ত বিরির ধইচ্চে।

সুফল বাংলা বিপণি

একে ছাদের তলত হিমায়িত মসম, ডিমা, দুধ আরো দুগ্ধজাত দ্রব্যের ভাইল্লা সম্ভার।

সুফল বাংলা
SUFAL BANGLA

মিনিউসিপ্যালিটি কমপ্লেক্স, এস.পি. অফিসের বগলত।

ফোন ঃ 9434016352/ 9593812935

গল্প-৬

ফেলানী আর কাজের মেয়ে না হবে

আমিনুর রাহমান

ছোটো কাকার ফোন বাজি উঠিলেই ফেলানীর বুকখানা হাক্কাউ করি উঠে। দখিনের ঘর হাতে উমায় দৌড়ায় উত্তরের ঘর। যায়য়া শুনে কাকা কথা কয় অন্য কার সোদে। মুখখান ফ্যাকসা হয়। ব্যাজার মনে আস্তে আস্তে ফিরি আইসে। ফেলানীক দেখিলে মনটা কয়, কারবা আশায় আশায় উমায় ভিতিরার আলোখনা বত্তে থুইচে। ঘাটার ভিতি চায়া চায়া, কারবা বাচ্চায় ফেলানীর দিন যায়, মাস খায়, বছরও গেইল ফুরি। ফেলানীর ফোন আর না আইসে।

ত্যাখনও দুনিয়া জুড়ি করোনার ঢেউ উছলি পড়ে নাই। খালি টি.ভি. খপরের কাগজ আর সরকারি সভা পরচারত্, করোনা ভাইরাসের কাঁটাবেদরা চেহেরা আর ভয়াল উপ নিয়া নানা কছমের কথা হবার ধরিচে মাত্র। তার-ও আগোতে ছোটো কাকা, ফেলানীক থুইয়া আসিছে কোইলকাতার মাণী ও নামী এক পরিবারত। দিদিমণি স্কুল পড়ায়। দাদামণি টিভি চ্যানেলত খপর পড়ে। চাকরি হাতে অপ্‌সর নেওয়া দাদামণির ৭২ বছরের বুড়া বাপ। ফেলানী — 'দাদা ঠাকুর কয়া ডেকাচিল। 'দিদি ও দাদা'মণির আদরের একেখনা বেটি তুলতুল। 'কি মিষ্টি! কি মিষ্টি! ছোটো, নাল ডিবডিবা ঠোটের ফাক দিয়া মিষ্টি কার কথা কছিল তুলতুল - নরম। তুলতুলা!' ১৪ বছরের ফেলানীর কোলে আলা করা তিন বছরের তুলতুল — একেবারে রাসের মেলার খেলনা পুতুল। কত কথা কত হাসি-খেলা আর আকাটি-বিকাটি কত কছমের বায়না। সাদা ধবধবা শরীল, চখু দুখনা দুগ্গা পূজার দেওয়াটার নাখান — ঝকঝকা আয়না! ফেলানীর মনের আগিনাত তুলতুল ঘুরি বেড়ায় পত্তিদিনা। কোনো কোনো দিন 'তুলতুল' কয়া — চিকরি উঠিয়া, বিছিনাত বসিয়া ফেলানীর নাত্তি পোয়ায় কান্দিয়া কাটিয়া। তুলতুলা নরম গোলাপী দুখনা হাতে, ফেলানীর গালা সাপ্টে ধরি তুলতুল সোহাগ মাখিয়া কতয়না ডেকাচিল — 'ফ-লা-নী দি—' .... সেই কথা ফমে পড়িলে ফেলানী এলাও হাসিয়া গালিয়া পড়ে। সেলা উনাক যায় দেখে, তায় কয় হোটা একরে ছিল্লানী হয়া গেছে। না'লে কাও অঙ্ করে!!'

দাদামণি, দিদিমণির কত আদর কত ভালোবাসা! দিনমান এটা ওটা খাওয়া আর ঢকাই জামা-কাপড় পিন্দিয়া, ফেলানী সাজিয়া গুজিয়া একরে সুন্দরী পরী হয়া উঠিছে। দিদিমণি-দাদামণি ঘরের বায়রা। বৌ মরা দাদাঠাকুর, তুলতুল আর ফেলানীর দিন নাত্তি বিতি যায় তিন তালার কাইচের ঘরের ভিতিরা। অ্যাকুইরিয়ামের অঙীলা মাছের পঙরের সোদে উমার

মিল উট্কি পায়া ফেলানী ফক্কৎ করি হাসে। ডাঙর খিড়কীর বগলত খাড়ে ফেলানী নানাপাকে দেখে — বাস মটর টেক্সি অটো আর অগুন্তি মানষের সত্ বয়া যায় ঘাটা দিয়া। দূর হাতে ভাসি আইসে ট্রেনের ভ্যা - ভো শব্দ। ফেলানী দেখে আর ভাবে — 'এইয়ে একনাগার সেতাল জীবন - ইয়ারো এখনা ঢক আছে, ছন্দ আছে — না'লে দিনের পর নাত্তি, নাত্তির পরে দিন আইসে ক্যাং করি! এই শহর তো তাল হারায়না একদিনও ?' ফিরি আসির ধরিল, অচংকা মাথার বরণতালুত্ কায়বা হাতুড়া দিয়া দিলে এক ডাং। দেওয়াটার কানের পদ্দা ফাটে দিয়া কুত্তিবা উড়ি যেইল্ এখান এরোপ্লেন। ফেলানী চট্কি উঠিল্।

'পরী'। - দাদা ঠাকুরের আদুরে ডাক শুনি ফেলানী দৌড়ি যায়া সোন্দাইলে আন্দন ঘরত। গরম এক কাপ চাও আনি দিলে দাদা ঠাকুরের হাতত্। 'পরী' ডাক শুনি ফেলানীর মনত্ কি আনন্দ! দাদা ঠাকুরের পাচপাকে আউডালত্ যায়া ফেলানী হাত দুখান পাখনার নাখান ম্যালে দিয়া পরীর মতন উড়িবার ঢং করে। দাদাঠাকুর আকপাকের আয়নাত সেই ঢং দেখিয়া হাসি ফেলাইলে। চাওয়ের কাপ টেবিলত থুইয়া দাদাঠাকুর কয় — ''বুঝুলি পরী। তোর দিদি ঠাকরুন আমাকে ফেলে চলে গেছে — বোধহয় তোর আশাতেই। নে এবার একটু মাথাটা টিপে দে তো। কিন্তু ঘুমোব না। তোর গাঁয়ের মোঠো সুর শুনবো। নে, ধর একটা গান।'' এতক্ষণ 'ফ-লা-নী দি'র সোদে পাখনা ম্যালে পরী হবার খেলাত্ হাপসি কুপসিয়া এলা দাদুর সুরে সুর মিলি তুলতুলও বায়না জুরিল, — ''গান শুনবো, গান করো একটা।''

ফেলানি গালা ছাড়ি শুরু করিল —

''বড়ো ঘরের কইনা কোনার পিটি হাতে চুল
আয়না দিয়া খোপা বান্দে ওরে গেন্দা ফুল।।''

গান শ্যাষ হলে দাদাঠাকুর হাত্তালি দিয়া উঠিল্, তার তালে তালে নাচিয়া ঢলি পড়িল তুলতুলও। দাদা ঠাকুর কয় ''বুঝলি পরী! বড় লোকের মেয়েদের সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত গরীবদের সহজ-সরল-সাদা মনের মানুষদের কৌতূহল কি চমৎকার! অসহায়তা হয়তো আছে কিন্তু বৈরীতা নেই। লোক জীবনের সখ্যতার মিষ্টি ছবি ফুটে উঠেছে তোর গানের কথায় সুরে। বাঃ! ভেরি ইন্টারেস্টিং!''

ফেলানীর মুখ-চখু খুশিতে ভরি উঠিল। পন্ডিত মানুষ। ডাঙর মনের মানুষ। ফেলানীর হিদ্দের খিপ্ বগলেরও মান্ষি দাদা ঠাকুর। খালি গান -গফ্ফ আর খেলার সাথীই না হয়। দাদা ঠাকুর, ফেলানীর জীবনের সত্যিকার একজন গুরুও। হাতে ধরি আদব কায়দা শিখাইছে। শিখাইছে নেকা-পড়াও। কত শত বাংলা-ইংরাজী শবদ্ ফেলানী এলা কবার পায়, নেখির পায় — সৌগ ওই দাদা ঠাকুরের বাদে। ফেলানী কি সুন্দর ইংলিশ কয় - হ্যাপি বার্থ ডে টু

ইউ, নাইস, কিউট্, অ্যাটিটিউড, লাভ্‌লী, ফাংশন, লকডাউন, এডুকেশন, মাম্মি, ড্যাডি, আন্টি সুদায় আরও কত কি! যেদিন আসিছে এখনা খুদরি খন্দ। ফেলানী এলা সোতাল এখ্‌না নদী - ভাসে নিয়া যাবার জোর পাইছে হোলোক সোলোক মনটাত্। ড্যানা দুখনা ছচায় এলা পরীর পাখনার নাখান।

সেদিন সকাল সকাল দাদামণি বাড়ি আসিল। মুখখান আন্দার। বসি বসি দাদা ঠকুর সুদায় টি.ভি.তে খপর শোনে আর কিব কিবা কয়। ফেলানী খালি শুতিছে। তখনো নিন্দ আইসে নাই। চখু বন্ধ শোনে, কান কিন্তুক খাড়া। ফেলানী শুনির পায় পিথিমী জুড়ি ভয়াল করোনা ভাইরাসের উজাই নাগিছে। দ্যাশে দ্যাশ মান্‌ষি আক্রান্ত। মিত্যুর সংখ্যাও দিন্‌কা দিন বাড়ি চলিছে। আমার দ্যাশ আর আজ্যের হালত্ও ভাল না হয়। জাতি সংঘ 'সোস্যাল ডিস্ট্যান্সির' ডাক দিছে। মেলা দ্যাশত 'লকডাউন' চালু হইচে। এটেখানাও বা কুনদিন জারি হয়!' ফেলানীর বুকের ভিতরা ঘাক্কাউ করি উঠিল। শহরের উকাস্ না পাওয়া সোতাল জীবনের কি হবে! যাবে কোঠে! কাজ কাম না হলে মানষিলা খাবে কি! বাড়িত মাও-ভাই-বৈনির কি হবে! কাকা, পাড়া-পরশী সগায় ঘর বন্দী হবে! চিন্তাতে ফেলানীর নিন্দে না ধরে। বিছিনাত একাইত্, ওকাইত্ করি নাত্তিয়ে গেলে পোয়য়া। হতভাগা ফেলানী ভাবে 'ছচায় যদি হবার পালে হয় পরী, মাওয়ের কাছাত গেলে হয় উড়ি।'....

গেরামত গোরুর মুখত্ টোপা দেয়। কয়দিন হাতে ফেলানী দেখে, এটেখোনাও মান্‌ষিলা মুখত্ টোপা পিন্দি ঘাটা দিয়া হাটি যায়। দাদামণি - দিদিমণি বাড়ির বায়রা গেলে পিন্দিবেকে। এলা বাড়িতও শুরু হলে টোপা পেন্দা। বৈকালে চাও খাইতে খাইতে দাদাঠাকুর কইলে — 'বুঝলি পরী! বাতাসে ঘুরে বেড়ানো ভাইরাস, শ্বাস নেবার সময় যাতে নাক বা মুখ দিয়ে ভিতরে ঢুকতে না পারে সেজন্য 'মাস্ক' পরা দরকার। বার বার সেনিটাইজ করা দরকার হাতও। কিন্তু 'সোস্যাল ডিসট্যান্স' — মানে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা? অদ্ভুৎ লাগে ভাবতে। সেই দল-গোষ্ঠী-সমাজবদ্ধ হতে মানুষের সময় লেগেছে লক্ষ লক্ষ বছর। বিশ্বের মানুষ ঐক্যবদ্ধ ভাবেই গড়ে তুলেছে আজকের এই আধুনিক সভ্যতা। এখন বলছে দূরত্ব, তফাৎ মানে গ্যাপ্ তৈরীর কথা। পূরণ করবে কে? নেট আর ইন্টারনেটের কারবারীরা। পেটের ক্ষুধার খাদ্য নেই, ঘাড়ে চাপিয়ে দাও নেটের ক্ষুধা। মানুষের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, সামাজিক দায়বদ্ধতা, আত্মনির্ভরতা পর্যবসিত হোক নেট নির্ভরতায় - এই আরকি!'' ফেলানী মাথা দোগ্ দোগে সায় দিয়া কয় — ''ঠিকে কইচেন দাদা ঠাকুর। এলা এ.টি.পি. ও.টি.পি. - কোনো টিপিই না হয় মোবাইল ছাড়া! পেটের ভোকে না হয়, মোবাইলের ভোকতে মান্‌ষের মাথার ছিট খারাপ হয়য়া যায়। সরকারি যেখ্‌না সাহায্য মিলে হাত বদল করি আড়িঘুরি সরকারের ঘরত যায়া পড়ে। গরীব অভাবি মান্‌ষিলা খালি হাপ্‌সিয়ায় মরে!'' কথাটা ফেলানী

শ্যাষে নাই করে, এমন সমায় ঘরত সোন্দাইলে 'দাদামণি'। কপালের ঘাম মুছিয়া ক'লে — ''পরিস্থিতি ভয়ংকর! আমাদের দেশে এমনকি কলকাতা শহরেও আতঙ্ক বাড়ছে। বিমান পরিষেবা তো বটে, সমস্ত পরিবহন ও যোগাযোগ বন্ধ হচ্ছে। 'লকডাউন' শুধু ঘোষণার অপেক্ষা।'' দাদাঠাকুর চখু কপালত্ তুলিয়া হা-মেলি চায়য়া অইলে। আরো এখনা বগলত আসি, ঘাড়ত এখান হাত থুইয়া 'দাদামণি' কয় - ''ফেলানী! তোর কাকা রওনা দিয়েছে। কাল সকালে পৌঁছবে। সন্ধ্যার উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে ফিরে যাবি মায়ের কাছে। দু'দিন দেড়ি হলে হয়তো যেতেই পারবি না। মা'র কত কষ্ট হবে! তোরও মন খারাপ হবে বাড়ির চিন্তায়।' এখন যা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তখন আবার আসবি!'' ফেলানীর মাথাত্ দেওয়াটা ভাঙি পইল্। নড়াচড়ার ক্ষেমতা হারেয়া উমায় এখান্ পাত্থরের মূত্তি হইল।

নাত্তিত্ খাবারে না পালে। নিন্দ্হারা দুই চখু টস্টসা নাল। দিনত্ও খাবার পাতত্ নাচাং নাচাং। জামা-কাপড় ব্যাগত্ তাইন করি থুইয়া বৈকালতে যায়য়া বসিছে দাদাঠাকুরের ঘরত্। যেটে যায় তুলতুলও যায় পাছে পাছে, আর কয় 'ফলানী দি যাবে না।' দিদিমণি, দাদাঠকুর মেলা আদর করিল! টাকা দিলে হাতত্। ক'লে ''তুই আবার আসবি। আমরা একসঙ্গে চলব অনেক দূর।'' দাদামণির সোদে আর দেখা না হলে। এদ্দিন পয়য়াও নাই পায়, আজি মাওয়ের গাথা কাইচ ফলের মালাখান তুলতুলের হাতত্ দিয়া হন্হনে যায়য়া অটোত্ চড়িল ফেলানী। পাচপাকে ফিরি দেখিল একবার - সৌগ ঝাপ্সা, চখুর জলের নেখা!

গল্প-৭

কাউনির চাউলের ভাত

উপেন্দ্র নাথ বর্মন

'জীবনটা মোর ভ্যারোত কাটিল
মইদ্য আইন্যা খাল
এঙোর- ব্যাঙোর টানাটানি
পিটিত নাই মোর ছাল,
ওরে, পিটিত নাই মোর ছাল।
কোদাল কাটা চাপার মতন
ইত্তি কাটি উত্তি ঢ্যালায়
হাটুয়া ঘাটা হেটো উচা
উল্টি পড়ং যেলায় সেলায়।
ওরে, জীবনটা মোর ....'

'কায় যে অমন ছড়া কয়া যায়। বেইশ ত বানাইছে ছড়াখান।'

'ভালদিন বাদে আচ্চিস তো , এইলা তুই বুঝবু না রে বাপোই, শোকে তাপে কত মাইনষের অমন মাথা খারাপ হইছে তার থেয়া পাবু না।'

'মাথা খারাপ! তোরে মাথা খারাপ। মাথা খারাপ হইলে মানষি অমন ছড়া বানের পায়! মানষিটা কায় ক তো?'

'ছাড়েক, দুই দিনের বাদে আচ্চিস, খায়া দায়া ঘুরি বেরাও।'

'ঘুরি তো বেরাইম, তেং ওই মানষিটার কথালা শুনি মনে হইল উমায় বোধায় সাধের পাগলা নোমায়, ক না বাচ্চাকা কায় ওটা, আর উয়ার মাথাটায় বা কেংকরি খারাপ হইছে।'

'খমকায় করি শুনির চাইস তা শোন - ওটা ওই নালচন। উমায় এলা অমন করি বেরায়, কত ছড়া বানায়! কত গান বানায়! আদেক বোঝা যায় , আদেকলা মাথার উপরা দিয়া যায়।'

নালচন! নালচনের এই দশা! মানষিটার ভালদিন থাকি দেখং নাই তো। এলা সিনে মনত পড়িল।

মাথার চুলি নাল টিকটিকা। প্যাটকোনা সারিন্দার মতন খ্যাকলা নাগা। কামিহাড়া যায় গণা। আষাঢ় মাসিয়া রৌদত হাল বয় আর গান কয়।

'ও ধন মোর কানাইয়া রে ....'

হালের গরুর সোদে সুখ দুখের কথা কয় --

'হে -র -র -- ডাইনে - এ -- হা- হা - হা ..... চোবাও চোবাও । এলা এই বিত্রি ধানের নাড়ালায় চোবাও। হেমতি আসিলে ভাল করি খাইস।'

আশায় আশায় গরুলা আগোত হাটে, নালচন হাটে পাছে পাছে।

ফির,গরুলাক গালি পাড়ে। পেন্টি দিয়া কশনও ধরায়। রৌদের ঝালায়, পেটের ভোকে , নাঙলের ভিরা তুলিতে তুলিতে নালচনের কমড় ভ্যাকুরা নাগি যায়। কতখনে চাইট্টা কাউনির চাউলের ভাত খায়া হাল জোড়ে ! দুইটা ভিরা তুলিতে কাউনির ভাত জল হয়া যায়। তার উপুরা হালের গরু ডায়না - ডায়নি। তার উপুরা আষাঢ় মাসিয়া রৈদ ।মনটায় কয়,দোলাবাড়ির জলে এক ঢোক টোক্কোত করি গিলি খাং।

সেই হেমতি ধান কদ্দিনে হইবে তদ্দিনে নালচনটা খানেক ঝিলাইবে । বিত্রি ধানও তো ওই নাকান, কয় সইন্দা চ্যাপটা গুড়া খাইতে শ্যাষ। বিত্রি চাউলের ভাতও না যায় খাওয়া। গন্দি পোকার গোন্দোতে ভাত মুখোত না যায় তোলা। সেই বাদে শরীলটা ঝিলায়ে না। ভাতের বাদে খাটিয়া মরে ভাতের নাগাল নাই। দুই বেলা কাউনির ভাত। চুপচপি রুটি খায় । ছাওয়ালাক শিখি দেয়, কাকো কন না রুটি খাইছেন। ছাওয়ালার ভিতি তো দেখায় না যায় । একোটা করি নাটবয়রা । কোনোটার প্যাট ভুচুলা টুটি সরু, কোনোটার বা মাথা ডাঙড়া চ্যাউমরা চরু। আর গিত্তানীটার খোসোঙসোঙা গাও।

'হ্যা রে বাপোই !সেই নালচনটা এলাও বাচি আছে! বসের কথা কইলে কয়, সোয়াত'র পোচাত'র হইবে । এলা আরো খানেক আমাটসা হইছে । জোরের কথাটাও শুনির না পায় , হোর ফির আস্তে কথাটাও শোনে। চৌখে দেখে আমাছামা। নাটি ঢোকা দিয়া ত্যাং আল্লি আল্লি ঘুরি বেরায়। আর অমন আগলা- পাগলা গান জোরে , ছড়া বানায়। কেনে অমন ঘুরি বেরায় সেইটায় বোঝা ধাউ।'

ওরে নালচন! তখন উলা ভাবিস নাই । আস্তে আস্তে জমিলা কুল্লে বেচেয়া খালু । ত্যাং ওই জমিলার আল্লি আল্লি ঘুরি বেরাইস। অঘাতের মরা ঝেমন উয়ার দেয়াটাক উক্তি বেরায়, তুইও ঝেনে তোর জমিলাত কিবা উক্তি বেরাইস। তখন আছিল সেই মঙ্গার দিন। মাইয়ায়- ছাওয়ায় ছয় ঝন খানেয়ালা। চাইর বিঘা জমির আবাদ দিয়া দিন চলায় ধাউ। আবাদের মইধ্যে হেমতিকোনা ভালে হয়। তাকো অধ্যেক যায় তোর সুদালি দিতে।

নুন তেলের খরচা জোগাইতে আরো কয় মণ বেচি

হয়। নয়ালি ধানের কাটামারা হইতে নাই হইতে এন্দুর বেজার হয়। তুই তো কচিস এইলা তোর কপালের দোষ।মুই কং গোপালের । কবার গেইলে তো ভাইল্লা কথা হয় । সেই বাদে খালি গোপাল ক্যারকা ফান্দের কথাটায় কং। সগায় ঝেটা কয় ।

দুপুরি রৈদত হাল বয়া আসিয়া সেদিন তোর মাথাটা হইছে গরম। বুঝা নাই সুজা নাই , কাউনির জাউ দেখিয়া মাথার আগুন ধরি গেইল। আর অমনে গেলু গোপাল ধনির বাড়ি । সেই আনলু পাচ মণ সুদালি ধান! পাচ মণতে দিলু দশ মণ। দশ মণ সুদালি দিয়া সেবার কোন মতে বিত্রির নাগাল পালু। তার পরে আনলু আরো দশ মণ। দশ মণের বাদে বিশ মণ দিয়া পরের বার পালু কাউনির নাগাল।

তার পরের বার আর এক মণও ডেলিত তুলির না পালু। খোলানের মাথাতে তোর সউগে শ্যাষ।

গোপাল ধনির মায়া হইল তোর নাঞ্ছেনা দেখিয়া।

কয়া গেইল এই বিশ মনের দশ মণ রাখিয়া দশ মণ দিয়া আইসেক । এই কথা কয়া ধনি খাতায় কিবা নেকে। নেকিতে নেকিতে তোর নামে একান খাতা ভত্তুক হয় । উপায় না দেখিয়া এক খটু জমি গোপাল ধনিক কওলা দিয়া আসিলু। ফির আরও তোর নামে একান খাতা ভত্তুক হয়। ফির আরও এক খটু।

গোপাল ধনি মানষিটা ফির ভাল! তোর জমিলা যদ্দিন আছিল তদ্দিন তোর পেটের ভাতের বাদে উয়ার কী চিন্তা! আরও ফির কয় -

'নালচনটা এত খাটা- খাটনি করে, কাউনির চাউলের ভাত খাইলে কি উয়ার দেহা থাকে! মুই না আছোং। গোলাত আছে ধান। নিয়া যাইবে, দিয়া যাইবে। ধার করজ আর কার নাই।'

কইতে কইতে কোটেবা থাকি নালচন আরও ঘুরি আসিল ।আমরা কাকায় ভাতিজায় আরও শুনি নালচনের ছড়া-

'হেটা উচা যাবার ঘাটা
যেদিয়া যাং ময়না কাটা।
কাউনির ভাতোত গোপালের মুখ
কারি নিল মোর জীবনের সুখ।
হেটা উচা যাবার ঘাটা .....'

গল্প-৮

জেবন যেনাকান, সেই হাতে সউগে ইতিহাস

ভগীরথ দাস

ফম্ করি দেকিলে করি হপ্তা দুইঅ্যাকের কথা স্যালাকার। খবরিআ শ্রীযুত অনিল বর্মণ মোর পাচিলা-নিচে ওমাস হাতে এমাসের ভিত্রা অ্যাত্‌লাদিন, চাইরোপাকে জার। মোর বোলে ক্ষম্‌কায় জেবন-কতালা উনার কামাইত নাগে, দশের উপকার হয় উআতে। ইতিহাস এনাকানে করি উজোন ঘটে। মোর নামে জেবন সরকার, অনিলের দরকাল জীবন সরকারক, তা ক্যাঙ করি উপকার হয় মান্‌ষির কায় জানে? জীবন আর কাঙর বাদে কোনয় কামাই করিবার না পারে বয়সের বাদে। অ্যাইল্লা কতা নিআ শিক্ষিত মান্‌ষির বাদুরবাদ হাতে বেলেগ থাকায় ভাল। যে-বাদে হউক-না-ক্যানে ধরি নিলুঙ মোর জেবন কতালা উনার আরো ক্যানে নাগে-সউগ জেবনে না বিতি যাবে? উনায় ঐধ্যাপক অনিল, আরো ভালে মান্‌ষির কোনয় কাথা অ্যাকবারে না হইলেও সঙ্গত হবারো পায়। কিন্তুক তাক নিআয় যে গোলমাল বান্ধিবে তাক কায় জানে? একানের ভিত্রা ভালেযোকা যোগায় সেইনা বিভ্রাট ঘটাবে, সেখানের কিবা হইবে?

এই নাকানে মনের কতালা মানী জীবন সরকার মহাশয়ের। কতালা তারে মুখত্ শোনা হইলেকেও উনারে বয়ানে দেকি না ক্যানে তার জেবন যেনাকান, জানঙ সগারে জেবন তো আর অ্যাকে নাকান না হয়- কোনয়খান বারে বারে মনত আনিলে নিজোকে আরও সেই নাকান কামাই করির মন চান্দায়। সই হাতে আজি খানেক দেখিবার চান্দাঙ, এনাকান কতা ইতিহাসত সোনা দিআ বান্ধা থাকিবে বুলি পাচত নাগি আছঙ মুই অনিল সরকার, অ্যাকসমায়ের তুফানগচ কলেজের ঐধ্যাপক, অ্যালা আওসান নিবার পাচত বসি না থাকি ফ্রিল্যাঞ্চ করোঙ।

তুফানগচ কলেজের মাস্টার যাক ঐধ্যাপক কয় তায় খবরিআ অনিল বর্মণ নিজে আসি মোক ধরিচে, কয় 'আপনি জীবন সরকার ভালে যোকা মানষি, আপোনার কতা সগারে জানা দরকাল। মুই এঠাকার কলেজ হাতে আওসান নিআ কলিকাতা গেইচোঙ কিন্তুক মন না ঠেকে ওটে। ওটে কিলবিলা মান্‌ষির ভিতিরা আপনাক উকূটি না পাঙ। তায়সেনে ভাবিলুঙ জেবনে তো আর বড় মানষি খুব একটা দ্যাখঙ নাই, আপনার কাছে থাকিলে মুই সউগ ভুলি অ্যাকান কামাই তো করির পাইম যেটে মুই ভালে থাকিম। কলেজ ছাড়িচোঙ তিন-চাইর-বচছোর আগত আর বসি তাকি কী করোঙ, বাপকালি বাড়ি অ্যালা কইলকাতাত, সেটে থাকঙ। সমায় কাটে না তা খবরিআর কামাই নিলুঙ, অগ্নিযুগ

নাই বুলি 'মাসকিআ তুফানি ঝড়', সেও আপনার বগল চাপিবার লোভাত। ভাল দিন তুফানগচ কাটাচুঙ যৌবনখান; এঠাকার কলেজ হবার পাচত হাতে। সেই না দেকিচোঙ ঝাড়-জঙ্গলার ভিড়, কতয় জীবজন্তুর ড্যাক, সাদা পানি বয়আ যাওআরও অ্যাকনা সুরেলা-আও আচে, দুখ ভোলা গান আছে আর আচে জীবন সরকার। তোর নাকান মানষির দ্যাখা নাই বোলে আর কোনয়টে। তায় বুলি তোমার জেবন কাথালা মোর নাগেচে। সেই বাদে বাপের বাড়ি কলিকাতা হাতে পুরানি জাগাত আইসা, যাও-বা মুই অ্যাল্লায় কলিকাতা সল্টলেকের বাসিন্দা বুলি কতা কবার পাইস্, সেকানে ভুলি থাকির চাঙ। তোর সতথ থাকিআ বাচিবার চাঙ।'

সব জানি শুনি পত্তি সইঙখ্যা 'মাসকিআ তুফানি ঝড়' এ্যামোন না হইলেও মোর নামত কবিতা-গল্প ল্যাখিচোঙ, সেইটে মোর জেবন 'ক উল্টাইলে পাবু। এ কতাত উনায় মানিবারে নোআয়। মুই জানঙ লেখালায় না কতয় তারে বাদে বিভ্রাটত ফ্যালাইচে, ল্যাখালার বাদে যতয় মানষি মোরটে আইসে তার চায়আ মোকে দেকিবার মোরে সুদে কতা কবার বাদে আইসে বেশি। ইদি তুই কোনটে হাতে ফির এনাকান বায়না ধরিলু? সেবাদে যে চিঠিআইসেচে সগায় মোক দেকিলে পোচে তার কি হইবে রে বা। মুই কি জবাব দ্যাঙ? বাইধ্য হয়আ উনাক মুই অ্যাকনা মিউচুআল করি নিবার অনুরোধ জানালুঙ। ঠিক অ্যাইল্লা কারণত মোর অ্যাকুনা গল্প হইলেকালেও সচাঙ কথা ল্যাখনুঙ, যার নাম দিলুঙ নাহয়, 'নাম দিআ কাম্ নাই।' বুঝির নাদিলুঙ অ্যাই কতাখান খানেক কামত নাগিবে মানষির। দ্যাশ দ্যাশ ব্যাড়াইচুড, কত গচের কতয় না ফল-ফলান্তি প্যাটত গেইচে। আর কাঙওর যদি ইচ্চা হয় করি দেকির পান- সইত্য এক ত্যাগ এক-ধর্ম এক-মানি চলিলে জেবন বয়আ না নাগে। বিশ্বাস না করেন তা ঘুঙটিবার পান মোর ইন্টারন্যাশনাল পাশপোর্ট আছে যার নম্বার ফমত আছে 'জে ৮৭৩৩৭৩'। জেবন সরকারের দাখিলা নাম্বার ওআন। সেই খান নিআ না বাদুরবাদ আর বিভ্রাট।

পাশপোর্ট আছে তা মুই খানেক হইলেও দামি মানযি যায় না জানে তায় কবারে পান। সেখান ক্যান্ডকরি তালেঝালে হারে গেইচে কায় জানে? হারে যাবার কতা আর কাঙোর আপাকে না কঙ, কওআয় না চলে। মানযি ঈশ্রা-ঈশ্রি করিবার পারে তাক নিআ। কোটে আর ক্যাঙকরি হারেবার পায় এনাকান দরকালি জিনিস, তাক ভালেদিন মনত চান্দাচুঙ। কবার না পাঙ, হারে যাবার কতা কাঙ কি আর ফম্ করির পায়? যেকানের ফাইনাল ডেট অব ইস্যু হাতে মোর ফম আছে উনিশ'শ তিআত্তুর সনের দশ অক্টোবর; স্যালা তোর উবজোন না হয় মনে করঙ। মুই মস্কো যাঙ উনিশশো তিয়াতু'রত, জারের সমায়। এখান পাশপোর্টখান কবার পারে ভাইল্লা কতা, যেনাকান মোর উবজোন মার্চ মাসের তেস্রা তারিখ উনিশশো তেইশ। বাঙলা চইত মাস, শিম্‌লা হাতে কতয় না গচের

ফুল ফোটে নাল নাল ডাঙর আরো মোটা মোটা সেই সমায়। ফির বাবার নাও বর্তমানে মৃত মনমোহন সরকার, সাকিন গেরাম দেওভোগ, থানা পালঙ, জেলা ফরিদপুর। বাঙলাদ্যাশ সেহজাগাখান অ্যালাকার বাঙলাদ্যাশ, স্যালাকার ইন্ডিআ। কয়আ থোঙ, ওইখান হারানো-প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের পোরধান কারণ হইলেক দুকান। পাচ বছর বয়সি হাতে বাঙলা মতে মোর মিরগি ওগ আছে, ইঙরাজিত যাক কয় এপিলেপ্সি। হুটুক্কার করি সউগশ্যাষ আক্রমণ ঘটিল সেই ওগের বিতা জুলাই মাসের অ্যাকত্রিশ তারিখ সাল সাতানব্বই তারিকোত, য্যালা মুই কুচবেহার হাতে রামপুর যাবার অ্যাকান মিনিবাসত চড়িচোঙ যাত্রী সাজি। ঘাটা নীলকুঠি হাতে খঙ্কায় মনে থাকিলেও তুফানগচের ভালেযোকা ঘাটা বাকী ছেলো স্যালা মুই ছিলুঙ অচেতন। বাসের সগায়, আন-আন্যযাত্রীলা ভাবিচে মুই বুজি সিটোত বইসা শ্যাষ আর নিন্দোত টোপাও শ্যাষ। খানেক গিআন আইসা আইসা করেচে বুলি অ্যাব্বার মাত্র দ্যাওচড়াই জাগাখানের আইসার নাওখান শুনিচোঙ, খঅলাসির ঢক কাঙ কইচে 'আসিচে বাহে দ্যাওচড়াই, নামিবার কাঙ থাকিলে আগে আসি থাকো', আর কোনেটে যে কি তাক হাতে মনে নাই। মনে করিবার না পারঙ। যেনে নাওটা তো মোর আগাহাতে জানায় আছে। স্যালা ইনার গুরুত্ব মোরটে আর সেই নাকানে হবার না পারে। ফম পড়ে বাসের ভিত্‌রা ফিট এবার নিআ আগাবাতের সুদে পাচ বার হৈলেক।

রায়গচের ঘাটাত অ্যাব্বার, কলিকাতাত তিনবার, তারে ভিত্‌রা ট্রামের ভিরত অ্যাকার। হিনা সেটায় শিআলদহ ইস্টিশন হাতে বিরি যে ট্রামখান ধরিচোঙ সেখানত। তাঙ অ্যাকলায়। ঘাটাপথের মানযিলা দেকিচে। পথে ঘাটে কতয়বার যে কতাবার করি পরিচুত সে সউগ তো আছে। তাঙ র‍্যালগাড়িত কোনয় দিন হয় নাইন। সেটায় ভাইগ্যের ফ্যার সেটায় ভাল ভালদূর যায়আ চ্যাতন পাইলে কি কামাইখান নাগিলেক হয় কায় জানে। কিন্তুক ফম পাই কোটে হারাইচোত পাশপোর্টখান? জ্যাবত নাইন, ব্যাগত নাইন আর তো কোনয়টে থুবার নাই, তালে?

খবরিআ শ্রীঅনিল বর্মণ ঐনা কয়, বারে বারে পোচে, আর হুকারি দিআ যাঙ, সেবারে সেজাগাখান কলিকাতা, বেইশ জাগাখান কলিকাতা, ভাল করি চেনও না জাগাখান, চেনে এনাকান মানবি উক্তি পাওআও না যায়, কাক চান্দেবার কউম্? উনাক কঙ বিতাকালি কতা, যাক ভোলা দায় অজোকা মনভোলা না হঙ কোনয়কালত্।

পরিচিত কতুলা ব্যাঙ্কের কাজুআ মানষি অ্যাকটে দেকি শিআলদহের আগপাকে খম্‌কায় ফম্ পড়িল আগা কতা সেও সহা কতা। প্রশ্নখান যে জানি ন্যাওআয় ভাল। সবিনয়ে উমারলাক কনুঙ মোর অ্যাকঝন খাতিরদারি মাস্টার মোরটে ব্যাঙ্কত ড্রাফট পাটে দিচে তা বোল মোর তো কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নাই, তা টাকা ক্যাঙকরি তুলিম্। মোর যে

নাগে। তা উমার ভিত্‌রা যে নেতা আছিল তায় মোক কইলেক- 'তোমার ব্যাঙ্কের পাশ বইখানত্ কতুলর টাকাপাইসা থুইচেন?'

মুই কনুঙ- 'কত আর হইবে, বিতা অ্যাকসাল মুই জেলত ছিলুঙ, স্যালাতো ব্যাঙ্ক হাতে কোনয় টাকা থোওআ-তোলা করা হয় নাই তা কত যে হইচে কায় জানে, তারে আগত দুইশয় তের টাকা নাকান ছেলো তাবে সুদে দুই বছরিআ সুদের টাকা যোগ করো খানেক বুঝিবার পাবেন।'

জ্যালত থাকার কতা না শুনি সগায় জেনে মুচকি হাসিল কিন্তু ক্যানে ছিলুঙ, অ্যাই নাকান বুড়া মান্‌ষি কি কারণে জ্যালঙ মাত্র অ্যাক বছর থাকিবারে পারে সেই নাকান কোনয় পোচাপুচি না করি মোর ভিতি চায়আ ন্যাতা কইলেক তাহইলে হয়আ

যাইবে তোমার টাকা তুলিবার পাইবেন। যানও ব্যাঙ্ক বুলি।'

তা দলের ভিতির অ্যাকঝন বুঝি মোক চেনে অ্যাই নাকান অ্যাকনা চ্যাঙরা কইলেক 'মাত্র সোতোরা টাকা সুদ বাড়িবার পাবে? হোটোলত অ্যাক্‌মাসের খোরাকি তোমার নাকান মান্‌ষির। তা তোমার ঘর বাড়ি কোটে?'

'নাইরে নাই, নাইন, সগারে কি আর বাড়িঘর থাকে?' প্রকৃতপক্ষ্যে মুই অ্যাকঝন মান্‌ষি-দুখি আশ্রিত কাঙ। যেটি রাইত সেইটে কাইত। সেবাদে মুই বোল মানষিরটে যাক কয় কৃতজ্ঞ। অ্যালা তো মোর বয়স চুরাশি, তা আর কতদিন হাটি ব্যাড়াঙ? অ্যালা সেকতালাক ক্যাঙকরি খুলি খুলি কউম মানষিক, সেখান ভাল না দ্যাখায়।

'আপোনার জ্যাঙ্খানাত থাকার কি কারণ অ্যাই বয়সোত?' যেনে সাংবাদিকের নাকান সওআল মান্‌ষিলার। হির কতা হোর কতাতে কয়আ ফ্যালালুঙ আরো কতয় কতা। বয়স মোর কতা কয়, কতাতে মান্‌ষির চিন। তা কায় চেনে মোক অ্যাই মানবিলা ক্যানে না চেনে? ইম্‌র‍্যা লেনিনক চিনিবার পারে, কার্ল মারকস্ চিনিবার পারে মোক না চেনে। মুই ইলামরলাক চিনিবার কামাই করলুঙ গোটায় জেবন ধরি, তা মুই ঝোলাধরা থাকি-গেলুঙ।

শোনেক কতালা 'দমদম জ্যালত ছিনুঙ অ্যাক্সা বচ্ছোর অ্যাক বাইষ্যা হাতে আর বাইষ্যা। সেইটে হাতে বহরমপুর সেন্ট্রাল জ্যালখানাত দুই নম্বর ওয়ার্ডে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম যে ঘরকোনাত ছেলো ভালে দিন, সেকিনা ঘরকোনাত মোক থুইচে ঘরকোনা খানেক খোলা হইবে বুলি। আলো-বাও সোন্দাইবে।'

আরও কইচে জেলার সাহেব 'আর কাঙকোকে এটে না থোআ হয়, তোমালার কামাইর সোদে নজরুলের মিল আচে বুলি এটে দিলোঙ নায়তা এ ঘরখানের দোবোর বোল ঝাপায় থাকে।'

'পাছত?'

- 'প্রেসিডেন্সিত ছেলোঙ অ্যাক্মাসের নাকান। তুফানগজ আর কুচবেহারের জেল ধইলে সউগ মিলি অ্যাক্বারে পাচকোনা বছর। ইংরেজ, মুসলিম লীগ, মহারাজা আর কংগ্রেস জমানা ধরি ওয়ারেন্ট নিআ পালে থাকিবার কারণে মোর গেইচে মাত্রয় এক যুগ, মানে বারোকোনা বচ্ছোর, স্যালা পয়ষট্টি পার না হওআ যুবক, দ্যাশ মোর ঘরবাড়ি কামাই মোর সঙসার।'

- 'আপনি কমুনিস্ট হইলেক ক্যাঙকরি?'

ঠিকে অ্যাই নাকান করি জর্জিআর রাজধানী তিল্লিস বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকপাল বুদ্ধিজীবিরঘর মোর অ্যাকে কতা কবার চাইচে। মুই সগাকে ভক্তি করি কনুঙ 'দন্ডবত, মাস্টারের ঘর, মুই খালি রাজবঙশি জানঙ, বাঙলা জানঙ, আর কোনয় ভাষা না জানঙ। যে কতায় জানিবার চান্ তাক বুজি দিবার পারো কিন্তু অনু ভাষাত কি আর মনের কতালা কওআ চলে। আন্ ভাষা জানা ভাল কিন্তু আঈওর ভাযাত শান্তি আইসে। মনত কলুঙ খানেক বোঝোঙ বুলি রইখ্খা। তা কনুঙ, এনাকান আমার রাষ্ট্রভাষা হিন্দি হাতে না জানঙ। মুই অ্যাকান গবেট, কবারে পারেন রাজবন্ডশি গবেট। তা সিলা জানিবার যিলা চান্ ক্যাঙ করি কতালাক আপানাদের ক্যাডকরি বুঝি দিম?'

ওঠাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যাঞ্চেলর কইলেক - 'তুই ভুল না বুবিস্, তোমার দ্যাশের ইঙরেজি যে নাকান তার তুলনায় হবার না পারে। আমার এঠাকার ইরেজি তোমারলার নাকান নোআয় তার হাতে নিচে তা তোমার দোভাষি যেনাকান করি ইঙরেজিত কইবে তাত আমারা তোমারলার সউগ কতালা বুঝির পামো। কন।'

না হইলে ইন্টারপ্রিটারতো আছে, সেটে হাতে পায়আ যামো, তাকে জানে দিলেক। সেই কতালাখানও না জানঙ এ- নাকান কমরেট মুই, না জানও রাজবঙশিত তার ব্যাইখ্যা কী আচে?

দ্যাশত স্যালা স্বদেশি দমনে সিদ্ধহস্ত ইংরেজ সরকার। গান্ধি কয় হঠাও সরকার। 'আনন্দমঠ', 'পথের দাবী'র সুদে সুদে বেআইনি ম্যাক্সিম গোর্কীর 'মাদার' বইখানও যাক বাঙলাত কড়িচোঙ মুজাফফরটে। তিন চাইর ভাগ করি ছিড়ি নিআ জনে জনেরটে বাটি রাখা ছেলো বইখানের পাতালা। তাকে আর মার পড়ি সেই মহামূল্যবান বইখান যাতে করি সরকারের কবলে না পড়ে, পড়িলে জান যাইবে। বইখান যদি শ্যাষ হইলেক পড়া স্যালা মনত ভাবলুও মুই কমিউনিস্ট হউম, দ্যাশ যে আঈ তাক ভুলিবার না পারঙ তারে দুখের বাদে মুই কমরেট হউম। কমরেট মানে বনধু, মুই জাতির বাদে কমরেট হউন, জাতি উআতে বর্তিবে। পেডেল, আন্দ্রে, রাইবিনক ড্যাকে নিআ তোলা হইলেক। ঘ্যাকঘ্যাক করি হাসছেন তারা। বিচারকগণ, কারণ জানিবার চাইলেক। এটে হাসির হইলেক তোমরা

ক্যানে হাসেছেন? এজলাশ স্যালা জনতা ভত্তুক। - 'হাসবোনা। না হাসির থাকির কি পারা যায়? আমরা তায় জেনে হাসির নাগচি।'

ঘ্যাকঘ্যাক করি, তার সুদে মে দিবসের সেই মিছিল। হাজার মানষির গান অ্যাকোটে মিছিলের গান জারের স্যালা সইন্য চাই, গাবুর ছাওআ দ্যাও কমরেট মুজফফর বাতে দিল।

'যুদ্ধ করির বিরান রে ক্ষত্রিরঘর হাটো হের হাটো
নাইলে কাঙোরে রক্ষা নাইন। বুড়া হাতে ছাওআল
না নন্ নিন্দোত পড়ি কামলা কিশান যুদ্ধবুলি হাটো
আছে সগারে বাচিবার অধিকার চাপাও কানিআল।'

শ্যাষ হইবে অ্যাই নাকান ঐত্যাচার, বিটিশ তুই ভারত ছাড়। মানষি জাগিবে পুনর্বার, ক্ষত্রি নিদান।' মনত যেনে আমার পঞ্চানন স্যালাকার কমরেট।

সেই বাদে মুই কমিউনিস্ট। ডাইরেক্ট রিক্রুট অব গ্রেট ওআন কমরেড ম্যার্কিম গোর্কী। আশ্চর্যের বিষয় আমরা সগায় স্যালা কি নাকান খুশি। মুই য্যালা কবার নাগিচোঙ স্যালা যেটে মোর ইন্টারপ্রিটার হাতে যেলে তালি দিবার নাগিল। রেকর্ট, ভাইস চ্যাঞ্চেলর ছাড়ি জল হাতে বিরাইতে ইন্টারপ্রিন্টার অ্যাকনা খাম মোর হাত দিলেক। আচাভুআ হয়আ পুচিলুও, 'কি আছে হোর এটে?'

খুলি দ্যাখা তারে জবাব। পঞ্চাশ রুবেলের অ্যাকান নোট।

- 'এখান ক্যানে?'

- 'অ্যাতখোন হাতে যে বক্তৃতা দিলেন সেটা তিবলিস রেডিও ব্রডকাস্ট করিচে, তারে নজরানা এখান।'

'হোটোল ঘরত দিলে না ভাল হইলে হয়। সেটে হাতে মুই মেদিনীপুরের কমরেড দেবেন দাসক জানালুঙ হয় উনায় মহাখুশি হইলেক হয়।' - কোন ঠাকার খবর যে কোটে হাটে কায় জানে। খবর পায়আ মোর এটে চলি আসিলেক কমরেড মেনন। অ্যাকে প্লেনে অ্যাকে সুদে দিল্লি হাতে মস্কোত আসিচি আমরা মোট একুশঝন। টাকাটা উনাক ধার নাদিলেই না হয় জেনে এনাকান নাগাইল। বিশেষ প্রয়োজন। তিন দিনের ভিতিরা মোক ফিরি দিবে কলেক। দিলুঙ খুশি মনত। কাঙ্কোর যদি কামাইত নাগে তো ভালে কতা।

স্যালায় কমরেড মেনন কোটে যে চলি গেইলেক যেনে ভ্যানিস পাচ রুবেলের দাপটে।

মেদিনিপুরত বসি দেবেনদাই খালি খচি গেইলেন সেই কতানা শুনি, - 'কোনও কান্ডজ্ঞান আছে তোর। মদ খায়আ ফর্সা করে দেবে রুবেলক। তুই পাবু কাচাকলা ভ্যালটুস্।'

মন খুলি হাসি নিলুঙ। মহাখুশি কমরেড শূন্পকোটে মস্কোত আসি পন্চাশ রুবেল খয়রাতি দেওয়াটাক উড়ি দিবু ক্যাঙকরি? অভিজ্ঞ কমরেট দেবেনদাই ঠিকে কইছেন। দ্যাখা নাই মেননের সেই হাতে আইজো।

মাত্র কয়দিন আগিলা কথা। এটেকোনা দেকা। তুফানগচ নিউটাউনে থাকি। সেটে মোর বইনির বাড়ি। নিজের কোনয় নাই বইনির আশ্রয়ে থাকঙ। নিজে সেটে আইসে আর বগলোত বসি পোচে 'তোর লেখা 'মোর জেবনত অক্টোবর' বইখান কি আর আছে?'

'নাইন।'

কিন্তুক ক্যানে, পুচিবার পাচোত জানিচুঙ কমরেড তার বাবা অ্যাকান কিনিচে কমরেড কানু স্যান্যাল সেখান নিআ গেইচে। আর অ্যাকখান বই ভালে যোকা দরকাল পড়িচে বুলি আইসা।

- 'মোরটে অ্যাকানও নাই যে, আছে যেকান 'অ্যাক যে ছেলো দারোগা'।

- 'মোর দরখাস্ত রইল, পাইলে মোক খপর দিবেন আসি নিআ যামো। খুব খুশি হমো তার বাদে।'

চ্যাংরাটা উঠি গেইলেক কিনাকান যেনে সন্দেহ নিআ। ভাল পায়নাই। সময় কমে ছেলো তায় না পোচঙ কোনয়খান। নিজে লেখিছে আর অ্যাকটা কপিও নাইন বাড়িত সেকান বিশ্বাস করাও শক্ত। কাঙতো বিশ্বাস করিবার নোআয়। মোরটে বোল এই নাকান আরো ভালে যোকা বইরে কোনয় কপি নাইন। ইআকে কয় সচায় বাউদিআ।

এ জেবনে মুই মস্কো গেইচোঙ, আর আজারবাইজান, জর্জিআ হাতে বাকু থাকি শ্যাষত গোর্কি মোর পরম সউভাগ্য জেনে তিনখান মাস ক্যাঙকরি উতরি গেইচে সেই যুবক বয়সোত। বাকু গেইচোত সেটে মোক সম্বর্ধনা দিচে বালার সমুদ্রতটত জাগাখান, সে এক মহা আয়োজন। সমুদ্রর বুক অ্যাকান শহর কি নাকান দেকির। মোক নিআ সমারোহ, তা মুই তো সউগ দেখঙ আর ভাবঙ আর আচরিত হঙ। কি নাকান করি কমরেট হয় তাক্ বোঝেবার বাদে মুই যেনে উমারলার অ্যাকান উদাহরণ। রুশ যাবার আগত দুকান 'অ্যাকান শব্দ শিকিচোও যেনাকান 'কমরেড' হইলেক 'দোবারিস্'। সেটে আঈভাষা রাজবঙশিত কইচোঙ তারে ভিতিরা আরো যে শব্দলা ব্যব্যহার করিচোঙ 'ব্রেকফাস্টক' 'জাফত্রাক', 'রাবেলাটি' মানে 'শ্রমিক', আর 'দাসবিদানিআ' মানে বিদায়। কলিকাতার ঘাটা হাতে ঘুরি দোকান হাতে কিছু রাজবঙশি শব্দ শিকির চান দোবারিস্, মুই ভাবত কলিকাতার ঘাটাহ দেবেনদাও নাই মুইও থাকঙ না।

রুশ দোবারিসের ডাঙওর অভিযোগ সাদা চামড়া দেখে একজনও নাকি এদেশে রাজবঙশি শব্দ মুখে আনতে নারাজ, ক্যানে না কোনটা বা রাজবঙশি আর কোনটা বা ইঙবেজি হবে তাক না জানি। এঠাকার মানসিলার মুখের ভাষা আজি নায়তা কালি উমরা

এনাকান করি ফ্যালাইবে যে এঠাকার মানষি আঙ্গভাষা হাতে ভুলি যাবে, সে-কাতালাক সেই সমায় কইচে। ইংরেজ ধরে নিয়ে ইভরেজিতেই জবাব দিতে অভ্যস্ত হইবে ঔপনিবেশিক জাগালাহ। ভাল্‌দিনিআ ইঙরেজ শাসন বহুবিধ কীর্তির ভিতিরা এখানও অ্যাকান হইবে। এই দুনিআত রাজবঙশিক ছোট করি দিবার অপরাধে আমার জানা ছেলো কায়দার কতালা-আঙ্গ জানঙ ভাষাত নাই জানঙ ঘাটাত। সাদা চামড়া মানে ইঙরেজ হবার যাইবে ক্যানে, কোন দুঙে। বিশ্বাসীর দরবাবে সচাঙ-কথা, ইঙরেজ আর কয়জনা? তিনমাস সোবিয়েত রাশিআত না থাকিলে মোর মগজে এটা কোনদিনে সোন্দাইল না হয়, এন্ড-ঢাঙওর অ্যাকান কতা। ফির স্যালা ডাবির না পাইলে বুড়াকালে আসি জানঙ অ্যাকদিন সোভিয়েত ভাঙগিবে, আর গোটায় দুনিআক শাসন করিবার বাদে কাও কাণ্ড চিলারায় হয়আ রাশিআর পোরধান হয়আ সেই শিক্ষা দিবার নাগিবে। গোটায় বাকী দুনিআ হা-মেলি চায়আ থাকিবে, কতা যে অ্যাই নাকানে যায় ভাবিবারে পারে তায় আসলে দুনিআ-দোবাবিস্। 'গোর্কির 'মাদার' আপোনাকে কমিউনিস্ট বানালেও স্বদেশিতে নামার কারণ একমাত্র কি সেকেনায়?'- একটা ভাল কতা পুচিলেক।

মুই জবাব দিলুঙ না। মোর দাদা শিবু, ভাল নাও আশুতোষ দে। খুবই লাজুক আর সেন্সেটিভ। ফরিদপুর থাকার সমায় ফুটবল নামের কোনয় খেলা সম্পর্কে মোর জানায় না ছেলো। খেলা বলতে হাডুডু আর দাড়িআবান্ধা। ছি বুড়ি বড়জোর কইনাছাওআলির খেলা। অ্যালা বুঝির পাঙ ফুটবলের মাঠ, সেটে আইস্‌পে কোটে হাতে? সবই না জানা জলে জলে অ্যাকাকার। যে কারণে হাডুডুই সেটে আদি আর অকৃত্রিম খেলা। ছোট বড় সগায় অ্যাকে দা'রে।

শিবুদার বয়সি হরিপদ বসু ব্যাক করিবে খেলাত। দাদা কাউসি ধইরবার সথে সথে, ধইরবেনও, ফির ন্যাড়া হাতত। উআতে কম্ম কাবার। দম দিতে এসে তারপব নড়াচড়া করার দুঃসাধ্য বারো আনা খেলোআরের পক্ষ্যে। শিবু অ্যাজোকা খেলটুক। খ্যালের নানিও সেরা প্লেআর অ্যাকান হাতে ধোন্দার, দুহাতে ধইরবেন নয়। মূল কথাখান সেটেকোনায়। গোটায় দ্যাশের ভিতরা সর্বাধিক উনত্রিশকান বে-আইনি ঘোষিত ক্লাব, যার মইধ্যে নাম হইলেক ফরিদপুরক। ছিলুঙ কমবেট কামাই গোটাই এনাকান-১৯৩৩এর অক্টোবরে হিলি আর.এম.এস. ভ্যান ডাকাতি। সামারিক পোষাক পরিহিত অ্যাকদল যুবক র্যা ল স্টেশন চড়াও হয়ে গুলি চলায়। নাততির পহারাদার গুলি খায়আ তাত্ মরি যায়। স্টেশনের ক্যাশ বাক্স ভাঙগি ভাইল্লা টাকাপাইসা নিআ বিরি যায়। পাচত পেরায় সগায় পুলিশের হাতত ধরা পড়ে আর বিচারে কারো সারা জেবনের বাদে জেল আর কারো দীপান্তর হয়। দিনাজপুরের কমরেড কালী সরকার আর দওবোগের হরিপদ বোস যার ঐন্যতম। হরিপদ শিবুদার দলের ব্যাকি।

কুখ্যাত আই.জি. চালর্স টেগাটেরর মোর বাড়ির সামনে চাটার্জি কটেজর মন্ডপে মিটিঙ বসানোর সেখানে হইলেক উদ্দেশ্য। তাক দেখিরবাদে খালি ঠ্যাঙ আর ফতুআ গাত দিআ দাদা শিববাবুর সেটেকোনা সোন্দাইচে। চালর্স চেকরে- 'হু ইজ হি?'

মিটিং এর সভাপতি জাজসাহেব সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কৈলেক 'হি ইচ এ ভেরি অরডিনারি বয়, কিছুই না জানে স্বদেশি বুলি কোন কতায়। দি বেস্ট হাডুডু খেলটু ইন আওআর ডিস্ট্রিক।'

চালর্স বুঝদার পাত্র নোআয়, কয় 'উইদ্‌আউট স্বদেশি সমাজ এ জায়গেনটিক হেলথ এনি কোয়াইট ইমপসিবল। উনাক অ্যারেস্ট করো অ্যাজ আরলি অ্যাজ পসিবল।'

সেই নাত্তিতে শিবুদা বাড়ি হাতে উধাও। খেলায় প্রাপ্ত ডজন ডজন মেডেল আর কাপের ভিতরা অ্যাকটাও ঘরত না থাকার কারণ সেদিন ষ্টক হলেক মোরটে। মিটিঙ এ সাহেব কোন ফ্যাক্টর না ছিলেক মোরটে। একান্ত বগল হাতে ভালেযোকা করি দেখলুভ জজ সাহেবক। মাসে যায় পাচশয় টাকা বেতন পায়, বাপরে বাপ। শিবুদা হাতে গোর্কি মুই তারে ভক্ত বুলি দাদার উধাও হবার অ্যাক বচ্ছর পার না হইতে কুড়িগেরামের মোর বন্ধু নবকুমার বর্মণের হাত ধরি মুই ফরিদপুরগেরাম হাতে লৌকাত চড়ি বইসনুভ। বাবার মন্তব্য, মানুষ দূরত থাউক, অ্যাকনা বিলাই কুকুরও সমন নিঃশব্দে বাড়ি হাতে ছাড়ি না যায়।

মোর চৌখত স্যালাকার পাহাড় নদী র‍্যাল আর স্ট্রীমারের সমারোহ। এটে আছে কি তার কোনয় অ্যাকনা? বাড়ি ছাড়ার ভয়ে বাবা মোক নৌকা কিনি দিচে। সথত দিচে অ্যাকখান ঝাকি জাল। বাড়ির দিঘিত মাছ ধরা দিঘিত কতয়দিনাপ্ত অ্যাখান জাল দিআ মাছ ধরা শিখিচোও। সেও ভাল ছেলো। গাছ বর্তি নারকোল মাত্র যাইটখান সংখ্যায় সেই গাছত চড়ি পাড়িচোও, বাপের শিক্ষা।

কতো বাহে কায় মোক জেবন বনাইচে, কায় বনাইচে জেবন কমরেট? জালমারা ছাড়ি গচ চড়া তাক ছাড়ি চাটার্জি বাড়ির ছাওআলা প্রাইভেট পড়ে। মুই স্যালা উনারঘরের ঝোকদুবোরোত বসি শেখোঙ মাস্টার যিগ্গা শিকায় তামানলাকে। তাক মাটিত ঘাইন কাটি শেখোঙ। মাস্টার উমারলাক কোনয় পুচিলে যদি কবার না পায় স্যালা মোক পোচে - 'কবার পাইস না নাকিরে জেবন?'

মুই কং।

স্যালা মোক দিআ উমারলার কান ধরা শাস্তি দেয়। মাটিৎ মোর আকিবুকি কুল্লো লৈক্ষ ছেলো তাব। চ্যাটার্জিরঘর মোক অ্যাক সুদে পড়ির না দ্যায় বুলি মুই ঝোকদুব্‌রোৎ। মাস্টারের কোনয় কবার না থাকে, নুন খায় তার কিন্তুক মাস্টারের মন বুলি কায়দা কবি মোকে দিআ চ্যাটার্জির ছাওআক কান ধরায়। ফরিদপুর শিক্ষা মোর অ্যাকিনায়, পাচোৎ

কুড়িগেরাম আসি মুই বোল পাচ বেলাসোৎ ভত্তুক নিচোং বনুর কতাৎ। র‍্যাল-স্ট্রীমার দিআ মোর কথা পড়ি থাকে।

গেরামোর সগায় মিলি দড়ি হাতে টানিলেও যাক ধরা যায় না টানি হিচুড়ি অনাআসে নিয়ে যাবে অ্যাকমাত্র র‍্যালএঞ্জিন তার নাম। কুড়িগেরাম ধরলা নদীর দখিন পাকৎ। সাকাল সৈন্ধ্যায় দিদির বাড়ি হাতে ন্যাড়াপাকে চান্দাইলে গিরিরাজ হিমালয়ক দেকা চলে। আর আগাদিআ দূরান্তরি গাড়ো পাহাড়। শুশুকের তাড়া খায়আ রুই কাতলা পুটি আর বোআল মাছলা অ্যানেতে ভাঙ্গাহ চড়ে। তারপর তো বুঝিরে পান ঘাটাহাটা মানযির স্যালায় পোআবারো। নৌকা দূরৎ থাউক জাল হাতে,তুই পারলে স্যালায় সতরি যাং জেনে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমায় কাংকাং তিতিআ মহাযুদ্ধের কাথালা কৈচে অ্যাকশয় বছরের ভিৎরা ঘটি যাবে। কাং কৈচে আর এনাকান বড়য় যুদ্ধ হবারে নোআয়। পার্টি তো বেআইনি অ্যালা। ধরপাকড়া সদায় চলে। বেলাস্ টেনৎ উটিচোং, শুনলুং ওয়ারেন্ট ইস্যু করা শ্যাষ। পোরধান শিক্ষক শ্রীবিষ্ণুপদ রায় এম.এ, বি.টি., বি.এল., জঙ্গিপুরের মানযি। অ্যাক্টামাত্র খাতায় বায়রাৎ মোর কোনয় বই না ছেলো। কেলাসের বন্ধুলারটে নিআ চলে দিবার নাগচুং। বিষ্ণুবাবু মাইআ-ভাতারে মোক নিআ বৈসলেক। একান্ত অনুরোধ করিল স্কুলৎ পড়িস অ্যালা রাজনীতি করা বন্ধ করেক। কলেজৎ যায়আ যতয় খুশি করির পাবু। তোর ছাত্রজেবন এটে শ্যাষ না করিস্।

সেই নাতিতে মুই স্যালায় গৃহবন্দি হলুং। সূর্যাস্ত থাকি সূর্যোদয় পর্যন্ত নির্দিষ্ট ঘরৎ নাত্তি থাকা খাবে। চৌকিদার পুলিশ আর গেম টিচার আসি ড্যাকাইলে সাড়া দিবার খাবে। নায়তা পুলিশ মোক গেপ্তারের করি চালান দিবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পাচৎ মোর উনচল্লিশের থার্ড সেপ্টেম্বর ওয়ারেন্ট আসিলে মুই নিরুদ্দেশ হনুঙ। সঙ্গি ছেলো আরো দুইঝন মানী অনিল দেব আর মানী সুশীল সেন, মোর বন্ধুভালা। কিন্তুক দিনাজপুরে পার্টি কবার গেইলে সগায় স্যালা জ্যালখানাৎ। কৃষক আন্দোলন চলাইবে কায়। রাজ্য হাতে রংপুরে খবর গেইল। মোর ভাগৎ বালুরঘাট আর রায়গঞ্জ মহকুমা পড়িলেক। কমরেড মহী বাগচীর বাদে বরাদ্দ হৈলেক ঠাকুরগাও। আটত্রিশের ডাঙওর বৈন্যাত মহীদা আধ মুই মোরে লৌকাৎ করি লৌকার পাল ছিড়ি দিআ ব্রক্ষপুত্রের জলৎ নামিলোং সে তো ভরাডুবির নাকান আবস্থা। মহীদা হাল গৈল্লেক। মুখৎ সগারে পাচপীরের নাম শোনা যায়। একাইত ওকাইত লৌকা, যে পাকে হ্যালে সেপাকে পানি। চড়ে লৌকাৎ ছালাউ ছালাউ করি। হুটুক্কার পাল ছিড়িলে পানি আরো ফাউক করি সোন্দায়। মোর বইলা ভিজি গেইলেক। এ নাকান আবস্থা যে ব্রক্ষপুত্রের ঢেউয়ে সচাংএ দুনিআ হাতে নিরুদ্দেশ। হতভম্ভ মাঝি দুঝন বৈঠা ফ্যালে দরিআর পাচপীরের নামাজ নিয়ে আত্মহারা।

হঠাৎ দুই মাথায় বেশ কয়েকখান বৈঠার মৈধ্যে অ্যাকখান নিআ মহীদা হাল ধৈরলেক। লৌকার টালমাটাল আবস্থা স্যালা থামিল। মাঝিরঘর তাৎ হুশ ফিরি পায়। বহুকষ্টে লৌকা আসি পড়ে গছের সুদে লাগে লাগে আবস্থা। পাড় বৈলতে স্যালাও ভালেখান দূর, চিলমারির বন্দরৎ স্যালা অ্যাক কমড় পানি। সেবার মহীদাররুদে নয়আ করি দিনাজ পুর ঘাটাধরা। উপস্থিত বুদ্ধিৎ মহীদা ছিলেক সগারে চায়আ আগালৎ। মোর কাঞে জল ডুবি মরার চায়আ ভাসমান কুমীর আর ঘড়িআলের ভয় ছেলো খানেক বেশি। যাই হৌক সাফল্যের সূদে আমবা শহরে ফিরে আসি। কুমীরের নেটু আর সোন্দা হৈলেক না। ছাত্রলার ভিৎরা স্যালা সাড়া পড়ি গেইলেক 'কমরেড আসিচে'।

তেতাল্লিশের জুন, কীনাকান গরম, সেই সময় হাতে মুই কুচবেহারৎ থাকং। পাট্টি স্যালা আইনসংগত হৈলেও দেশিয় রাইজ্য কুচবেহার তার ধারে না ধারে। রাইজ্য কুচবেহার সম্পর্কে মোর ছক খান ছিল ঐন্য নাকান। পাটি এটে বে-আইনি হৈলেকেও চাইরোপাকে জলপইগুড়ি আর রংপুরৎ, অ্যাক্পাকে বেহার। সে আহ্লাদ খাটে না বুলি বগলের সীমাৎ সোনাহাট মোগলহাট আলিপুরদুয়ার ভাটিবাড়ি হয়আ দোমহনিৎ পাট্টির সেন্টার গড়। বক্সা জেলের গোপন যোগাযোগ আছে। মাছের প্যাটৎ কাগজপাতি সোন্দেআ তার শুরু। আলিপুরদুআরে তারবাদে মোর শত নমস্কার। সেটি হাতে কমরেটক পাকা কন্নু।

পৈলাতে ফম পড়ে কমরেড মনি ভট্টাচার্যের নাওকোনা। মানষিটার কতা মনত ফম পড়ে, তার জোড়া পাঙ না আর। কলিকাতা আলিপুরদুয়ার গোপন ডাক পিওন উনায়, কম্যুনিস্টের পিওন ঘাটাত মাছ ব্যাচায়। স্যালাকার আলিপুরের 'মায়া টকিজে'র চীফ অপারেটর শ্রীবীরিন নন্দি, ওরফে গোপালদা রংপুর সৈয়দপুরের কমিউনিস্ট কমরেড কতয় না বুদ্ধি ধরে। গোপালদার চেষ্টাতে ছেনেমা-ঘরের দখিনাৎ প্ল্যাংকিংএর তক্তা খুলি নিআ পোরথোমে আমারলার রাত্তি থাকার জাগা করি দিচে। ব্যালাভাটি পাচটার আগোতে কালজানির চরৎ বসি ঝাড়াফিরা। তার মানে ঐন্যলার নাকান আমারলার বাসিন্দা প্রমাণের পয়আস। হলের পাচপাকে কবি জগন্নাথ বিশ্বাসের বাড়ি, আলিপুরের কমরেড। উনায় আসিলেক খানেক পাচৎ। তিনি ছিলেন টাউন স্টেশনের পশ্চিমপাকের সীন্নাদারি। আমারলার হাজার খবর নিলেক, চলিবার পথ কমরেড কাঙকো না বাত্লায়। তারে উপরা জগন্নাথ কবি মানষি, দলের কমরেড সুকান্তক উনার ভাল পাবার বাদে নিজেও ঘাটা বদলে নিচে। এওয়ার্ড লাইব্রেরির উনায় গোড়েআ আর ঠাইবনা মাড়েআ বুলি ঘরের অ্যাকনা চাবি আমারলার হাতৎ তুলি দিয়া লাইব্রেরি ঝাপে ফ্যাল নাত্তি আটটায় পড়াইআরঘর চলি গেইলে লাইব্রেরি স্যালা আমারলার দখলে। নামত ইৎরেডি থাকার বাদে কুবে চউখ না পরে পুলিশের। জগন্নাথাবার বাড়িৎ ঘর থাকিলেও আমালার কোনয়দিন থান দেয় নাইন

পোরধান কারণ কৈতে গেইলে গোআলপাড়া কুচবেহার থাকি ডুয়ার্সের ঘরবাড়ি ছাড়ি পালে আইসা চ্যাংরালাক উনার বাড়িৎ অ্যাকমাত্র নিরাপদ আশ্রয়।

নিরুদ্দেশ ছাওআক উকটিবার ব্যালা আঙ্গবাপেরঘর ভাল করি সেকতা জানে। পাইখাইদা আর আশ্রয় কণার গেইলে পালাটিম্বা ছাওয়ালার সুদে মিশামিশি নায়তা ঘরছাড়া কতুলা জেলার অভিভাবকঘর স্যালাও সেকতা জানে।

জগন্নাথাবুর বাড়ির অ্যাক্সাইল উত্তরে ছেলো কবরখানা। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে নাতি করি ওটে তাং না যায়, যাওআর কতালা ভাবাও না চলে কাংওর। তাং দলেবলে মুই তার আশ্রিত। ভালে ছিলুং যতদিন কবরখানাৎ নাতি ছিলুং। কিন্তুক দ্যাশভাগ হৈতেকালে মুই সেবাল সেই আশ্রয়লাক হারানু। যাং কোটে? দলে দলে পাকিস্থানী হয়আ মানযিরঘর আইসেছে আর চাইরোপাকে কলোনির দাখিলা যাবি ভারতীয় নাগরিক গড়ে নিলেক। হাগির যাবার জাগা পোচে কায়, যায় যেটে পায় সৌগ থাকি কবরখানাও বাদ না যায়। নিন্দের উপায় নাইন, ভোসাকালে ছাওআলা না হৈলেও অ্যাক ঘণ্টা আগৎ কৈনালার উঠা চাই। উম্মা অ্যাকপাকে পালা শ্যাষ করি আসিলে ব্যাটাছাওআর ঘর আইসেছে। কোন মাইআলোকের যুদি আসি সোন্দায় তা মুই কী করি সেটে থাকি নঙ।

বাকি থাকিল র‍্যালস্টেশন। টাউন স্টেশন আর জওশন। খবরের কাগজৎ মুখখান ঢাবিঢুকি বেশ ভালেদিন হাতে নাত্তি বারোটার পাচৎ পয়েন্টম্যান নায়তা খালাসিরঘর মুখের কাগজ সারে দিআ পোচে 'কোন হ্যায় রে?'

হিন্দুস্থানী নোআয় যে নাকান মুকের ভাষা। ব্যালের সে লণ্ঠন আজি আর নাইন, তারে আলোৎ জবান দেং ন্দির ধান্দাৎ থুআ- মুই, ভোস্সাকালের টেবেন ধরিম।'

'তাইলেকালে, যাং কোটে?' ইতিহাসখান কিনাকান করি গল্পো হয়আ যায় তাক দেকি অনিল বর্মণ লেকিল সইত্য দর্শন কাহিনি। মুই তারে পইলা পাঠক যায় ঘটনাখানক আগোতে দেকি নিচোঙ।

ইআর পাচত মন্ত্রী বরদা মুকুটমণি। মন্ত্রীত্ব হারে যাবার আগৎ এটে বেহারৎ আইসপার পারে নাইন বুলিও পাছৎ অ্যাকবার কুচবেহার আইসেন মোরেটে কইল জীবন সরকার কমরেটক। কথা ছেলো রসিকবিল উনাক দ্যাকে আনো ভালেকোনা ডাংওর বিল নদি সারে যায়আ তৈআর হৈচে। দ্যাশবৈদ্যাশ হাতে পকিপয়াল আইসে সেটে। মন্ত্রী য্যালা ছেলো উনাক দিআ এই পকির ভাসাবুলি জাগাখান তৈআর করিচোং। তারে অল্পেদিন ভাইটাইতে উনার মন্ত্রীকাল চলি যায়, কি করার আর আছে? কিছুই না হেলো স্যালা উনার তাং মোরটে আগাবাতে শুনি থাকা কতালার বাদে আসিল দেকিবার, মুই উনাক সৌগ দ্যাখাইম্। গচের ছ্যামা ভত্ত্বক জাগা, বুনুআ কতয় ভয়ানক জীবলা থাকিবাবে পাবে

আপাশ। সেই রসিক বিল আজি আর নাইন ফাং ফাংআ হৈচে। তাঙ তাক দেকি বরদাবাবু গর্ব অনুভব করেন। তৃপ্তি পাইচে।

সারাখান নাত্তি নিন নাইন চৌকত। অস্নাত-অভুক্ত কতদিন আর থাকা যায়। কেরমে কেরমে তুফানগচের পোরধান শিক্ষক নীলকান্ত মুখার্জি মশাইর সোদে ভালে চাইট্টা যুবক আর ছাত্র আগে আইসে। জগন্নাথ বাবু আর আশিস দত্ত ছাড়াও বকুল বোস, চিত্তপ্রিয়া রায়, তিলক রায়, আহমেদ হোসেন, রনজিৎ দাশগুপ্ত, রুনু ভট্টাচার্য, সুকুমার পাইন মোর বাদে। এনাকান হাওড়ার শ্রীসুধীর ভট্টাচার্য হাতে মোর এটে। আলিপুর ছাড়াও কুচবেহারের গণ-আন্দোলনের ভিতি ইমারলার সগারে খানেক হৈলেও অবদান আছে। উনপন্চাশের নয় তারিখ এপ্রিল মাসৎ সারাভারত রেল ধর্মঘট তিন দিন আগা হাতে প্রস্তুতির সমায় রাজা ভাতখাওয়া স্টেশনে পুলিশ বনাম আন্দোলনকারিলার (কমুনিস্টলার) রীতিমতো একহাত হয়আ যায়। জংশন ছাড়ি পুলিশ সেদিন পালেবার ঘাটা কাড়ায়। কমরেড মণি ভট্টাচার্য ছাড়াও কুচবেহারের মানিক ব্যানার্জি ছিলেক বকসা প্রত্যাগত ট্রেনের কামড়ায়। তারসোদে ছেলো কলিকাতার ডাক্তার অ্যাকঝন কমরেড। নয় তারিখের অনিবার্য যুজ্জৎ ফাস্ট ডে তার উদ্দেশ্য। বকসা জেলখানাৎ বন্দি ছেলো উনায়। শ্যাষদিআ সোদপুর সন্নিকটের নাটাগড় ছেলো তার চিকিৎসাকেন্দ্র, মরিচেন সেটে। কয় বছর আগাবাতে। তার কতা কৈলে শ্যাষ করা না যায়, মোর বাদে উনায় মোরেটে থাকি গেইল। সউগ কতা না কঙ বাহে। ইতিহাসত সউগ না কওআ যায়, মানি তালেকালে উকটিবার না যাবে বিতাঘাটা।

উনপন্চাশে কমিউনিস্ট আহত দ্যাশের বুকৎ পোরথোম র‍্যালের চাকা বন্ধ আন্দোলন সারা দ্যাশেই ব্যর্থ হয়েছিল কওআ চলে। খালি দুখান কেন্দ্রে ছিল সফল। মাদ্রাজের গোল্ডেন রক আর কুচবেহারের গীতালদহ। মোরে দ্যাখভাইলৎ। গোটায় দুনিআ জেনে জানি গেইল। তারে বাদে, কম্যুনিস্ট দ্যাশ যাবার আমন্ত্রণ মোর। একাত্তর সাল হাতে ইন্টারন্যাশনাল পাশপোর্টের বাদে মুইতো ঘুরি ঘুরি হয়রান, না পাইলে ক্যাংকরি যাম। পচিশ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক ডিপোজিটওয়ালা একঝনক চাঙ যায় মোর জামিন হৈবে নায়তা পাশপোর্ট না পাওআ যাবে। তার মানে বৈদ্যাশৎ মৈরলেকালে দাহকাজের খচ্চা যাতে আমার সরকারক গচ্ছ্যা দিবার না নাগে। তায় হৈচে। বহুকষ্টে রেনুদি অর্থাৎ কমরেড রেণু চক্রবর্তীক ধরা গেইল। কিন্তুক অ্যাক হপ্তার আগোত তিন হাজার টাকা তুলি ফ্যালায় তায় তাকো বাতিল করি ফ্যালায়, মুই চকুৎ আন্ধার দ্যাখত। কমুনিসটির ঘর খানেকো না মানে না কয় হে ভগবান।' ধরি নিলুং পাশফোর্ট পর্বের এটি শ্যাষ। হঠাতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির একনা চিঠি পাওয়া গেইল। স্বদেশি আন্দোলনে মোর অশেষ কামাইর বাদে মোক স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে মাসে দুই শত টাকা পেনশন বরাদ্দ করিচেন। আর যাঙ কোটে কলিকাতা

ডালহাউসির পাশপোর্ট আফিস হাতে সাত দিনের ভিত্‌রা মুই যায়আ হাজির। সাথত মোর আদুরি মামি, কাজুআ মানষি। কেরানিক কলুভ- 'ড্যাকাও তোর চিফ অফিসারক।'

তিন চার মিনিটের ভিতিরা ফিরি আইসে উনায়, কয়- 'জরুল কামাই তার আছে, ড্যাকাইলে কি আর আইস্পে?'

হারামির বাচ্চা যেটি সেটি উব্‌জোন ঘটে কায় যে কইচে সেই কতার ক্ষণ। আসিল, আরো মোক দেখি ভালেযোকায় যেপি গেইল। কৈলেক- 'তোক-না কৈচোঙ গীতালদহ জঙশনত ডিনামাইট হাতে র‍্যালগাড়ি ধ্বংসের বাদে তুই প্রস্তুতি নিচিস, এটা পুলিশ রিপোর্ট। তায় বিদেশের পাশপোর্ট হৈবে না তোর। তাও ক্যানে আসিচিস? মোর ভাইল্লা কামাই সিজ্জিচে?' মুই বনু 'ঠিকে কৈচেন সাহেব। তা তোর কতালা মুই লেকি আজি পাঠে দিম রাষ্ট্রপতির ওটে। উমরা যে কামাইর বাদে মোক মাসে মাসে ভাতা দেয়, সেই কামাইর বাদে তুই মোক পাশপোর্ট দিবার নৈস।'

কতা একিনায়, চক্ষি না ওটে অভিযোগনার কতা শুনি চেমসি গেইল মানষিটা। মুই যিলা কামাই করিচোঙ ইংরেজের বিরুদ্ধে তারে বাদে আজি মোর সম্মান স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবৎ, মোক মাসেহারা দিবার কতা জানে আচেন। তারবাদে আজি তিনকোনা বচছর ধরি সেই অফিসার মোক সমাজ বিরোধি ডাকাইত বুলি চান্দায় ক্যানে-বা। মানষিটা স্যালায় মোক টানি নিআ চেয়ারৎ বসাইলেক। আল্লার নাম নিলেক, যে আল্লা রহমত। ফির কৈলেক, 'স্যার আপনাকে আসিবার দরকাল নাইন, খালি মাসীমা আসিলেই হৈবে মুই রেডি করি দিবার নাইগচোং দুইঅ্যাকে। মোর ভুল হয়আ গেইচে, মাফ করি দিবেন বোল।' তুই থাকি স্যার আরো আপনার। হইলেকো তাঙ, মামি ধরি আসিল মোর পাশপোর্ট পরদিনা।

সে-যাত্রায় মামির খেসারতের শ্যাষ না ছেলো। দিদিমনি, এই যে বৌদি, একটু থামুন। প্লাটফর্মে ঠ্যাঙ না ফ্যালাইতে দুকুনা মানষি পাছ পাক হাতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে শিয়ালদার নাকান জাগাত আসি কথা কবার ফাকা পাইলেক। - 'স্যার আপনি থাকাতে কি দিনে দুপুরে মাওবৈনিরঘরের ইজ্জৎ থাইকপারে নয়?'

মুই কং,- 'ড্যাকাইম্ জনতাক?'

'সরি সরি' কৈতে কৈতে দোনোঝনে সারি পালাইল। তারপাচত মামি ট্রেনত চড়ি বসিল। কি আর কঙ আগাবাতে কামাইলার পাচোত জয় হয় আমারলার। দ্যাশ তো স্বাধীন হইচে অ্যাক যাত্রায়, খুশি মুই হাতে মুইনো।

গল্প-৯

মাদারি

শ্যামল রায় বসুনীয়া

পতিদিনের মতন আজিও দুই বুড়া দেবারু আর সমারু সইঞ্জার সময় চাংরাত বসি গল্প কচ্ছে! সংসারের ঋণ-মহাজন, বন্ধনের কিস্তি, আরোহণের কিস্তি, ঘরসংসারের কিস্তি আলোচনাত ব্যস্ত। দেবারুর একটা বেটা দুইটা বেটি। তিনজন বেটাবেটিই পড়াশুনাত খিব ভালো। তিনজনে ২০১৪ সালের টেটোত পাশ করি চাকরির আশাত ফট্টিং জলের মতন আকাশের পাখে চায়া আছে। টেট পরীক্ষাত পাশ করিয়া দালাল ধরিসে। দালাল বায়না বাবদ ছয় লক্ষ টাকা নিসে। জমিজাগা বন্দক, বন্ধন থাকি টাকা তুলি দালালোক দিসে। টাকা দিবার সাত-আট বছর হয়া গেল অথচ চাকরির নামগোন্ধ, পানিকাটাবুরবুরি কিছুই নাই। টাকার অভাবত না পাচ্ছে জমি ছুটি করিবার, তার উপর বন্ধনের জ্বালাত সংসারোত তুষির অগুন ধিকিধিকি করি জ্বলেছে! বেটিগিলার বিয়ার বস উবুরি যাছে। বসের ছাপত মুখের ঢক আউলি যাছে! বেটাবেটি সগারে কাথা নিজের পাত না দাঁড়া পযন্ত উমায় কাহোয় বিয়াও করিবে না। নিজের ঠ্যাংগোত কদ্দিন দাঁড়ায় দাঁড়াউক! এত চিন্তাত পড়ি দেবারু বুড়ার শারীলিক, মানসিক অবস্থা উগ্ন উগির মতন। জোঁক টিনা যেমন করি কুনো পাণীর দেহা থাকি অক্ত চুষি চুষি খায় ঠিক তেমন করি নানান জ্বালা উয়াক জোঁক টিনা মশ ওড়োশের মতন করি খাছে!

আলোচনা চলা অবস্থাত ঘিপিত করি হাজির হইল বুধারুর বেটা বিকাশের বন্ধু সুজন। সুজনের বাবা চাকরি করে। গেরামের বাড়ি এখে পাড়াতে। সুজনের বাবা চাকরি পাবার পরে ছাওয়াছোটোক মানষি করির জইন্যে টাউনত বাড়ি করিসে। গেরামের বাড়িত অনুষ্ঠান হলে আইসে। সুজন বুধারুক জিজ্ঞাসা করিল "জেঠু বিকাশ কোথায় গেছে?" বুধারু উত্তর দিল বাউ পাইভেট পড়ের গেইসে! বাপোই বিকাশক ফোন করেক কুণ্ঠে আছে জানির পারিবো এলায়। সুজন কয় "জেঠু বিকাশের সুইচড অফ দেখাচ্ছে!" বাপোই বাউর মোবাইলোত চাজ নাই তাইলে। বাচ্চা একটু পরে চলি আসিবে। বুধারু সুজনক কয় বাপোই তোমায় কোঠে কিনা চাকরি কচ্ছেন? কিসের চাকরি? কত মাইনা পাছেন? তোমায় বোলে ভালোবাসেনা বিয়া ঠিক করিলেন? কুন মাসোত বিয়া?

এতলা কঠিন পশ্ন শুনি সুজন গরমে নাল হয়া গেইসে। সুজন উত্তর দিল- " তোমাদের এই জন্যই শহরের ভদ্রলোকেরা গেঁয়ো ভূত বলে ! যত সব অবাঞ্ছিত গণ্ডমূর্খের দল ! কাকে কখন কী বলতে লাগে কিছুই জানে না !" কোলাপিঠিত মানষি করা, সিয়ানি ভেলটা ছাওয়া আজি এনং করি কাথা কোবে বুধারু ইটা স্বপ্নতও নাই ভাবে! বুধারু খানেক্ষন এখেবারে থ হয়া অইল। তারপরে বুধারু কওয়া শুরু করিলেক - বাপোই তোমার বাবা সুবোধ ছিল কেলাসের সেগেন বয়। মুই ছিনু ফাচ বয়!

বাবা মারা যাবার পরে সংসারের চাপোত মুই পড়াশুনা করির পারো নাই। তোমার বাবা পড়াশুনা শেষ করিয়া অনেক দিন বেকার অইল। একবার পতিজ্ঞা করিলেক চাকরি না পাওয়া পযন্ত দাড়ি কাটির না হয়। শেষ পর্যন্ত পতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। শেষত আধাবসা হয়া ঘুষ দিয়া চাকরি পালেক! আর আজি তোমরা তার বেটা হয়া ফুটানি দেখাছেন! তোমার বাবা চাকরি না পালে হাল বয়ে খালেক হয়। হয়তো তোমায়ও হাল বয়ে খালেন হয়! দুইদিনের বৈরাগী ভাতোক কয় অন্ন ! আচ্ছা বাপোই মুই তো গেরামের মূর্খ মানষি তোমাক কয়টা পশ্ন কচ্ছ- আজিকার শহরের বাবুলা যে শুদ্ধ ভাষাত কাথা কয় ঐ ভাষাটা আগোত আসিসে না দেশি ভাষা কুনটা আগোত আসিসে? বাপোই হামার দেশি মানষিলা হছে কাহো কাহো শহরের বাবুলার টপলা উভা জীব। উমার ঠ্যাং চিপি, দেহা চিপি, পিঠি চিপি, ফুটকা মারি দিলে নেক নজরত অওয়া যায়, পমোশন পাওয়া যায়! এক কাথায় জাক কয় তেল মালিশ করা! না মাখিলে বঞ্চিত হয়া অবার নাগে। কাওকাও ত্যাল মাখে, কাওকাও মাখেনা! গেরামের মানষি উমার জিনিস নকল করি চলে। জাক কয় ময়ূরের পাছিলা ধার করা কাউয়া। নকল করিয়া কাউয়া কি ময়ূর হবার পারে? মান্ধাতার আমল থাকি নিয়ম হছে গরিব - ধনীরঠে দাম পায়না, মগোসলিয়া - টাউনিয়ারঠে দাম পায়না, দেশি- পরদেশিরঠে দাম পায়না, বেকার - চাকরিজীবিরঠে দাম পায়না, কলিকাতা-দিল্লীরঠে দাম পায় না, দিল্লী - ইউরোপ - আমেরিকারঠে দাম পায় না। বড়গিলা ছোটোক নিয়া খেলায়, পুতুলের মতন নাচায়! যেমন আশিয়া- আমেরিকা যুঝঝ চলেছে। এতক্ষণ চুপ থাকার পরে সুজন ভুল খুঁজার চেষ্টাত আছিল। একনা ভুল পায়া সুজন কয় "জেঠু একটু ভুল হচ্ছে রাশিয়া - ইউক্রেন যুদ্ধ হবে!" বুধারু কয়, হ্যাঁ বাপোই মোর হছে ছেকা খাওয়া মুখ ভুল হবারে পারে। বাপোই ইউক্রেনোক শিখন্ডি করি যে নড়াইটা হছে এইটাক কয় ছায়া যুদ্ধ! আচ্ছা বাপোই মনে করো দুইখান গাড়ি মুখামুখি ধাক্কা খালে আহত নোকলাক তোমায় হাসপিতাল নিগাবেন, না নাঠি- ভোজালি আনি দিবেন মারামারি করির বাদে? আমেরিকা কেনে গোটা পিথিবীর দাদা হয়াও মারামারি না থামেয়া অস্ত্র দেছে? মরিলে ইউক্রেন মরুক, পরিবেশ দূষিত হলে ইউক্রেনের হোক! অগুন জ্বলিলে ইউক্রেনোত জ্বলুক! মারামারি নাগে দিয়া দূর থাকি মজা দেখিলে চলিবে? উদ্দেশ্য হইল ইটা উমায় মারামারি করি দুইজনে দুর্বল হলে দাদার নাভ! শত্রু দুর্বল হছে আর অস্ত্র বেচা টাকাত গোলা বোঝাই হছে! আসলে বুদ্ধিমান মানষিলা হছে পভু নয়বা মালিক আর ধনসম্পদে পাছে থাকা দেশ বা মানষিলা হছে পুতুল ! মালিকের নেঙুলের ইশিরাত চলে!যেমন নাচায় তেমন করি নাচে!

মানষি হছে নুটির সামান। এই নুটিলা হছে দুই পকার। সাদা আর কালা নুটি। মালিক দুই পকার নুটিকে বয়ামত ভরায়। যেলা মালিক দেখে নুটিলা ভাইয়ের মতন পাশাপাশি মিলামিশি করি আছে সেলা মালিক নাভের জইন্যে বয়ামত ঝাঁকি দেয়। যার জইন্যে অনেক নুটির আঘাত নাগি কমর ভাঙি যায়। সাদা ভাবে কালা কমর ভাঙি দিল, আর কালা ভাবে সাদা! এই ভাবে ভুল বুঝাবুঝি ভয়ানক যুদ্ধ! যুদ্ধত কাহোয় জিতেনা....... খালি হেরে দুই পক্ষ ! দূর থাকি দেখি মুচকি হাসে মালিক.....

গল্প-১০

জোলা-জুলীর গল্প
নিন্দো আর টিপো

হরিমাধব রায়

জোলা আর জুলী। দুই স্বামী-স্ত্রীর সংসার। উমার বিয়াও থোয়া হওয়ার ভালে কয়বছর হয়া গেইছে, এলাং ছাওয়া পোয়া জোলাজুলীর কপালোত নাই। সুখদুঃখ অভাব অনটনের মইধ্যে জোলা জুলীর দিন কাটি যায়। যে দুই চাইর বিঘা জমি আছে তাতে যে আবাদ-সুবাদ হয় সেইগিলা দিয়া কোনোমতে দিন চলে। বাড়ির ভিটা ভুইয়োত বতরে বতরে আলু, বাইগোন, কবি আর ভাইল্লা শাকসবজী গাড়ে। জোলাজুলীর নিজেরও খাওয়া হয়, টারি-বাড়ির মানশি নিয়াও যায়, আর হিসাব-টিসাব ভাল না জানিলেও সুযোগ পাইলে জোলা দুইএক সের বাজারোত বেচেয়াও আইসে। এইবার স্যাগালু গাড়িবে বুলিয়া জোলা বাড়িভিটার দক্ষিণ পাকের একেনা জমি ধুলধুলা করিয়া চাষ করে, মই দেয়, ফাউরা দিয়া বড় বড় ইটার দালালা ভাঙ্গে, গোবর উল্লি দেয়। জুলী বাড়ির ভিতিরা বসি স্যাগালুগুলা গাড়িবার বাদে ভাল করি ব্যাচে, কয়খান ভাল ভাল স্যাগালু সকালে সিদ্ধ খাইবে বুলিয়া আলাদা করি থোয়। ভিতিরা বাড়ির কাজকর্ম শ্যাষ হইলে জুলী পাতার বাড়ির কাজোত জোলাক হাতি দেয়। ইয়ার পরে সময় বাঁচি থাকিলে ফাকা সময়োত বগলের ধনীর বাড়িটা যেয়া উমার ভিতিরা বাড়িত কামোত হাতি দেয়, বাড়ীর বুড়াকোনা আর ছোটো বৌমাকোনা খিব ভাল, উমার কথা জুলী সহজে ফ্যালের না পায়। জোলা জুলীক মাইনশের বাড়ীত কাজ-টাজ করির যাওয়ার বাদা করে, কিন্তু হাজারোক হউক অভাব অনটনের দিনে ধনীর বাড়ী থাকি কিছু না কিছু সাহায্য পাওয়া যায় এই ভাবিয়া জুলীক আর বেশী কিছু কয় না।

তা একদিন জুলী সেই ধনীর বাড়িত যেয়া বাড়া বানে। শুনীর পায় ধনীর ছোটোবেটির বিয়ার জইন্যে যে গয়নাগাটি কিনি থুচিলো, সবগিলা কায় বোলে চোর করি নিয়া গেইছে। ঘরের কোনা-টোনা, ঢেক্স-টেকষো, চকির তল, মাচাগড়ি, সিন্দুক সব তান্নে তান্নে খুঁজিয়া সেই সোনা দানা আর পাওয়া নাই যায়। কত জাগা থাকি গনকদার আসিছে, পরীনামা আসিয়াও কওয়ার নাই পায় সোনাদানা কায় নীচে? জুলী সইন্দ্যার সময় ধনীর বাড়ী থাকি আসিয়া জোলাক সোনা চুরি হওয়ার কথা কয়। জোলা ফ্যাক্কেস করি হাসিয়া কয়, ধনীর সোনাদানা আচে তায় চুরি হইচে, হামার নাই চোরও নাই।

জুলী কয়, তোমার না আরো আদাং নাথাং কথা, যাং এলা হাড়ি-বাড়ি, আজিকা আইতোত কয়খান পিঠা খাই, ধনীর বাড়ি থাকি চাউলের গুড়া আর গুড় নিয়া আসিলুং, বাড়ীর না ত্যাল-

তুল আচে। জোলা কয়, ভালে কথা দুকান স্যাগালুও না সিদ্ধ করি দিয়ার পাবু, আর মোর জইন্যে দুই-একান সাদা পিঠা বানাইস।

জুলী ছুয়ার পারত হাত পাং ধুইয়া আন্দোন-ঘর ঢুকে আর জোলা গচা-টা নাগেয়া বাটি পাকার উটকোনটা নিয়া কোস্টা খুঁজির যায়। জুলী পিঠা ভাজে আর জোলা দড়ি পাকায়। জোলা-জুলী দুইঝনে কাঙওভাল হিসাব জানে না, এক-কুড়ি, দুই-কুড়ির হিসাব মোটামুটি জানা থাকিলেও এক-থাকি একশ দুইঝনে ভাল করি গনির পায় না, যেমন আঠারোক কয় দুই কম এককুড়ি, পয়চল্লিসয়ক কয় দুই কুড়ি পাচ। আর গেরামের মানশি যায় যেং করি হিসাব দেয় জোলা জুলী সেইটায় মানি নেয়। বাটি পাকাইতে পাকাইতে জোলার মুখ পিঠার বাসনায় আমচি যায়, জোলা মনে মনে খুশি হয়, আজিকা প্যাট ভরি পিঠা খাওয়া যাইবে। জুলী নইয়ার গরম ত্যালোত কুয়া পিঠা ছাড়ি দেয়, ছ্যাঙ্গেত ছ্যাঙ্গেত করি শব্দ জোলার কানোত ভাসি আইসে। যতবার ছ্যাঙ্গেত ছ্যাঙ্গেত শুনে আর জোলা ততবার উটকোনটা দিয়া একটা করি মাটিত ঘাইন দেয়। পিঠা ভাজা শ্যাষ হইলে জোলা আন্দনঘরের মাঝিয়াত একটা চটের বস্তা পাতিয়া পিঠা খাওয়ার বইসে। দুইখান তেলুয়া পিঠা আর তিনখান সাদা পিঠা জোলাক দিয়া জুলী কয়, খাও! জোলা খাক্কাউ খাক্কাউ শিয়ালের নাকান করি তেলুয়া পিঠাদুখান শ্যাষ করি জুলীক কয়, দেক্যানে আরো দুকান তেলুয়া পিঠা! জুলী কয়, এলা তোমরা চাইরটা ভাত খাও। জোলা জুলীর মুখের ভীতি ছোটো ছাওয়ার নাকান করি দেখিয়া কয়, দে ক্যানে আর দুই তিনখান তেলুয়া পিঠা। জুলী একান তেলুয়া পিঠা দিয়া কয়, খাও আর চাইবেন না বোল, পিঠা ভাজিলুং মুই আটখান আর তোমরায় যদি খান ছয়খান তাহইলে আর কয়খান থাকে? জুলী মনে মনে ভাবে ধনীর বাড়ীর ছোটো বউ গুড় আর চাউলের গুড়ালা দেইল, উমার জইন্যে দুইএকান তেলুয়া পিঠা কাইলকা নিয়া যোয়া নাগিবে। জোলা কয়, সেইতো ঠিক আচে জুলী, কিন্তু তুই সাদা-তেলুয়া মিলি পিঠা ভাজিলু এক কুড়ি দুকান আর মোক কইস আটখান সেইটা কিন্তু ঠিক নোমায়। জুলীর চউখের ভীতি দেখিয়া জোলা আস্তে আস্তে কয়, জুলী সচা করি ক, তুই মোক ফাকশা কথা কলু! বাইসসাকালে ডাইরকা, পুঁটি, চ্যাঙ, চেংটি মাছ যেমন ঢোরকা ঠুসিত ফান্দোত পরে তেমনে জুলীর অবস্থা। জুলী ফোঁসফোঁসে কান্দি কান্দি কয়, হ্যাঁ সচায় মুই এক-কুড়ি দুইখান পিঠা ভাজিচুং, তোমরা তো আন্দোনঘর আইসেন নাই, তা পিঠাগিলা ক্যাং করি গনিলেন? জোলা মুচকি মুচকি হাসি কয়, মোর জানা আচে জুলী, সব হাতের নগুলোত, উটকনের গননা, ঘাইন দিলে সব ব্যারে যায়। জুলী জোলার কথা ভাল করি বুঝির না পায়া আলন্দে আত্মহারা হয়া কয়, ওরে মাও, তোমরা তো ভালে গননা জানেন! পরের দিন জুলী পিঠা নিয়া ধনীর বাড়িত যেয়া কথার সূরে সূরে কয়, হামার জোলা কিন্তু ভালে গননা জানে। ধনী বুড়াকোনা তা কয়, জুলী তুই বাড়ি যায়া জোলাক হামার বাড়ি গননা করির প্যাঠে দে, যদি উয়ার গননা ঠিক হয়, সোনা-দানাগিলা যদি ফিরি পাওয়া যায় তোমাকাও বকশিস দিমো! বকশিসের কথা শুনিয়া জুলী ধনীবুড়াকোনার

মুখের ভীতি দেখিয়া কয় এলায় প্যাঠে দেং। কমরের আঞ্চলখান একেনা টান করি বান্দিয়া জুলী হম হম করি বাড়ি ভীতি আইসে। জোলা স্যাগালু গাড়ির বাদে ভুঁইবাড়িখানোত হাল জোতেয়া মই দিয়ার ধইরচিল, জুলীক হনহনে আইসা দেখিয়া কয়, কি হইল জুলী? এত তাড়াতাড়ি ধনীর বাড়ি থাকি আসিলু, সব ঠিক আচে তো?

হালখান ভুইবাড়িখানের অইন্যবাতাত পৌঁছায়। জুলীর হেদি হালখান ফিরি আসিলে জুলী কয়, উমুরা তোমাক শিগগির ড্যাকাইল! জোলা গরুদুইটাক 'হ--হ' করিয়া থামেয়া জুলীর গোরোত আসিয়া কয়, উমুরা ফির কায়?

জোলা ভুঁইবাড়ীর দুবা-ঘাস আর চ্যাপ্টা ঘাসের ওসাড় আইলটাত পাও ম্যালে দিয়া বইসে, জুলীও জোলার থাকি অল্পে একেনা দুরোত আইলের দাতিত বসিয়া কয়, উমুরা আরো কায়-ধনীবুড়া তোমাক খমকায় করি এলায় ড্যাকাইল! জোলা কয়, আচ্ছা, কিন্তু ক্যানেরে মোক খমকায় করি ড্যাকায়! কারনটা কি? উমার পাইসা যেটা ধার নিচিলোং সেটাতো শোধ কইরছি, হামারতো এলা কোনো রিন নাই। জুলী কয়, তোমরা খালি রিন-ধার শোধ করা এইল্লা নিয়ায় ভাবেন। তারপর জুলী জোলার একেনা বগলোত চাপিয়া কয়, জানেন মুই আজিকা ধনীর বাড়িত সগগারে আগোত কচুং তোমরা ভাল গননা জানেন, তায় শুনিয়া ধনীবুড়াকোনা মোক তোমাক ড্যাকের জইন্যে প্যাঠে দেইল। জোলা জুলীর চউখের ভীতি দেখিয়া কয়, তা তুই মোক মারবু রে জুলী, মুই গননা কোটে জানোং! জুলী চউখগিলা একেনা ভটোলা ভটোলা করি এক্কেবারে মিষ্টি সাদার নাকান সহজ সরল মন নিয়া কয়, ক্যা কাইলকা যে তোমরা না দেখিয়ায় পিটা গননা কইরলেন! জোলা জুলীর সহজ সরল মনটাত আর দুঃখ দিয়ার না চায়া কয়, চল তাহইলে দুইঝনে গননা করির যাই! জুলী কয়, মুই ক্যানে যাং, তোমরা গননা জানেন তোমরা যাইবেন, হ্যাঁ আর শুনো যদি উমার সোনা-দানা হদিস দিয়ার পান, ধনীবুড়াকোনা কিন্তু বকশিস দিবে। জোলা হালের গরুদুইটা খুলি দিয়া বগলের ঘাস-আলা জমিখানোত বান্দিয়া মই আর জোঙ্গালখান ঘাড়োত নিয়া বাড়ি আইসে। এক টুকুনি জল ঢোকে ঢোকে এক নিক্কাশে শ্যাষ করিয়া জোলা জুলীক কয়, তুই ধনীর বাড়ি যেয়া ক, মুই সইন্দ্যার সমায় আসিম!

আগিনাখানোত ন্যাটাপাড়ি বসিয়া জোলা মনে মনে ভাবে কি জ্বালাত ফ্যালে দেইল উয়ার জুলী, এলা যদি উমায় কয় 'উমায় গননা না জানে' তাহইলে জুলী ধনীর বাড়িত সগারে নজরোত ছোটো হয়া যাইবে, তাছাড়া জোলা নিজেই জুলীর কাছোত ক্যাং করি মুখখান দেখাইবে, জুলী খিব সহজ সরল, কোনো মিস্তা কতা কওয়ার জানে না, জুলীর মুখখান জোলার সামনে ভাসি উঠে, সেই নরম, কোমল, তুলতুলা, টুকটুকা গাল, কপাল, ঠিনঠিনা নাক, তার উপুরা সাদা কালা মায়াবী দুইটা সমুদ্রের নাকান চউখ, জোলা সেই চউখের তলানির যে অমূল্য রতন সেই রতন জুলীর কাছ থাকি কোনোদিন হারে যাওয়ার দিবে না-এইল্লা নানান ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে জোলা আগিনাখানোত হালুয়া পেন্টিটা দিয়া ঘাইন

দেয়, জোলা একবার মাথা চুলকায়, আর একবার কপাল নাড়ে, অইন্যবার কান ঘোড়ঘোড়ায় কিন্তু জোলা আর বুদ্ধি খুঁজি পায় না, ক্যাং করি ধনীর বাড়ির সেই হারে যাওয়া সোনা-দানা খুঁজি ব্যার করিবে। আগিনাখানোত ন্যাটা পাড়ি বসি আচিলো জোলা, চিন্তার ঘোরে ঘরের সাইঞ্চাখানোত হেলানি দিয়া, মাথাটা ছ্যাচার বেড়াত আস্টেয়া জোলা যে কোনভালা নিন্দোতে নাক ড্যাকির ধরিচে বুঝিরে পায় নাই। জুলী ধনীর বাড়ি থাকি ফিরি আসিয়া দূর থাকি জোলাক এমন অবস্থাত দেখিয়া ঠস খায়া চিকিরি উঠে, ওরে মাকরু, বাপ রে তোমার কি হইল? জুলীর চিকিরন শুনিয়া জোলা ধড়পড়ে উঠিয়া কয়, কি হইল? জুলী হয়, কি আর হইল? তোমরা ক্যামন এলাং গাওটাও হাতপাং নাই ধোন-হালবাড়ি থাকি আসিয়া এলাং অনতোনে আচেন, কিছু এলাং খানও নাই, কটটা একটা বেলা হইচে। আইসো চাইরটা গুণ্ডা চিড়া খাও। জুলী আন্দোনঘর থাকি চিড়ার বইলোমটা নিয়া আইসে, ঘটি থাকি দই বিরকায়, আটিয়া কলা আর নালী গুড়- জোলা হাতপাং ধুইয়া মনের হাউসে গুণ্ডা চিড়া খায় আর জুলীকো খাওয়ার কয়, জুলী এলায় খাওয়ার না চাইলে নিজে হাত দিয়া জুলীক একগাস খোয়া দেয়। জুলী শরম খায়া কয়, দিনোত অ্যাং করি ভাত-টাত খোয়া না দেন! মানশি দেখিলে কি কইবে? জোলা মুচকি হাসিয়া কয়, ধুর থোতো তোর মাইনশের কথা! কি কয় কইবে, তুই মোর নিজের বউ! মাইনশের বা কি কওয়ার আচে! জোলা কাসার গ্লাস থাকি গামলাটাত জললা ঢালিয়া সবগিলা চিড়া-জল সোততে-সোসশে চুষি খায়া জুলীর ভীতি দেখি কয়, আচ্ছা জুলী মোর গননা যদি ঠিক না হয়! মানে মুই যদি সেই ধনীর বাড়ির সোনা-দানা গননা করি ব্যার করির না পাং' জোলা আরো কিছু কইল হয়, তার আগোতে জুলী কয়, তোমার এইল্লা কথা? কত গনকদার আসিয়া না ফেল হইল, আর তাতে কি হইল? হামরা তো উমার প্রায় নিজেরে মানুষ, আজিকা উমুরা বিপদে পরিচে, বেটির বিয়াও, তোমরা গননা করি যদি কিছু একটা করির পান তো খিব ভাল কথা! আর নাহইলে উমুরা নাকি বিদ্যাশ থাকি ভাড়া করি গণকদাড় আনিবে। দুপুরার খাওয়া-দাওয়া সারিয়া জোলা বেলা ডুবোং ডুবোং সময়ে আইসপে না আইসপে করিতে করিতে ধনীর বাড়িত যেয়া পোঁছায়। ধনীবুড়াকোনা জোলাক দেখিয়া খুশি হয়া কয়, আরে জোলা তুই গননা জানিস আর হামরায় পাশের বাড়ির মানশিগিলা তা জানি না। জোলা মাথা নিচা করি কয়, কি আর কইম সব উটকোনের খেলা! মাও সরস্বতী আর হনুমানী সাধনের ফল! ধনীবুড়া কোনা জোলার ভীতি দেখিতে দেখিতে একেনা ভয়ে ভয়ে কয়, ঠিক আছে বাহে! দেখ যদি কিছু একটা করি হামার সোনা-রুপা গিলা ফিরি পাওয়া যায়! বেটির বিয়ার দায় আর এই কম সময়ে এত টাকায় বা কোটে জোগাড় করা যায় - তাছাড়া সেই হামার বুড়ী কোনারও গালার চন্দ্র মালা, কবজ, ক্ষারু, কান-পাটি সেইগিলাও নিয়া গেইচে বাহে! মোর তো সন্দেহ হয় বাড়িরে কোনো মানশি এই কাজোত হাত-টাত আচে।

ধনীবুড়াকোনার কথা শুনিয়া জোলার মনের সেই সন্দেহের ম্যাঘ দূর হয়, জোলা মনে মনে ভাবে হ্যাঁ সচায় তো বাড়ির কোনো মানুষের হাত না থাকিলে এই চুরি হওয়ার পাইবে না। জোলা মনে মনে সেই বাড়ির চোরোক ধরার জইন্যে ফান পাতে। জোলা বাড়ির হেদি হুদি দ্যাখে, আগিলা বাড়ি পাচিলা বাড়ি ঝোক দুবোর, আগ দুবোর, পাচ দুবোর ভাল করিয়া দ্যাখে, সোনা কোন জাগাত আচিলো সেইল্লা সব ভাল করি শুনি নেয়। বাড়িত কায় কায় আইসে, কিছুদিন আগোত কোন সাগাই বাড়ি আসিছিলো, কামলা-টামলা, মাসরা-টাসরা সগারে নাম এক এক করি শুনি নেয় আর হাতের উটকোনটা আকাশোত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কি কি যেন মন্ত্রের নাকান করি উচ্চারন করে। জোলা ধনীবুড়াকোনাক কানোত ফোঁসফোসেয়া কয়, আচ্ছা ধনীর বেটা! তোমরা কি কাকো সন্দেহ করেন?

বুড়াকোনা ফোঁসফোসেয়া কয়, কি আর কইম বাহে, কওয়াও যায় না-তা মোর মনে হয় বড় বৌমা আর মাঝিলা বউমা ফন্দি করিয়া এই কাজটা করিছে! জোলা ধনীবুড়াকোনার কথা শুনিয়া মাথা টোকটোকায়। ভালে কয়টা ছাওয়া, বেটিছাওয়া আর টারিবাড়ির চ্যাংড়া, ব্যাটাছাওয়াও জোলার গননা দেখির জইন্য ভিড় করি হেদি হুদি হাটা-হাটি করে আর মস্তবড় আগিনাখান যেমন ম্যালা বাড়ি নাগি গেইচে। জোলা উপস্থিত সউগ মানশিগিলাক দ্যাখে, তারমধ্যে দুই চার ঝন চুল্লুত চাল্লাত বিলাইয়ের আর কুকুরের কান! জোলা ধনীবুড়াকোনার সাথে একেলায় চুপচাপ বাড়ি থাকি একেনা দুরোত ডারিয়াঘরোত যেয়া বুড়া-কোনার সাথে আলাপ করে। মাঝিলা বউ ডারিয়াঘর আসিয়া বুড়াকোনাক পুচ করে, বাবা আজিকা গননা পূজার জইন্য কি কি নাগিবে?

বুড়াকোনা কয়, যখন দরকার তখন এলায় জানামো। মাঝিলা বউ কয়, বড় জাও দিদি মোক পাঠাইল তো তায় পুচ করির আসিলুং। বুড়াকোনা জোলাক কয়, দেখছিস! হামরা দুইঝনে কি আলোচনা করি সেইটা জানার জইন্যে ছল-বল- কৌশল! জোলা বুঝির পায় ডারিয়া-ঘরের বায়রা দুই-চাইরঝন মানশি হেদি হুদি হাটা-চলা ফেরা করির ধরিছে। জোলার মনের সন্দেহ দূর হয়, উমায় ভাবে চোর আর বেশী দূর থাকি আইসে নাই-আজিকা সগারে মাঝতে উপস্থিত আচে। কিন্তু ক্যাং করি উমার নাম বুঝা যাইবে? জোলা কিছু ভাবির না পায়া ধনীবুড়াকোনাক কয়, সইন্দা উত্রি গেইল, গণনার পূজার বস্তু-সামগ্রীর জোগান দেও!

ধনীবুড়াকোনা আর জোলা ডারিয়াঘর থাকি ব্যার হয়া আগিনাত আইসে। ধনীবুড়াকোনা জিজ্ঞাস করে, আচ্ছা জোলা তোক পূজার জইন্যে কি কি নাগিবে! জোলা কয়, বেশী কিছু নোমায়, পাচ-সাতটা দেওয়াইর, বাঙ্গার শন্তা, একঝুকি মনুয়া কলা, আটিয়া কলা দুই-জোড়া, ধুপ ধুনা, আতপ চাউল, তুলসী পাতা, দুই ঘটি জল, একটা কাসার গিলাস, দুকান কলার নেওয়াইজ, পাচটা ঢোঙ্গল,দই চিড়া, একধারা কোস্টা,পাচ কেজি খাওয়া ত্যাল, একটা সলাই আর বড় একটা কড়াই!

জোলা ধনীবুড়াকোনাক কয়, যে ঘরোত মুই পূজা করিম উয়ার আশে পাশে কাং আইসা চলিবে না। যায় চুপ করি নুকিনুকি পূজা দেখিবে আর উমার যদি কিছু একটা হয়, মানে কিছু অঘটন হয়- তার দায়িত্ব কিন্তু মোর নোমায়! মা সরস্বতী, মা কালী যদি গালা টিপি ধরে মুই কিন্তু দিশা দুবোর দিবার না পাইম।

বুড়াকোনা জোলার কথাগিলা শুনিয়া একেনা ভয়ে ভয়ে কাঁপিয়া কয়, কাং না যাইবে! তারপর বুড়াকনা গালাটা অ্যাকেনা ক্যাকেরেয়া চিকিরি চিকিরি কয়, জোলা আজিকা সারারাতি ডারিয়াঘরোত একেলায় পূজা করিবে, উয়ার গণনা সারারাতি চলিবে, কাং কিন্তু ডারিয়াঘরের অদি যাইবেন না, বাড়ির মানশিই হউক আর টারির মানশিই হউক! জোলা ধনীবুড়াকোনাক আরো কয়, হ্যাঁ আর একটা কথা, মোক কিন্তু কাং ড্যাকাইবেন না! গণনা শ্যাষ হইলে মুই নিজ ইচ্ছায় উঠিম। এই কথা কয়া জোলা ডারিয়াঘরের ভিতিরা ঢুকিয়া কোয়ারিখানের ঠ্যাঙ্গাটা নাগায়। টারিবাড়ির মানশিগিলা এক এক করি নিজ নিজ জাগায় চলি যায়। জোলা ডারিয়াঘরের মাঝিয়াত চটের বস্তাতাত ন্যাটাপাড়ি বসিয়া মনে মনে ভাবে কি যে হইবে? ক্যাং করি গণনা করি চোরের নাম ব্যার করা যাইবে? কত মানুষ এই বাড়িটাত আচে, টারিখানোত কত মানুষ ! যেটে যান সেটে মানুষ, আর সব মানুষের-এ নাম আচে, কারো আচে ডাক নাম, আসল নাম, কাং বা যপে হরি নাম! এই হাজার কুটি নামের মাঝোত জোলা নিজেকে সঙ্গ সাথীহীন! নামে বা কি যায় আইসে, কামে আসল! আর এই গণনা করিয়া আসল চোরের নাম কয়া আসল কাম করির পাইলে তাহইলে জোলার নাম! সইন্ধা উত'রি গেইচে, আজিকা সারা রাতিটা জোলারটে আচে, তারপর কালি সকালে কত ধানে কত চাউল আচে তা বুঝা যাইবে, জোলার উটকোনের ঘাইনের গণনা জুলীর চউখে গণনা অইন্যের চউখে হইবে অবমাননা, জোলা জুলীর লাঞ্ছনা! এই নানান কথা ভাবিতে ভাবিতে জোলা দেওয়াইরের সন্টাটা একানা বাড়ে দেয়, বোতল থাকি একেনা ত্যাল ঢালি দেয়, বাতিকনা ত্যাল পায়া আরো ভই ভই করি জ্বলি উঠে, জোলা ডারিয়াঘরের ভিতিরার জিনিসগিলা আরো ভাল করি দেখির পায়। বড় চাংড়াখানের এককনাত কোস্টার ভীতি জোলার নজর যায়, ধরপড়ে বস্তাটা থাকি উঠিয়া জোলা কোস্টাগিলা নীচোত নিয়া আইসে, উটকোণটার বাণ খুলিয়া কোস্টা নিয়া বড় বড় ন্যাংড়া পাকের ধরে। উটকোনটা ঘুরায় আর জোলা মনে মনে বির বির করে, সচায় যদি গণনা করি সেই স্যাচেরা চোরের নাম ব্যার করির পালুং হয়, এই দড়ি দিয়া উয়ার কমর বান্দিয়া গাছোত লটকেয়া পাইতাল করিয়া হাড্ডাফাটা কোবানটা দিলুং হয়। তারপর জোলা মিচাং মিচাং করি উটকোনটা মাথার উপুরা ঘুরায় আর কয়, ওম নমং ধোপাই নমং, ঢোলাই নমং, গণনা সারং, নিন যাং, গালা টিপং, দড়ি বান্দং!

ন্যাংড়া পাকাইতে পাকাইতে জোলার হাত ঝিঞ্জি নাগে, প্যাটের ভোগ আস্তে আস্তে মাথাত উঠে, জুলীর কথা মনে পরে, বাড়ির কথা মনে পড়ে, বাড়িত থাকিলে এতক্ষণে রাইতের ভাত টাত খায়া একে বিচিনায় জুলীর সাথে সুখ দুঃখের গল্প করিতে করিতে ঘুমের

ভোরে নাক ডাকা শুরু হইল হয়। আজিকা খালি এই দুই এক ঘন্টা যেনে দুই নাত্তির নাকান মনে হওয়ার ধরিচে, সারা রাতিটা এলাং পরি আচে, জোলা চটের বস্তাটা থাকি উঠিয়া মাঝিয়াখানের হেদি হুদি একেনা খালি পায়ে পায়চারি করে, হাতোত সময় আচে কি করিবে, কোনোটাতেও মন নাগে না, বাঁশের চাংড়াখানের ফালাগুলা গনে, দুই কুড়ি ছয় খান! চাংড়াখানের দড়িগুলা খিব ঢিলা হইচে, দুইএকান ফালার বাণ হসকি গেইচে, জোলা ভাবে কি আর করা যায়, গণনা তো ঠিক হইবে না, আজিকা এই নাত্তিটাত কমপক্ষে দড়িপাকেয়া যদি চাংখান ভাল করি টাইট করি বান্দোং কম পক্ষে ধনীবুড়াকোনা খুশি না হইলেও হয়তবা রাগটাগ একেনা কমিবে। জোলা আবার উটকোনটা নিয়া দড়ি পাকায়। ভাল্লেখান ধরি দড়ি পাকাইতে পাকাইতে জোলা হাপসি যায়, এদি নিন্দ ধরে আর প্যাটোতে ভোগ, দুই একবার নিন্দে টুপে। খাড়া হয়া চাংড়ার ফালাগুলা বান্দে আর ফাও ফাও কয়, কোটে তোর নিন্দ আর টুপু, বেশী বাড়াবাড়ি করেন না, ফালার সথে সথে তোমাকো বান্দিম, এলাং সারা রাতি বাঁচি আচে, যদি বেশী ফক্কর দেখান খাওয়া ত্যাল আর কড়াইতো আচে, গরম ত্যালোত নিন্দ আর টুপুর ভাজা করিম।

ডারিয়াঘরের ছ্যাচার ব্যাড়ার ফাঁক দিয়া কায়বা চুপি চুপি জোলার এই কাণ্ডকীর্তি দেখির ধইরছিল। জোলার কথা শুনিয়া আস্তে আস্তে ফোঁসফোঁসেয়া ভয় ভয় করি কয়, জোলাদা জোলাদা কোয়ারিখান খোলো তোমাক একটা কথা কই?

জোলা কয়, হ্যাঁ তোমরা এটে ক্যানে আসিলেন? মোর গণনা যে সর্বনাশ হয়া গেইল! তারপর একেনা কি ভাবিয়া জোলা কয়, আচ্ছা তোমরা তা কায়? ডারিয়াঘরের ছ্যাচার ব্যাড়ার ওপাক থাকি জবাব আইসে, মুই নিন্দ আর মোর সথে টুপুও আইসছে। জোলা কোয়রিখান খুলি দেয়, নিন্দ আর টুপু জোলার ঠ্যাং ধরি মাপ চায় আর কয়, জোলা দা সচায় করি তোমরা কি চোরোক বান্দিবেন আর কড়াইর ত্যালোত ভাজিবেন? জোলা কয়, হ্যাঁ যদি আজিকা নাতি বারোটার মইধ্যে চুরি স্বীকার না করে তাহইলে তেমনটায় হইবে।

জোলা চুপ করি থাকে, নিন্দো আর টিপো চুপ করি জোলার কাণ্ড কীর্তি দেখির নাগিছে। জোলা বুঝির পায় না কি করিবে! ভোগও নাগিচে, নিন্দো ধরিচে। জোলা ভোগ নিন কাটেবার বাদে তারপর উটকোনটা নিয়া মাথার উপুরা ঘুরায়। ঘুরাইতে ঘুরাইতে হঠাৎ করি থামেয়া উটকোনটা নিয়া মাটিত ঘাইন দেয়, মনে মনে মন্তর জপে, সেই মন্তর জোলা নিজেও জানে না। সাক্ষাৎ শ্রী সরস্বতী আর হনূমানের কথা কয়া, ভাত খাওয়া হাত দিয়া নিজের দুইগালোত দুই চড় মারে আর চিকিরি কয়, নিন্দো ও মইরবে আর টুপোও মরিবে! জোলার এমন রং-চং ভঙ্গিমা দেখিয়া নিন্দ টিপো সচায় সচায় ভয় খায়, নিন্দো কয়, জোলাদা সোনা-রুপা কিন্তু হামরা নুকি থুচি, হামরা কিন্তু আসল চোর নোমাই! সোনা কোটে নুকি থোয়া আচে সেইটা কয়া দিমো তোমরা যদি হামাক কথা দেন যে তোমরা হামার নাম না নিবেন!

জোলা কয়, নিন্দো ও বাঁচিবে, টুপো ও বাঁচিবে যদি ব্যার হয় সোনা, আর সোনা না ব্যারিলে আচে না গরম ত্যাল আর ন্যাংরাকোনা! টুপো কয়, নিশ্চয় ব্যারাইবে জোলাদা, ধনীরবাড়ির দক্ষিণে যে একান জাতি তাঙ্কুবাড়ি আচে, উয়ার কোনাত একটা পাইটকা ছুয়া আচে, সেই ছুয়ার নীচোত একটা প্লাটিকের ব্যাগোত সোনা-দানাগিলা টোপলা করা আচে। নিন্দ আর টুপো উমার নাম যাতে কাং না জানে এই জইন্যে বার বার কাকুতি মিনতি করে, জোলা ভরসা দেয় 'সাপো মরিবে নাটিও না ভাঙ্গিবে'! রাতি আর বেশী নাই, ঘেচু পকি ডাক আর কইতোরের বাক বাক বাক্কাবাকুম শুনিয়া মনে হয় আর এক পোহোর কাটিলে রাতি পোহাইবে। নিন্দো আর টুপু ডারিয়া ঘর থাকি সুই সুই করি ব্যারে যায়, মাটির দেওয়ারিটাত ত্যাল প্রায় শুকি গেইচে, সন্টাটা টিপং টিপং করি জ্বলে। জোলা মনুয়া কলা দুইটা ঘাক্কাস ঘাক্কাস করি খায়, শুকান ধানচিড়া আর দুইমুঠ নিয়া চোবায় আর তুলসীপাতা রাখা কাসার জলের গ্লাস থাকি দুইঢোক জল খায়া চাংড়াখানোত যেয়া কড্ডি পরে।

রাতি পোহাইচে! ব্যালা উঠিছে।কোটেকার মানুষ কোটে যায়, তাও আর জোলা নিন থাকি উঠে না। ধনীর বাড়ির খলামবাড়িত ম্যালা মানশি জড় হইচে, ভিতিরা বাড়িত বউ জিউ সাগাই সোদর সগায় জোলার গণনার বাদে বাস্তেয়া আচে, কি হইল? সোনা কায় নিগাইচে, কোটে পাওয়া যাইবে? মাইনশের মনোত নানান প্রশ্ন! ধনীবুড়াকোনা মাইনশিগিলাক কয়, জোলা যখন গণনা করি উঠিবে তখন এলায় আইসেন বাহে, বেশী চিকিরা চিকিরি করেন না, হ্যাঁ কাং কিন্তু ভুল করিয়াও ডারিয়াঘরের ভীতি যান না। ভিড় করা মানশিগিলা আস্তে আস্তে পাতালা হয়, সগারে কাজোত সগায় যায়, কিন্তু মন পরি থাকে সেই জোলার গননাত! এদি সকাল দশটা বাজে তাও আর জোলা গণনা করি উঠে না। ধনীবুড়াকোনা বাড়ির মাসরাটাক ডারিয়াঘরোত যেয়া জোলার খবর নিয়ার কয়। যাদুবিদ্যা মন্ত্র তন্ত্রের ভয়ে মাসরাটা কয়, মুই উয়াক ড্যাকে তোলোং আর মোর যদি কিছু একটা অঘটন হয়, জোলা কিন্তু কালিকা উয়াক ড্যাকে তোলা মানা করিছে।

দুপুর বারোটা ত্যাং কোনো জোলার সাড়ি-শব্দ নাই, জুলীর মনোত চিন্তা, কিছু আবার অঘটন তো ঘটে নাই, জোলা ক্যামন এলাং উঠে নাই, জুলী ধনীবুড়াকোনার অনুমতি নিয়া জোলাক ড্যাকেবার যাওয়ার ধইরচে এমন সময় বুড়াকোনা জুলীক কয়, জুলী বাহে তুই রইস, মুই জোলাক ড্যাকে তোলোং, মোর তো চাইর কাল আর শ্যাষের পথে, যদি কিছু হয় তা মোরে হউক, এই কয়া বুড়াকোনা নাটিটা ঠোকঠকেয়া সাদাধুতিটার কোনাখান ভাল করি কমরোত গোঞ্জেয়া ডারিয়াঘরের ভীতি যায়। ছাওয়া-গিলা বাইসসার জলের নাকান সোসসে বুড়াকোনার পাচোত আসিলে, বুড়াকোনা একেনা থামিয়া নাটিটা দিয়া ইশিরা করে যাতে কাং আর আগে না আইসে।

ডারিয়াঘরের কোয়াইরখানের গোরোত আসিয়া ধনীবুড়াকোনা জোলাক ড্যাকাইবে কি না ড্যাকাইবে একেনা ভাবে, তারপর নাটিটা ঘাড়ের উপুরাত নিয়া বাঁশের কোয়াইরখানোত

আস্তে আস্তে ঘুতায় আর জোলা জোলা জোলা করি ড্যাকায়! জোলা তাও থিত পায় না। বুড়াকোনা নাটিটা ঘাড় থাকি নীচোত নামেয়া কোয়াইরখানোত ফাঁক দিয়া ডারিয়াঘরের চাংড়াখানের ভীতি দ্যাখে আর ধুপ ধুপ করি চাইর-পাঁচটা ডাঙ্গায় আর কয়, ও বাহে গণকের বেটা, বেলা বোধায় গড়ি যায় বাহে, এলাং ক্যামন তোমরা উঠেন না !

বুড়াকোনার চিকিরন আর কোয়াইরের ধুপ ধুপ শব্দতে জোলার কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গে। জোলা ধড়পড়েয়া উঠিয়া চাংড়াখানোত বইসে, মা জননী পৃথিবী মাতাত ঠ্যাং থুইয়ার আগোত মাটিখান ছুঁইয়া ভক্তি দিয়া কয়, মাপ করেন মা জননী, মুই তোমারে সন্তান, তোমারে কোলাত ঠ্যাং রাখিলুং। বুড়াকোনা কোয়াইরের ফাঁক দিয়া জোলাক নিঃশব্দে দ্যাখে। জোলা কোয়াইরের ডান্টাটা খুলিয়া ধনীবুড়াকোনাক কয়, আর অল্প একেনা দেরী করির পাইলেন হয় বাহে, সবে ঠিক আচে, পাচ মিনিট অপেক্ষা করিলে চোরের নাম, বংশ-টংশের ঠিকিনা পর্যন্ত পাওয়া গেলো হয়।

ধনীবুড়াকোনা কয়, আচ্ছা সোনা-দানাগিলা কি ফিরি পামো? জোলা কয়, নিশ্চয় পাইবেন! জোলা ধনীবুড়াকোনার কানে কানে সোনা-দানার ঠিকিনা কয়া দেয়। সোনা দানা উদ্ধার হয়। নিন্দো ও বাঁচে টুপূও বাঁচে, বাঁচে আসল চোর আর জোলা।

ধনীর বাড়িত খুশির মহল। জোলা জুলী ম্যালা দান-দক্ষিনা আর কথামত বকশিস পায়। জোলার গণনার কাহিনী গ্রামে গঞ্জে ছড়ি পড়ে। জুলী মন খুলি হাসে আর সগাকে কয়, মুই না কচুং হামার জোলা ভাল গণনা জানে! তোমরা যে কাঙ্গয় বিশ্বাস করেন না! দেখিলেনতো এলা জোলার গননাগিরি! উমায় পিঠা না দেখিয়ায় কয় মুই এক কুড়ি দুকান পিঠা ভাজিজুং এইটা কি কম কথা!

With Best Complements from -

Maa Nursing Home

Pranami mandir Road,

P.O.- BIRPARA, P.S.- BIRPARA,

BIRPARA - 735204

Contact : 8972472027

গল্প-১৯

নুন

প্রশান্ত কুমার রায়

মনের কষ্টতে বুকের ভিতরা খান চিনচিন করে বিষির ধরিল সৌনকের। রাগে ভোম হয়া তরকারির বাটিটা ঝটকা মারি ফেলে দিল। সিমেন্টের ঘোলা দেওয়া পাকাত খালি বাটিটা ঝিন ঝিন করি বাজির ধরিল।

ছাট নোটাফেলার ভিটা বাড়ি ছাড়ি টাউন আইসার পর থাকি সৌনকের মেজাজটা খাঙখাঙা হঞা আছে। বাপ-মাও, ভাই-ভাস্তি, পুস মাসের আদর মাখা জার; সগাকে ছাড়ি কুচবিহার চলি আইসা খাইল। বাটির শব্দ শুনি আন্দোনঘর হাতে দৌড়ি আসিল প্রিয়াঙ্কা। ভাতের থালত জল ঢালি দিল সৌনক। প্রিয়াঙ্কার আকপাকে মুখখান ব্যাক্টেয়া গোদর গোদর কইরতে কইরতে ঘর থাকি বিরি গেইল।

টেবিলোত মেদরা করি থোয়া ছুয়াগিলা প্রিয়াঙ্কার ভিতি তাকে রয়। নালানুটা সংসারের কিচ্চা শোনের চায়। প্রিয়াঙ্কা টপটপে ছুয়া কুড়িয়া রান্দনঘরের ভিতি যায়। একনা পাছোতে ছোট ব্যাটা ডেভিড স্কুল হাতে আসি খাবার চাইবে। তায় আন্দোন জোড়ে। ডেভিড ছোট, এলাও ঝাল খাওয়া নাই শেখে। তায় উঞার বাদে অলগ করি ঝাল ছাড়া তকারি আন্দে। আজি তিন দিন হইল প্রিয়াঙ্কার ঘর উমার সোনার সংসার ছাড়ি টাউন আইচ্চে। সেই শোকে প্রিয়াঙ্কা এলাও মুখত অন্ন তুলে নাই। জলমুড়ি খায়া আছে। সৌনকের সে ভিতি হুস নাই। সৌনকও যে একে নাকান যন্ত্রনা উবি বেড়ায়, প্রিয়াঙ্কা সেকনা বোঝে।

'পুবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, উত্তরে গুয়া, দক্ষিনে ধুয়া' দেশি প্রবাদ অনুযায়ী দেশী মাইনসের বাস্তবাড়ি এই নাকান হয়। বাড়ির পুবপাকে দীঘি, পশ্চিম পাকে বাঁশ বাগান,উত্তর পাকে গুয়ার গছ আর দক্ষিণ পাক থাকিবে একদম ফাকা যাতে গোটায় দিন রইদ আইসে। প্রিয়াঙ্কার ঘরের বাড়িও এই নাকানে সুন্দর। পুব পাকের ডাঙর ঘাটা দীঘলটারি বুলি গেইচে। ডাঙর ঘাটা থাকি দিঘি পার হয়া আসি উমার পুব দুয়ারী বাড়ি। চাইরোপাকে ঘর মইদ্যেই আইগনা। উত্তরের বড়ো ঘরোত প্রিয়াঙ্কার ঘর রইচে। পুবপাকের খুটার দোতলা ঘরত রইচে বাবা মাও আর ভাইএর ঘর। পশ্চিম পাকে আন্দোনঘর আর দক্ষিণে গোলাঘর। দোতলা ঘরের পুবপাকে উমার আইগদোবাড়ি। আইগদোবাড়ির উত্তর পাকে কালী আর বিষহরির থান। দক্ষিণে গোয়ালি ঘর আর ডারিঘর। এই ডারিঘরত কত যে দোতরা পালার আসর বসিচে তার হিসাব জানে জোসনা আতি। উমার বাড়ির ডাঙর পরব নয়া খাওয়া। গোটায় গেরাম আরো সাগাই সোদর মিলিয়া জৈ জোগারে জলোলৈ পরব। এই ভৈ ভইয়া সংসারের মুল থাম্বা আছিলো সৌনক প্রিয়াঙ্কা।

সেদিন আছিলো কাটামারি। সৌনকের বাবা উমার গেরামের স্কুলের হেড মাস্টার। হরেন মাস্টার কইলে এক ডাকে সগায় চেনে। দীঘল দেহা, ধুতি পিন্দে। চোখে মুখে বড়োলোকি ভাব। সেদিন বেলাভাটিত দোতলার পুব পাকের বারান্দাত বসি গরু ঘর করা দেখে আর কি বান ভাবে। সৌনক দিঘিত গাও ধুইয়া আইগদোবাড়ি দিয়া যাবার সমে উপরা থাকি হরেন মাস্টার কইল-

বা একনা উপরা আইসেক তো তোর সুদে কয়টা কতা কং।

সৌনক পেন্দোনের জ্যাবজ্যাবা নাগা ভিজা কাপড় চিপিয়া কইল-

-রইস বা কাপড়খান বদলে আইসোং।

-আয় তা।

অগলে বগলে জঙ্গল বাড়িত ঝি ঝি পোকার ড্যাক আরো ঘুটঘুটা আন্ধার গোটায় সইন্ধ্যাখান গিলি খাবার চায়। সৌনক আইগনার আন্ধার পার হয়া উয়ার বাবার অটি যায়। সৌনকের ভিতি দেকিয়া হরেন মাস্টার কইল-

- যুগ বদলির ধইচ্চে বা।

- হয় তো বা।

-হামাকো যুগের সুদে আগ বারে যাওয়া খাইবে।

বাবা হুট করি এইল্লা কতা ক্যা কয় বুঝির না পায়। কুল্লায় কতাতে মাতা টোকটোকে হ্যাসারি দেয়।

- মুই ভাইবচোং কী তোর বড়ো ব্যাটাটাতো শালমারা হাই স্কুলোত পড়ির ধইচ্চে। উয়ায় এটি পড়ুক আর ছোটো টাক টাউনের স্কুলোত পড়াই?

-টাউনের স্কুলোত!!

- তুই আর বৌমা দোনোজনে টাউনোত থাকিবেন।

- টাউন যায়া অপথপত কোটে কী করিমো বা?

- চিন্তা না করিস। টাউনোত আজুর বাড়ি থাকি তোর মাক যে জমি দিছে অটি প্লাস্কিন করা ঘর তোলা আছে তোমরা অটে থাকিবেন।

এই কতা শুনিয়া সৌনকের বুকের ভিতিরা থাকি থাকি ভৈচাল উটে। বাবার ঘর থাকি বিরি প্রিয়াঙ্কাক যায়া কতালা পাড়িলেক। এইল্লা শুনি প্রিয়াঙ্কার বুকখান ভয়োতে ফাংফাঙা হয়া গেইল।

কনেক পাছোত পুবের ঘরোত চেকরোন ডোকরোন শুনি সৌনক আর প্রিয়াঙ্কা দৌড়ি যায়। আংডাল থাকি শুনিল ছোট ভাই উয়ার বাবাক গিসসি উটি কতা কবার ধইচ্চে।

- শোগ দেওয়ানিগিরি না বদদায় করে, এলা টাউনের জমিখানো উয়াকে দিলু! এই কতা শুনি সৌনক আর প্রিয়াঙ্কা ঘর সোন্দাইল। গৌরব ভাবির নাই পাই এই সমায় উমরা আসিবে। সৌনক গৌরবের ভিতি চায়া কইল - কী কবার চাইস ছোট?

- ভালে হইল তুই আসিলু। তোর দেওয়ানিগিরি আর না নাগে। মোর জমি মোক বুঝি দেও। মুই জুদা খাইম!

- ব্যাগল খাবার কতা কইতে তোর একবারো বুক কাপিল না?

- কিসের অটি বুক কাপে? মুই আংডাল থাকি তোমারলার কারসাজি শোগে শুনিচোং হরেন মাস্টার চেয়ার থাকি উটি গৈরবের গালোত ঠাসে চর মারে। গৌরব রাগে ভোম হয়া ঘর থাকি বিরি গেইল। হরেন মাস্টার অসহায় চকু দুকনা নিয়া সৌনকের ভিতি তাকে রয়। সৌনক কান্দন কান্দন হয়া পুছ করে-

- উয়ার কী হইচে বা?

- না জানোং বা, এক মাস থাকি উমায় এই জুদা খাবার গান জুড়িছে।

-উয়ার মাতাত এইল্লা কায় ঢুকাইল?

-কায় জানে বা! এইল্লা ক্যাচাল যাতে না হয়, তারে বাদে তোমাক টাউন পাটে দিবার বুদ্ধি করনুং।

- আমরা টাউন গেইলে কী হইবে?

- জানিসে তো, মানষি দাত থাকিতে দাতের মর্ম না বোঝে।

- হুম!

- তুই বড়োভাই হয়া কতো পরিশ্রম করি সগাকে ভালে রাখছিস সেইটা তো মুই জানোং বা।

'ও বা' কয়া সৌনক কান্দির ধরিল। হরেন মাস্টার সৌনকক সাপ্টে ধরি পিটি সোত্তে কইল - না কান্দিস বা, মুই ভাইবচোং তোমরা টাউন গেইলে ইমায় ইয়ার ভুল বুঝির পাইবে। কিন্তুক উঞায় আংডাল থাকি শুনিয়া সৌগ আউল ঝাউল করি দিল'।

এই ঘটনার দুই দিন পরে সৌনক উয়ার দুই ব্যাটা আর মাঈয়াক ধরি এক কাপড়ে বাড়ি থাকি বিড়ি আইচ্চে। উমরা যে বাড়ি ছাড়ি যাবার ধইরছে কাণ্ডো ট্যার এ নাই পায়।

টাউনোত আসিয়া বিছিনা বালুস থাকি শুরু করি শোগে কেনা খাইচে, যে কয়টা পাইসা হাতোত আছিলো শোগে শ্যাষ। বাড়িত থাকিতে পাইসার চিন্তা না আছিলো। জমিজমা দেখাদেখি করিয়ায় চলিছে। কোনোদিন ভাবিরো নাই পায় এমন দিন আসিবে। তিন দিন হাতে এটে ওটে কামাই অঙ্গে ব্যারেয়াও কোনোও কামাই নাই জোটে।

ছোটো ব্যাটাটাক বান্ধের পাড়োত একনা প্রাইমারি স্কুলোত ভর্তি করাইচে। বড়ো ছাওয়াটাক কোটে কোন স্কুলোত পড়াইবে সে চিন্তা তো আছেয়, ভাইগ্য ভাল একনা থাকার জাগা পাইচে। যেদিন বাড়ি থাকি বিড়ি আচ্চিলো কোটে যাইবে থেয়া না পায়য়া রাজবাড়ির গেটের আকপাকে চাইরোজনে মাউরিয়া ছাওয়ার ঢক করি বসি আছিলো। হুট করি কায় বান রাজা বুলি ডেকাইল। নিজের ড্যাক নাম শুনি চমকি উটিল সৌনক। ফিরি দেকিল একনা বুড়া মানষি হাসি হাসি উমার আকপাকে আসি খাড়া হইল -

রাজা বাবা তোমরা এটি কী করেন?

- তোমরা কায়? চিনির না পালুং!

- মোক তোমরা না চিনিবেন বা, আমরা তোমার প্রজা আছিলোং।

বাংলাদ্যাশ থাকি যেলা ভাইল্লা মানষি এপারোত আসির ধরিল, সেলা সৌনকের ঠাকুবা এই মানষিলাক থাকিবার জাগা দিছিলো,খাবার দিছিলো। সৌনক বুঝির পাইল এই মানষিটা ইমারে মইদ্দে কাণ্ডো হইবে। সৌনক মানষিটার ভিতি চায়া কইল-

- হামার প্রজা তা তোমরা এটি কী করেন?

-আর কননা বা, তোমার ঠাকুবা যে জমি হামাক দিছিলো সেই জমি ধরি হামার ভাইয়ে ভাইয়ে কেচাল হচিলো।

সৌনকের গাও সিঙরি উটিল!

- কী কন কাকা?

- মুই বড়ো ভাই। ছোটো ভাই দুইটাক বাংলাদ্যাশ থাকি কতো তান্না করি এপাকে আইশ্চোং মুঞঃ এ জানোং।

-ছোটো ভাইলা এনং ক্যা হয় কাকা?

- আর কননা বা, মনের দু:খে বাড়ি ছাড়ি আইসলোং। তোমার কাকি আর মুই তোর্ষা নদীর বান্ধের পাড়োত খাসের জমিত ঘর বানে আছি।

- কাকা হামারো একনা থাকার ব্যাবস্থা করি দিবেন?

-তোমার এতো জমিজমা, তোমার আরও কীসের থাকার অভাব?

-মোরো তোমারে ঢক অবস্থা কাকা।

সৌনক সোগ কাথালা খুলি কয়। শ্যাষম্যাষ ঠাকুরদাদার প্রজার বাড়ির বগলোতে মাজিয়া পাকা টিনের ব্যাড়া দেওয়া ভাড়া বাড়ির ব্যাবস্থা হয় উমার।

ডেভিড স্কুল হাতে ফিরি আইসলে ডেভিডোক খাবার খোয়ে খেলা জোড়ে দেয় প্রিয়াঙ্কা। আন্দোনঘর যায়া ভাত বাড়ি নিয়া আসি খাবার বইসে। পইলা গাস ভাত মুখোত দিতে প্রিয়াঙ্কার জিবা কাংকাঙা লবোনোতে পুড়ি যাবার চায়। প্রিয়াঙ্কা যেলা নয়া বৌ হয়া আইসে সেলা কামলা কিষ্যান সহ ষোলো জনের সংসার। নয়া বৌ প্রিয়াঙ্কা অতুলা মানষির আন্দোন থিতে না পায়। সদায় নুন কম হয়। শ্যাপের শ্যাপের আন্দোন খাইতে খাইতে সগায় রাগ খায় বুলিয়া বুড়ি ঠাকুমা কচিলো -

নুন না থাকিলেয় নুনের মর্ম বুঝা যায় না? সগাকে ভালে শিক্ষা দিলু বইন।

ইয়ার পাচে ঠাকুমায় প্রিয়াঙ্কাক গাইড করে। অনেক কষ্টে প্রিয়াঙ্কা তরকারিত পরিমান মতো নুন দিবার শিখে। আজি তরকারির কাংকাঙা নুন খায়া সেই কতালা ফম পড়ি গেইল।

প্রিয়াঙ্কা তরকারির খোড়া আনি তোর্ষার জলত উল্লি দেয়। আন্দনঘর যায়া নয়া করি গ্যাস ধরে তকারি চড়ায়। ভাড়াবাড়ির আন্দোনঘরের জাঙলা দিয়া তোর্ষা নদীর বাও আসি গ্যাসের অঘুন নিবি দিয়া যায়। প্রিয়াঙ্কার মনোত জ্বলে দিয়া যায় পুরান সংসার, পুরান মানষি আর মাটির তলোত কাইচের নুনের বয়ম।

গল্প-১২

কাঁচা পাইসার নোব

পার্থসারথি রায়

সীমান্তের কাঁটাতার বাড়িগুলার চৌহদ্দি থাকি মিটার পঞ্চাশেক দূরে। আইতে-দিনে জওয়ানের ঘরের বুটজুতার খট খট শব্দ কানোত পরে। ওটা উমারগিলার কাচোত আইজকাইল আর কিচ্ছু মনে হয় না। কিন্তুক সেইদিনের মাঝ আইতের ঘটনার পর কয়দিন থাকি আইতোত ঘ্যাচুলের নিন ধরে না। সেই কতা উয়ার খালি ফিকরি ফিকরি মনোত পরির ধইরচে। আর গাও খান বিজলি উটপার নাইগচে।

আইতটা কোনোমতে পার হইল। সকাল ব্যালা ঘ্যাচুল নাঙ্গল দিয়া জমিত হাল বোয়ের যায়। জমিতও মন বইসে না। খানেক পরে উমায় বাড়ি ঘুরি আইসে। উয়ার মনটা খালি উসখুস করে।

বৈকালে টারির খোলামোত বলো, টইল্লা সগায় বসি আছে। টারির জামাই চুলিয়াও অটে সাত দিচে। ঘ্যাচুলোক ঝিম নাগি থাকা দ্যাকিয়া বলো কয়, 'কিরে তোর আইতের ঘোর এলাও কাটে নাই।' ফিরতি ঘ্যাচুল কয়, 'উয়ার পর এই কয়দিন থাকি মনটাত মোর অশান্তি। বাচ্চা ছাওয়া দুইটা ধরিয়া ওই বউটার এ্যালা কি হইবে? আর জুয়ান মানুষটা.....!'

'ক্যা, কি হইচে ?' জামাই চুলিয়া কতার মইদ্যত পুচ করে। বলো জবাব দেয়। বলো কওয়া শুরু করে, "সেদিন তকন নিশাআইত। টারিখান একেবারে নিশুষি। হটাৎ 'ঠ্যাক' 'ঠ্যাক' আওয়াজ হয়। এদিউদি 'ধপ' 'ধপ' দৌড়াদৌড়ির শব্দ। কিন্তুক বায়রা ব্যারা মহাবিপদ। হামরা ঘরের ভিতরাত থাকিয়া হানে ব্যাড়ার ফাক দিয়া বায়রার অবস্তা তাক করার চেষ্টা করি। হামার এটা বুজার বাকি থাকিলনা যে দুই-একটা মাচি শ্যাষ! ভোর ভোর টাইমে ঘটনা খোলসা হয়া যায়। কাঁটাতারের বগলোতে সূর্য মাটিত পড়িয়া আচে। উয়ার শরীলোত গুলির দাগ .....।" কতা শ্যাষ না হইতেই জামাই কওয়া শুরু করে, 'ইয়ার আগোত যে পাচারকারীর ঘরের সাতোত জওয়ানের ঘরের ঝামেলা হইল, তারমানে ওই ঘটনার জ্যার।' তখন বলো কয়, 'আরে আইতোত অটে কি হইচে সেটাতো হামরা দেকি নাই। কিন্তুক, শুনা যায় যে চোরাকারবারীর ঘরের কাজোত বাধা দিবার গেইলে জওয়ানের ঘরোক আক্রমন করা হইচে। তকোন জাহান বাচেবার জইন্যে অগইত্যা পাল্টা গুলি চইলচে। শ্যাষম্যাস যেটা হবার সেইটা হইচে।'

শুনতে শুনতে নম্বা নিকাস ছাড়িয়া ঘ্যাচুল কয়, 'আচ্চা, সূর্য ক্যানে আইতোত ওটে গেইল? উমায়তো ভাল মানুষ। বিড়ি পর্যন্ত খায় না যে মানুষ, তায় ওইল্লা কামোত যায় ক্যাদোন করি? মোর মাতা কাম করির নাইকচে না।' সগারে কতা শুনিয়া জামাই কয়, 'আসলে কাচা পাইসার নোব!' বলো খুঁটি ধরি জানিবার চায়, 'এই কতার মানে?' জামাইয়র জবাব, 'আরে গোটায় দিন খ্যাতোত ঘাম ঝরেয়া কাম করিয়া হানে হাজিরা মাত্র তিন-সাড়েতিন শো টাকা। আর আইতের ব্যালা পাচারের কামোত এক-দুই ঘন্টায় পাচশো-হাজার টাকা! এই কাঁচা পাইসার নোব দ্যাকেয়া নিশ্চয় উয়াক কাও আইতোত ডাকে ধরি গেইচে।' টইল্লার আগ হয়া সাফ কতা, 'হামরা গরিব কামলাখাটা মানুষ। হামার আইজও মাইনষের জমিত, ওই কাইলো মাইনষের জমিত কাম করা খাইবে। কিসের কাঁচা পাইসার নোবে পড়িয়া আইতোত হামরা ওইদোন কামোত যাই! এ্যালা নোবের ফল ভালে হয় নাই?'

এদিকোনা ব্যালা গরি গেলো। গরু-ছাগল ঘর ঢুকপার সমায় হইচে। অটে থাকি সগায় উটি এবার ভিতাভিতি হবার পালা। শ্যাষোত ঘ্যাচুলের কতা, 'কাচা পাইসার নোবের কতায় যদি ধরি। তাহাইলে হামারগিলাক সেটা থাকি ফাঁকে থাইকবার নাইগবে। ক্যানেনা, চোউকের আগপাকে সূর্যতো সকালোতে ডুবি গেইল! এলা উয়ার বই-বাচ্চার ভবিষ্যতটা কি হইবে? কাজেই, সাধু সাবধান!'

গল্প-১৩

বাকি কাথাকোনা

তপেন্দু নারায়ণ রায়

আজি সাকাল সাকাল রোউদটা চড়া হওয়ার ধইচ্চে। কাত্তিক মাসের প্রায় শ্যাষ। বিরিনের বউ ভর সাক্কালবেলা ধনীর বাড়িত আসিল।উয়ায় এত সাকালে কোনোদিন এই বাড়িত না আইসে। তারে বাদে ধনীর বেটা জিজ্ঞাস করে -- কী বাহে,কী মনে করি? কোনো কবার থাইকলে কও, মুই ধান কাটির যাং।

-না কং বাহে,এমনি আসলুং।

-যাও তায়। বাড়িত তোমার কাকীর সাথে যায়া গল্প করো। মুই ধানবাড়ি যাং।

-কাকী কী করেন বাহে?

-এই যে, সব্জি কাটং। কিষ্যান আছে। ভাত খোয়া খাইবে। বইসো।

বিরিনের বউ বইসে। শাক বেচির ধরে। দোনোজনে গল্প করে আর শাকসব্জি তৈয়ার করে। হেকান হোকান গল্প করে। বিরিনের বউতো কোনোদিন এমন করি আইসে না। আজি সাত সাকালে আইচ্চে। কিছু কবার চায় নাকি! বাড়িআলি কয়া ফেলায় - হা বাহে, তোমরা কী কোনো কওয়ার আইচ্চেন। কথাটা আধঘান নাই কইতে ফম হয় ইমরা কেনে আইচ্চে।

- না মাও, বাড়ির কাজলা শ্যাষ হইল। এ্যালা বাসা না যাং কাজ করির।একনা ফাকা হলুং তায় তোমার এত্তি একনা ঘুরি যাং।

- ও! বইসো চা করং। তোমরা বাকি শাক কোনা বেচি দ্যাও।

শাক বেচা শ্যাষ। এদি চাও হয়া গেইচে। দোনোজনে চা খায়। ব্যালা বাড়ির ধরে। ধনী বাড়ির বউয়ের কাজের চাপ বাড়ে। উমার আর গল্প করার সময় নাই। বিরিনের বউ বাড়ি চলি আইসে।

কথাটা কবার যায়াও কওয়া হইলেক না।কথা কবার সময় আসল কথাকোনা মনত ঘুটঘুটাইল। কিন্তু গালাতে আটকি গেইল। বিরিনের বউ ঘরত ঢোকে। বিরিন শুতি আচে বিছনাত। হঠাৎ করি স্ট্রোক করিয়া ব্যাচরাবেটার এলা হাত ঠ্যাং -এ না চলে। মাসখানেক হইল উয়ার এমন দশা। ফিজিওথেরাপি করির কইচেল ডাক্তার। কিন্তু পাইসার অভাবে করির নাই পায়। এলা উয়ার চা বেচা বন্ধ হইচে। মানসিটাক দেখি বিরিনের বউ ঘর থাকি বিরি আইসে। ক্যানেবা ঘর ঢুকিল আর ক্যানেবা বিরি আসিল কায় জানে! চনচনা রোইদকোনা আউলা মাথাটাত পড়ি আগুন ধরেবার চায়। গুকটিয়া বাড়িকোনাত বউকোনার

বুকখান ফাটি যায় চৈত মাসিয়া ভুইগিলার নাকান। সহজ কথাকোনায় ধনীবাড়ির কাকীক কবার না পাইল। নিজোকে ছিছিক্কার করিতে করিতে বিরিনের বউ বাড়ির কাজগিলা করা শুরু করে।

কাকী গতকাল সইঞ্জাত কথাকোনা কইচেল -বৌমা, বিরিনের বউটাক কাজত নিবেন? উয়ায়ও হামার সাথে ধান কাটিবার চায়। শুনিয়া ধনী বাড়ির বউ না করি দিচেল। উমরা কোনদিন খেতের কামাই নাই করে, কাজের ভাইল না জানে, অমন কিষ্যান নিলে হামার না পোষাইবে। সাত সাকালে বিরিনের বউ যে ওই কথাকোনা কবার বাদে আইচ্চেল, ওইটা নিয়া ধনীর বউয়ের কোনো সন্দেহ নাই। ভাতের আকা ঠেইলতে ঠেইলতে বুদ্ধি পাকায় ধনীর বউ। বিরিনের বউ আরো আসিবে। আজি নাই কয়, কিন্তুক কাইল পরশু কথাকোনা উয়ায় কইবেই। তখন ক্যামন করি কথাকোনা কাটাইবে সেই নিয়া ভাবির ধরে ধনীর বউ। আর ওদি বিরিনের বউয়ের বুকখান আরো বেশি করি ঠিলা নাগে।

- মাগী, এ্যালাং তোর সামায় না হয় !মোর যে ওষুধ খাওয়ার সামায় পার হয়া যায়।

- র রে মরা, সবুর কর, গাইলাইতে গাইলাইতে ঘর ঢুকে বিরিনের বউ।টেবিলত একনা প্লাস্টিকের প্যাকেটত ঔষধলা থোয়া আছে। ব্যামকরেয়া খোয়ে দেয়।

ওষুধ খায়া বিরিন আরো খেপি যায়। নাঙের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করি দিচুং দেখি মাগী তোর মন আনচান করে? প্রতিশোধ নেওয়ার ধচ্চিস।

উয়ার বউ কিছু না কয়া ঘর থাকি ব্যারে আইসে। এত করে তাও শালা পুরুষ মানসির মন পাওয়া নাযায়। বিরিনের বউয়ের শরীলটা জ্বলি উঠে।

ভালে চইলচেল সবকিছু। একনা বেটিক বিয়াও দিবার ভালে কয় বচ্ছর হইল।দুকনা মানসি। ঝুঝঝামেলা নাই। বিরিনের বউ বাসাত কাজ করে।সাকালে বাড়িত খায়াদায়া মাইনসের বাড়িত দুই ঘন্টা ডিউটি। তারপরে আসি রান্দাবাড়ি করে। বিরিন বাজারত বেচাইচে চা। এমন করি সংসারটা এতদিন ধরি চইলচে। দুই মাস মতন হইল,বউওক কাজ ছাইড়তে বাইধ্যি কইরচে বিরিন। গাইলাইতে গাইলাইতে চোইদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করি দিচে উয়ার বউয়ের।মালিকের সাথে ভাব হইচে সন্দেহ করিয়া বিরিনের এই অবস্থা। মোর কিসের অভাব। তোর মাইনসের বাড়িত কাজত যাওয়া খায়? মুই খোয়ের না পাং! আনসুন কোটে থাকি যে মানসিটার মনত সন্দেহ ঢুকচে! বিরিনের বউ ভাবিয়াও কুল পায় নাই। গাইল সইহ্য করির না পায়া উয়ায় কাজ ছাড়ি দিচে। কাজ ছাইড়লেও ভালে চইলচে সংসার। দুকনা মানসি চা বেচেয়ায় ভালো মতন প্যাট চলাইচে। কিন্তুক মাস খানেক আগত মানসিটা যেদিন থাকি চক নাগি উল্টি পইল, সেদিন থাকি ভাল সংসারটাও বিরিনের সাথে সাথে উল্টি পড়িল। বিরিনের বউ এ্যালা দিশা দুবর কোনোয় না পায়। যেকিনা টাকা জমা আছিল চিকিৎসার পাচত সৌগ শ্যাষ। মানসিটা অচল।

ক্যাপঢ্যাপ করি কোনমতে চইলচে এই কয়টা দিন। আগিলা দিনগিলা ক্যাংকরি চইলবে ভাবিয়া কুল না পায় বিরিনের বউ। মইধ্যইত একদিন বাসাত ঢুকার কথা বিরিনক কইতে কালায় বিরিন অসুস্থ শরীরতে খিমদিমি উঠি ডাঙের চাইচেল উয়াক। ওই বাদে উয়ায় আর বাসার কথা মুখত না ন্যায়। তারে বাদে ধান কাটার সামায়খানত ধনীর বাড়ি কাজ খুজির চায় উয়ায়। কিন্তু আজি কবার চায়াও কবার না পাইল। যদি না করি দেয় সেই ভয়তে কথাটা আর কয় নাই। না কইল্লে আরো কোটে কাজ খুজিবে?

সইঞ্জাবাতি দিয়া বিরিনের বউ ঠিক থাকির না পাইল। দিন উয়ার জন্যো বসি থাইকবে না। ধান কাটার কাজ আর কয়দিন থাইকবে। দিন চলি যাবার ধইচ্চে। উকাশ খরে যায় উয়ার। সাত পাঁচ ভাবি ধনীবাড়ির ভিতি হনহন করি হাটা শুরু করে উয়ায়। কোটে থাকি যে মনত বিশ্বাস আসিল, ধনী বাড়ির কাকী উয়ার কথা ফেলাইবে না! মানসিটার এমন অবস্থা দেখি কী আর না করি দিবে! ঘাটাখান ভাইবতে ভাইবতে ধনীবাড়িত আসিল। আত্মবিশ্বাসত টগবগ করি ফুটিতে ফুটিতে ধনী বাড়ির কাকীক কয়ায় ফেলাইল-

-কাকী সাকালে একটা কথা কবার আচ্ছুলুং। কওয়া হয় নাই। এলা কং। তোমার ভাইস্তাতো অন্তন। হামার অবস্থাতো জানেনে। মোক বোল তোমার ধান কাটার কিষ্যানি নেওয়ায় খাইবে। মুই বোল...

কথাটা শ্যাষ না হইতেই ধনী বাড়ির কাকী কয়া উঠিল - তোমরা কোনদিন এইল্লা কাজ করেন নাই। কেমন করি তোমাক কাজত নেই।

'কালি থাকি তোমার কাজত ধরিম' এই বাকি কথাকোনা বিরিনের বৌয়ের আর কওয়ায় না হইলেক।

গল্প-১৪

বুলি

সাকিল মাসুদ

জারুয়ার বাচ্চা, চোকে দ্যাকে না! সকাল সকাল আসি মোর ইসকাখানোত উষ্ট্যা খায়া পড়িল। গাড়ির ভোটকা ভোটকা চাকার তলোত মোর ইসকার চাকা সিন্টার নাকান মটাস মটাস করি ভাঙিল। চাইর ভ্যাকা বানাইল। শয়তানের বাচ্চা। একপালা টাকা ডন্ডি নাগে থুইয়া গেলু। তোর ভালো হবার নায় রে... তুই আস্তাঘাটাত পড়ি মরবু।

আইজ ইসকাখান ঠিক করতে করতে মোর সারাদিন মাটি হয়্যা যাইবে এলা। নাউয়্যার বেটা ঢাকাত আসি পেসিডেন হইছে। মেকারের দোকানোত বসি ইসকার হ্যান্ডেলের পাকে দ্যাকতে দ্যাকতে কতাগুল্যা কবারনা গছিল মজি। মজি রংপুর হাতে ঢাকাত আচ্ছে ইসকা চলবার। তার সাথে মজির বউ উজিনা আর বেটি বুলিও আছে। ওমরা থাকে মোহাম্মদপুর বস্তিত।

এক সামান ফ্যাদলা শুনতে অধৈয্য মেকার মজিক ঢাকাইয়্যা কতায় কয়, -চাকা টাল হইয়্যা গ্যাছে। ঠিক করতে এক হাজার ট্যাকা নাগিবে। টায়ার-টিউ কিচ্ছু ঠিক নাইক্ক্যা।

এই কতা শুনিয়া মজি ধাম করি মাটিত কড্ডি বসি পড়িল, একহাত কপালোত দিয়্যা কয়--কী আর করমেন। গরিবের পুটকি সবায় মারে। ঐ দেকনেন না কয়দিন থাকি জনগণের ভোটের অধিকার আদায় করার নামে বিএনপি এক সামানে হরতাল অবোরোধ দিয়া যাইতোছে। সরকার খালি উন্নয়ন করতোছে। এত্তি যে হরতাল অবোরোধে হামার কামাই বন্দ হয়্যা গেইছে। প্যাটোত ভাত নাই সে খবর নেওয়ার টাইম কারো নাই। চুদির ভাইয়েরা। গুষ্টি মারোঙ ওমার। ঠিক করো তো, ঠিক করো...।

মেকার কতা শোনে আর ইসকার বল্টু প্লাস দিয়া টাইট করে। মজি কপালোত হাত দিয়্যা চিপি ধরি কবার নাগছে, জানেন ভাইও - নীলখেত থাকি শহিদ মিনারের গেটোত কয়টা ভাড়া মারি কেবল আসি ইসকাখান থুনু। থুইয়া ফুতফাতোত খাড়া হছুঙ। চায়ের দোকান হাতে এখান উটি নিয়া চা দিয়্যা চুব্বি চুব্বি খাঙছোল। এমন টাইমে ভাসসিটির ভেতর হাতে এক লোক, গালাত কুকুরের বেলের মতো কিবা বান্দিছে, বের হয়্যা আসিল। সাথে বামবগলোত জিন্সের প্যান পেন্দা এখান চেঙড়ি। দুধের নাকান ধপধপা সাদা। চাইল-চলন দেকি বিদেশিরঘরে নাকান মনে হয়। কিন্তু চেঙড়িটা বিদেশি নোয়ায়। ভাসসিটিতে কীবা কাম করে। চেঙড়িটাক মুই আগেহাতে চেনোঙ। চেঙড়িটার বাড়ি হামারে অমপুরোত। হামার গ্রামোত চদরি আছে, সেই চদরির বেটি।

চদরিরঘর সাতচল্লিশ সালে কুচবিহার হাতে অমপুরোত আছে। নেকাপড়া জানে ভালোয়। অমপুর আসিয়া ওমরা মেলা ফাঁকা জমি-জমা যা পাইছে দখেল নেছে। একে সমে নোয়াখালি-ঢাকা-বরিশাল হাতে হামার অমপুরোত আসিয়া কইতল্যা মানুষ চদরির ঘরে দখেল করা দেখি ওমরাও জাগা দখেল নেছে। হামার অমপুরের গুদরি বাজার আর পৌর বাজারোত গেইলে তার পোরমান পাইমেন। বাজারের তামান মালদার ব্যবসায়ীগুলা অমপুরোত ভাসি আসছে। হামার এটেকার এমপি তায় মমিসিং থাকি আইসে। স্পিকার, মন্ত্রী সৌগকয়জন অমপুরোত আসি এমপি হইলেও। ওমার বাড়ি ঢাকা ঢুকার অত্তি।

আসল কতা শোনো মানুষটাক দেখি ঢাকা ভাসসিটির মাস্টার মনে হয়। কিন্তু ইয়ার আগোতও মানুষটাক মুই এটেকোনা মেলাবার দেখছুঙ। যদ্দুর মনে হয় অমপুরোতও ওমাক দেকছিনু। দুইজনে নায়ক নায়িকার মতো মোষাণ দ্যাকে হনহন করি মোর ভিতি আসিল। আসিয়্যা স্টান্ডার কতা কয়-

-এই রিকশা যাবেন?

মুই কনু- কোটে যাইমেন বাহে?

ওমরা স্টান্ডার কতা দিয়্যা মোক কইল -রোকেয়া হলের সামন দিয়ে কাঁটাবন হয়ে এলিফ্যান্ট রোড যাবো।

-না যাবার পাবারনাও, মোর একনা দেরি হইবে, চা খাইম, তারপছে যাইম।

আশেপাশে আর কোনো ইসকা দেইখপার না পায়া, চেঙড়িটা মোর মোকের ভিতি খানেকক্ষণ চ্যায়া দেকিল। দেকিয়া একন্যা পর আনশুনি ত্যালে বাইগোনে জ্বলি উটিল। উয়্যার জ্বলন দেকি মনে হইল- মুই উয়্যার বাপ দাদার চাকোর আছনু। নাইলে উয়্যার বাপের টাকা দিয়্যা ইসকা কিনছুঙ। চোকের নাটা গোড্ডেয়া মোক কবার ধরিল, -এই যাবে না তো জিজ্ঞাসা করো কী জন্য? অসভ্য কোথাকার। সারাদিন বসে বসে সময় নষ্ট করবে, আর বাড়ি ফিরে গিয়ে বলবে, ইনকাম নেই। রংপুরের লোকের এই একটা সমস্যা। মফিজ একটা।

কি কইম ভাইও, যেই মোক মফিজ কইছে। আর কোটে থাকিস। কতাখান শুনি মোর মাতাত ষাড়াউ করি অক্ত উটি গেইল। সকাল সকাল সাইতের সমে ওমার চুদুর-বুদুর দেখি, মুইও কতা দিয়্যা ওমার টুটিত পাও তুলি দিনু,

-এই যে মোক মফিজ কইনেন ক্যান?

-তোমার ভাষা তো মফিজের মতো! রংপুরের খ্যাত একটা। আবার আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন মফিজ বললাম?

-ক্যানে তোমার বাড়ি কোনটে বাহে? মোক অমপুরের খ্যাত কন! ও... তোমরা তো অমপুরোত উড়ি আসি জুড়ি বসছেন। তোমার বাপ দাদোর ঘর তো অ্যাটে ভাসি আসছে।

মজির কতা শুনি এবার পাশের ব্যাটাছাওয়াটা চিকড়ি উঠিল,

-তোমার ভাষা ঠিক করে কথা বলো। আবোল তাবোল কী সব ভাষা বলছো! মুর্খ কোথাকার! ভদ্র

লোকের সাথে ভদ্র ভাষায় কথা বলতে হয়, এটাও শেখো নাই। তোমাদের পিটিয়ে সোজা করা উচিত।

-ক্যানে বাহে, মুই কী এমন কতা কনু যে তোমার বুঝতে অসুবিধা হয়ছোল? তোমরা যেমন করি

কতা কনছোন অমন করি কতা কইলে বুঝি ভদ্দরনোক হওয়া যায়?

-এই ব্যাটা, এই..., তুমি এসব কী হয়ছোল-টয়ছোল ভাষা বলছো...! আমাকে চেনো, আমি কে?

এক্ষুণি তোমাকে পুলিশে দেবো।

-ক্যানে মোর কতা কি বোজা যায়ছোল না?

-এই কী বলতে চাও তুমি?

-কবার চাও, একুশে ফেবরোয়ারির দিন আজু ভাস্কর্যের সামনোত ভাওয়াইয়া গান শুনি, মাইকোতে ভাষণ দেনেন সৌগ ভাষাক মর্যাদা দেওয়া নাগবে। ভাওয়াইয়া গানোক বাঁচে থোয়া নাগবে। অমপুরের ভাষার এখান আলদা মান আছে! আইজ অমপুরি ভাষায় কতা কওছোল দেখি মুই মফিজ! মোক গাইল্যানছোল ক্যানে? মোক কী তোমরা সরকারি মাল পাইছেন যা খুশি কইমেন।

মোর এই কতা শুনি মানুষটার মুকখ্যান সোরপোটা নাগি গেইল।

এই ঘটনার আলাপ শ্যাষ হইতে না হইতে, মজি জোরে নিক্যাশ ছাড়িয়া মেকারোক কয়, জানেন বাহে-ঢাকা শহরত অমপুরি মাইসের যত যন্তনা, যদি হামার অমপুরিয়া ভাষাত কতা কন, শুনি শয়তানের বাচ্চারা হামাক মফিজ কয়। আর নোয়াখালি, বরিশালী, চিটাগাঙ্গি, ঢাকাইয়া মানুষ ওমার নিজের ভাষাত কতা কয় তাত তো কায়ো ওমাক মফিজ কয় না...

মেকার একমনে নাটবল্টু টাইট করে। করতে করতে দুপুর পার হয়্যা গেইছে। এত্তি মজির প্যাটের ভেতরের রাকখোশ নড়চড়া করতে থাকে। মজি মোহাম্মদপুর বস্তির কাছোত একটা খ্যাপ পাইছে। প্যাডেল ঘুরায় আর মনে করে উজিনা আইজ ইলিশ মাছি কিনবার কইছে। এক বছর হাতে বুলি ইলিশ মাছের ঝোল খাবার চায়। বুলি ক্লাশ থিরিত পড়ে। আইজ গাড়ি ধরি বেরার সময় বুলি মজির গালা পাঞ্জা করি ধরি কইছে, বাবা আজকে দুপুরে বাড়ি আসার সময় ইলিশ মাছ আনবা কিন্তু .....

গল্প-১৫

ঠেসুমার ভোগা

প্রদীপ রায়

নেবোং টেবোং ব্যালাভাটিত ভোগা দ্যাওয়ার কোল্লহার শুনি ছ্যাকারুর বুকখান ঝাম্মাউ করি উঠিল ক্যাবা - দ্বারিঘরের মাচাত বসি শুনে শুনডাবরি থাকি ভাসি আইস্যা আমাছামা সুরনাগা আও - সগারে ধান আউল-ঝাউল হামার ধান সিদায় চাউল...।' ফুক্কুত করি মনত পইল ছ্যাকারুর তিনপুরিয়া বারো মাসিয়া পারবনগুলা নেল্লাইফাটি। 'হর মাও আইজগ্যা ভোগা দ্যাওয়া!- 'বমফাসরা হচিচ এলা টাউনত থাকি, তায় মনত নাই- ' ঠেসুমার ভোগা পাকায় আর মাও কয় ছ্যাকারুক। না হয় না হয় ফমত পরে এলাও ছ্যাকারুর এইনাকান ভোগা দেওয়া, গচা দেওয়া, পিঠা খাওয়া, তেরেয়া, যাত্রাপুজার দিনত বুড়ি আইওর কাথা। আইওর ঘিও মাখা ঠেসুমার শিগুার ভোগা নেংটি পিন্দিয়া কত দিচে বাতাবাড়ির ভোগ ধানের আলিত, বুড়ি আইওর ঘরত ভোগা দিয়া চিকরি চিকরি কইচে - 'সগার আইও পরে আর মরে মোর আইও উঠিয়া সিদায় দৌড় পারে।' ফাকতে কী আইও ছ্যাকারুক গাও ন্যাওটা কইচ্ছে, নোয়ায়! বাঁশের হাদলা দিয়া পাতা চাঙরাত রাতি ধরি থাকি কত পখি-পয়াল, আজা-আনির ইচিক-বিচিক কিচ্ছা কইচে আইও, চামচিল্কার নাকান ঝুলি থাকা বাদামি অঙের চেমুরানাগা বুকের দুদ মুখত দিচে বাচ্চা বেলাত হালিচা নাগা ব্যাটার ছাওয়ার ডাঙাকেচাল থামের বাদে, পাছোতে নিকাইচে সাগাইর বাড়িত। বাচ্চাবেলাত বুড়ি আইওর গরু চরার, ঘইস্যা কুরার, হেউতি ধানের ছেউং কুরার, তোরষার ডারাত মাছ ধরার মারেয়া বুড়ির দেউড়ি আছিল ছ্যাকারু। পাকরি-জলঢ্যাপার শিস পাকিয়া শিলায়ের নেটুর ঢক ঝ্যালা কাটার বতর নাগি যায়- বুড়ি আইও টিসটিস করি শিখি দ্যায়- 'হির খুদরি কুড়াইস ধানের শিস, আসের ম্যালাত ডুম-বাঁশি আনি দিম।' বুড়ি আইও এলা নাই কিন্তুক আইজগ্যা ভোগা দেওয়ার সইন্ধাত আইওর জাকই দিয়া ঘুমানি পাকেয়া মাছ ধরা কাথাকোনা ছ্যাকারুর ভাইল্লা মনত পরিচে, আর ফমত পরে ভাদুরির কাথা এলাও গেরামের আবো সাগাই, তায়ফির চ্যাংড়ি ছাওয়া, স্যালা বিয়াও নাই হয় - ভাদুরি আবোক নিয়া ছ্যাকারুর কত খুশখুশি হাউস, ন্যাবোর-থ্যাবোর আও-ছোল্লক - 'আবো আবো আবো, কালাই ভত্তা খাইমো...২ ভাদুরি আবও কমা বিজলিচাটা না আছিল' আবোর বাড়িত পুষমাসত সোনারায়, গোরখচান মাগির গেইল্যে খুপরার চাইলের নিচত ভোচলা গছালু দিয়া ফিক্কিত করি হাসিচে, বাঁশের খুচির ধানের নিচত দিচে পাতনা-চিটা। ছ্যাকারুর মনত ভোক্কে পুড়িয়ানাগা পথেরবন্ধু বিড়ির কাথা, চ্যাংড়ি আবোর সোদে কুড়িয়া আনি দিচে বিড়ির মুড়া, ভুলকি-ভাল্কে আতি বুড়ি আইওরটে দুইজনে শুতিয়া শুনিচে শিয়ালের স্যাকালু খাবার কিচ্ছা, খরি কাটানির কিচ্ছা, রাইখখস-ডোমনা পখির কাথা, মধুবালা-পেরেমকুমারের ঝেল্লানিফাটা রসের আও। মধুবালার

কিচ্ছার ভিতিরা সোতাল নদীর উজানপাকে মধুবালার ঘাটবুলি ভাইল্লাদিন পেরেমকুমারের নাউয়ের বসের গালা জাপটে ধরি ভাসি যাওয়া ঘাটাকোনা ছ্যাকারুর মনতখাইচে খিব। আন্ধার আতি পোকা-মাকড়ের কিরিত-কারাত আরও কিচ্ছার মধুবালা-পেরেমকুমারের সাগরের মইধ্যত কষ্টের জাগাকোনা আসিলে ছ্যাকারু বুন্দাশুন হচে, কিচ্ছার হুকারির কাথা ফাসুরিছে -কিচ্ছার মইধ্যত চ্যাংড়ি আবো ভাদুরিক মনে মনে মধুবালা সাজাইচে, ছেকারু নিজে হইচে পেরেমকুমার। আইওর খেরি চৌরি ঘরত বিড়ির মুড়ার ধুমার গোন্ধত কিচ্ছার পেরেমকুমারের ছয় মাস থাকি জলত ভাসি যাওয়া শ্যাওলাধরা গাওয়ের ভোসকা গোন্ধ পাইচে। কিচ্ছার মইধ্যত আইওক থামেয়া ছ্যাকারু কয়- 'আইও! ভাইল্লাদিন ভাসি কেংকরি গেইচে পেরেমকুমার? খাবার-দাবার-বা কোটে পাইচে বাপই কোনা? ঘাটাত বাঘ-ঘরিয়াল নাই ধরে! স্যালা কী ভুলুয়া মাশানও ছলায় নাই জলত? অবুঝা ছাওয়াক বুঝ দিবার বাদে আইও কয়- 'এইল্যা কী তোমরা ছচায় মানষি পাইচেন বাহে! কেচ্ছার মানষির আতি-দিন, ভয়-ডর, ভোগ-টিস্যার কোনোরে বালাই নাই। আর বাঘা-সাপা হইল কপালের ন্যাকা, যেটি যায় ঝটিয়া বালি ওটিকোনা যায় কটিয়া।'

ছ্যাকারুর আইওর কিচ্ছা- ঘাটা বাদ দিয়া বাকরাবাড়ি সোন্দাইলে চ্যাংড়ি আবোর রাগ ওঠে, খসসে উঠি ঝাঙাত করি কয়- 'আইও হির, না শুনিস ছ্যাকারুর আও, পেরেমকুমারের নাউয়ের গালা জাপটা বস মধুবালার ঘাটত নাগার পিছত কী হইল বাইও, টপ করি ক।' ভাদুরি আবো ছ্যাকারুক মুখ ভ্যাকটে কয় - 'হুকারির নাই বালাই, খালি কিচ্ছার মইধ্যত আখাত খাওয়া আও।' ছ্যাকারুর স্বপ্নের মধুবালা স্যালা উচান রাস্তাত পরি ঝানাউ ঝানাউ করে ভাদুরি দ্যাওয়ার ডাকত, ছ্যাকারুর বুকশুলা নাগে-বা, নেমঝেল্ল- নাগি ঝিত করি থাকে। আইওর ফির কিচ্ছা ঘাটাত পরে' ভাইল্লাদিন বাদে আইওর কিচ্ছার পেরেমকুমারের লাউয়ের বস মধুবালার ঘাটত সোন্দাইতে না সোন্দাইতে ছ্যাকারুর গাও হামানি উঠে, টুপলুং করি স্বপ্নর দেশত চলি যায়...

ঘুমত ছ্যাকারু দ্যাখে বুড়ি আইও মালিনি বুড়ি সাজি ছ্যাকারুক মধুবালার ঘাটের বগলের মরা মালঞ্চ ফুলের বাগান থাকি ড্যাকেয়া বাড়িত আইনচ্যে, ভাইলদিন থাকি জলত ভাসি আইস্যা তিকুয়াধরা গাওখান নয়া ভোল্লর শোবা দিয়া ঘসে দিচে, পিন্দির দিচে হলদিয়ানাগা গামছা। ভাদুরি আবো হচে আজার বেটি মধুবালার ঢক, ছ্যাকারু রাজার ব্যাটা পেরেমকুমারের নাকান দিবার গেইচে মালঞ্চ ফুলের মালা। মধুবালার গালাত ঢোকে দিতে না দিতে চালের টুঙিত খোপ থাকি মাওটা কইতোরের বাকুম বাকুম ড্যাকের আপশারিত ফাসসাউ করি নিন চকটি গেইল ছ্যাকারুর -আমাছামা চউখত দ্যাখে কাশিয়া বেড়ার মোকার ফোকর দিয়া দ্যাওয়া ফকফকা হচে। ছ্যাকারু আবোক গাও হ্যাটলে কয় - 'আবো তোমরা স্বপ্নত আইজগ্যা মোর মধুবালা হচেন।' খিলখিল করি হাসি চ্যারড়ি আবো কয়- 'আইয়ো বা! মরলুং মোর ঢগের পেরেমকুমার, ঢগের বাইগন কালাচন। খাল সোন্দের না পাইস এন্দুর এলাও তুই, পুটকিত বান্দির চাইস ঝাপি।'

আইজগ্যা ভাইল্লাসন বাদদ্ ছ্যাকারুর ভোগা দেওয়ার সইন্ধ্যাত তিনপুরিয়া আওগুলা এক এক করি মনত আইস্যে। পুষমাসের পিঠা খাওয়া সাঙাতির দিনত বুড়ি আইওর পাছত জাকই ধরি কত গেইচ্যে বাহো মাছ মারির। আইওর ঘুমানিপাক নাগা জাকইমারার ঢঙত মারিচে চান্দা-ধুতুরা-ডাইরক্যা-সাটি এই নাকান ভাইল্লা ভাইল্ল্যা মাছ, আছিল গেরামের ভাবের আবোও। বাহোবাড়িত বাচ্চা বেলার আবোর ঠাট্টাকোনা এলাও মনত পরে ছ্যাকারুর। আবো খুশখুশি হাসি কয়- হর দ্যাখো তোমার নেংটির তলত চ্যাংটি মাছ। চ্যাঙটি জ্যালা সাটি হবে, আবো স্যালাবান কুত্তি রবে।

নাই পায় ফম ফাসুরির ছ্যাকারু চ্যাংড়াবেলার আবোর কথা এলাও, কেংকরি কায় জানে? একধিন্দি নীলুয়া দেওয়ার ভিতি চায়া ঝিতকরি দেইখল্যে এলাও ফমত পরে। চাইরোপাকে টাউন-বন্দরের ঘাটাত ভাইল্লাদিন কতলা মাইন্য ছাওয়াক না দেখিচে ছ্যাকারু, কিন্তুক আবোর নাকান কাওকে অন্তর থাকি মনত খায় নাই এলাও। আবোর মুখখানত ধিন্দিধরি তাকেয়া থাকিলে ছ্যাকারুর বুকের রক্তগুলা ক্যানেবা বাইষ্যালি তোরষার জলের নাকান উথলি উঠির চাইছ্যে, শন-ভাদরের ঝরির নাকান ঝমঝম করিচে। ছ্যাকারুও ভাদর মাসিয়া দেওয়ার ঝরিত ভিজির চাইছ্যে ভিতিরা ভিতিরা। কিন্তুক কথায় কয়- যার নাই খুচিত গুরা তায় না পায় মজাগুয়া। গেরামের জমিদার মানষির বেটি আবোর ফাসসাউ করি অইন্যটে বিয়াও নাগি গেইচ্যে। ছ্যাকারু ভাবের আবোক স্যালা ধরি রাখির জইন্যে মুখত নাই কবার পায় কোনয়। মনত খালি ঘোংটে আইওর কিচ্ছার মধুবালাক- পেরেমকুমার সাজিয়া। চ্যাংড়ি ভাদুরি আবোক না পায়া তোরষার ঘোলা জলত মরির চাইছ্যে একোবার করি, ফির মনক বুঝান দ্যায় - হোর দ্যাখেক, ফম করেক বুড়ি আইয়োর বাচ্চাবেলার কিচ্ছা। এক আতি মাত্তর মদনকুমার মধুমালাক পাইচ্যে, তার পিছত না ছাড়াছাড়ি, স্যালা পেরেমকুমার কোনো আকাম করিচে?

পেরেমকুমার কমা ধইজ্জ নাই ধরে, মধুবালাক পাবার বাদে বাইষ্যা-খরালি-ঝরি একাকার করি ভাসি গেইচ্যে জলত, স্যালা ধইজ্জ্যের নাউয়ে না বস হইল, কিচ্ছার শ্যাষত মধুবালাক পাইল, সংসার পাতিল সুখত। স্যালা ছ্যাকারু মনক বুঝায় - আইয়র কিচ্ছার আজার ব্যাটার নাকান মুইও মোর ভাবের মধুবালাক পাইম... যদ্দিন বাচোং গোটায় মনের ভাবত ছ্যাঙাপরি রবে বট-পাকরি গছের ছ্যাঙা এইনাকান ঝ্যামন। ভাইল্লাদিনাঙের কাথা হইল ক্যাবা এলাও টইস্যা নাগা শুনডাবরি চখুত পইরল্যে ছ্যাকারুর হুদুম দ্যাওয়ের কাথা মনে পরে, বুকের জিও কোনা ধকধক করে, স্যালা ছ্যাকারু ফম পারে- বুড়ি আইওর কিচ্ছার পেরেমকুমারের সত্যের নাউয়ের বস বন বন করি উজিয়া মধুবালার ঘাটত নাগিচে, আজবাড়ির মালিনী বুড়ির নাগাল পাইচ্যে- মুই কী আর দ্যাখা পাইম নঙ মোর মরা আই-মাওয়ের! মনে মনে গতে দ্যাওয়া মনের বস কী নাইগব্যে যায়্যা ভাদুরি আবোর ঘাটোত?

ছচা মানষির কিচ্ছা আর ছ্যাকারু না কবার পায়...!

গল্প-১৬

জারি ধল্লা

লতিফ হোসেন

নৌকা খান লাহে লাহে আগের ধরে। এনাখান টলটলা নীলুয়া পানি রামিজ আর কোনটে নাই দেখে। জারের দিনত ধরলার পানি আটো হয়য়া আইসে, ওদি চর ডাঙ্গর হয় স্যালা নদী পার হইতে দেহার নালানুটা অবস্থা। আজি দুই মাস পাছত বাড়ি আসির ধরিছে রামিজ। এক সপ্তার ছুটি। কাশেমের ঘাট পংছিতে পংছিতে বেলা ডোবং ডোবং। রামিজ নদী উটকায়। নদী কোটে? চাইরোপাকে খালি বালা আর বালা। পাছপাখে ট্রলি বান্দা ট্রাকটরলা বালা ওড়ে চলি যায়। চিক চিক বালা বাতাসত ওড়ে শ্যামা পোকার ঢক। অ্যাকনা-দুইকন্যা করি বালা পার হয়্যা বিএসএফ চৌকির আগপাকে পৌঁছিতেই নৌকা ছাড়ং ছাড়ং। রামিজ ব্যাগ থুইয়্যা চিকরি কয়- জ্যাঠো, অল্প অ্যাকনা খাড়ান! মুই কার্ড দ্যাখেয়া অ্যালায় আসির ধইরছোং! কাশেম মিয়ার নাতি রামিজক চিনির পায়। জারি ধরলার রাকিব আলীর ব্যাটা। না চিনিবেই বা ক্যা! মূল ভূখণ্ড থাকি বিচ্ছিন্ন এই গেরামের একমাত্র চাকুরীজীবী উনায়। নৌকার মানষিলা রামিজের বাদে ঝিত করি রয়। সুরজটা নাল ডিগডিগা হয়্যা কোলাত বসির চায়। -

-কিতনে দিনকে লিয়ে?

-ওয়ান উইক স্যার!

-ছুট্টি হে ক্যা?

-হ্যা স্যার।

-ইহা পর তারিখে দেকে ডিউরেশন লিখ!

বিএসএফলার তুই তোকারি করি কাথা কওয়া রামিজ ভাল না পায়। ক্যানে যে উমরা এনকরি কাথা কয়। রামিজ সরকারি চাকুরী করে সমাজত উয়ার মান আছে গেরামের আর পাঁচটা মানসি ওয়াক সমীহ করে, গর্ব করি কয় রাকিব আলীর বেটা সোনার টুকরা ছাওয়া, উয়ার মাতা সোনা দিয়া তৈয়র। নালে পইলা চাকরির পরীক্ষাতে কাও চাকরি পায়! রামিজ মনে মনে নিজোকে দোষে শরীরটার ভীতি দেখিয়া রাগ হয়, ভাবে - এই সলসলা দেহার তানে বুঝি উয়াক ক্ষুদনি মানষি বুলি মনে হয়, মনে হয় এলাও নাবালক। রামিজ আল্লাহর উপরা রাগ খায়া কয় মানসিই যেদু বানালু এমন ঢগ ক্যা দিলু। বয়স হইয়াও বাচ্চা ছাওয়ার ঢক দেখা যায়।

- কই রে ভাইও হইল তোর নেখাপড়া, আন্ধার হয়া আসিল!

হাফিজুল মিয়ার ডেকোত চট চটে ব্যাগ ধরি দৌড়িয়া আসি নৌকাত চরে রামিজ। কাশেম মিয়ার নাতি হাফিজুল মিয়া। উমারে নামে ধরলার এই নদী ঘাটের নাম 'কাশেমের ঘাট' বুলি সগায় চেনে। কাশেম মিয়া এলাও বাঁচি আছে। বুড়াক যেদু পোছেন - তোমার বয়স কতলা হইল? বুড়া মাথা চুলকায় আর দেওয়ার ভীতি দেখে। মনে হয় কবার চায় দেওয়াটার সমান উমার বয়স, যেন কোনদিনও না ফুরাবে। দেহাত মসম নাই হাড় গিলাও খ্যাস খেসে বিরাইছে, এমন দেহাতো বুড়া বাঁচি থাকার সোয়াদ নেয়। দুই চক্ষু ভরি প্রকৃতি দেখে, নদীর ভাঙ্গা গড়া

দেখে, গ্রাম খানক কতবার ভাসি যাবার দেকিছে, কত কত চেনা মুখ নদীর প্যাটত তলে গেছে। ত্যাংও বুড়াটা নদীটাক ভালবাসে। ধরলাক বগলত টানি নিয়া কবার চাই আজীবন বাঁচি থাক এই কাশেমের ঘাট। যেন এই ঘাট খানে চক্ষুৎ নগুল দিয়া দেখে দিবে - এইতো কাশেম মিয়া এলাও বাঁচি আছে। নদীটা আঁকাবাঁকা হয়া চলি গেছে বর্ডার ভীতি নৌকাখান মাতালের ঢক করি ওদিয়াই টুলুং বুলুং করি আগে যায়। এই নদীটায় বাইস্যার সমে চর ভাঙি গোটায় নদীটার ভ্যাকড়া ঘাটাগিলা গিলি খায়া সমুদ্র হয়া ওঠে। নদীর ঢক সেলা রাক্ষসের নাকান হিংস্র। মধ্য নদীত হুট করি নৌকাখান থামি গেইলে হাফিজুল নদীত ঝাঁপ দিয়া উয়ার ব্যাটাক ড্যাকে কয় - বাপজান তুই অদি ঠ্যালেক মুই এদি টানি তোলোং।

জারের দিনের ধল্লার এইটায় জ্বালা জাগায় জাগায় বালার চর মাথা তুলি খাড়ায়। রামিজ খাড়া হয়া এইল্লা উপভোগ করে। মইদ্য নদিত চর দেখির ভাল নাগে উয়ার। ছোটো বেলার অভ্যাস। বাপের হাত ধরি গিতালদহ বাজার গেইচে। তার পাছে হাই ইস্কুলোত ভর্তি হইল। গিতালদহ হাই স্কুল হয়া দিনহাটা কলেজ। রামিজের এই বন্দি জেবনে এতলা ঘাটার জার্নিখান উয়ারটে স্বপ্নের নাকান। যাইতে যাইতে থিত পায়, কায় যেন উয়ার ঠ্যাংত হাত দিছে। পাছ পাকে ঘুরি দেখে অমিলা খালা। খালা অঙ্গনোয়ারি কর্মি। জারি ধল্লার আমিনুর চাচার বিবি। খালা কয় - মানসির ছাওয়া এটে খারে না থাকেন। নৌকাখান চরত উস্টা খাইলে তাল সামলেরে না পাবু। পড়ি যাবু। গেলোবার বাইষ্যার সমে টাউন থাকি যে মানসিটা আসিল, সেই যে নদীত পড়িল আর উটিল না। আমিনা বেগমের কাথা শুনি রামিজ নৌকার পাটাতনত জুতা খুলি থুইয়া তার উপরা বসিল।

-খালা মোক চেনেন নাই?

-কায় বাপ?

-মুই রামিজ।

-ও আমিনার ব্যাটা!

-হয়।

-হদ্যাখ মুই চিনিবারে নাই পাং। সেদিনের ছাওয়াটা কত বড়ো হয়া গেলু। এলা তোর পোস্টিং কোটে?

-শিলিগুড়িত।

-এলা কইলকাতাত না থাকিস?

-না খালা।

-তোর মাও ভাল আছে?

-আছে।

-আসির কইস তো হামার বাড়ি।

-কইম।

সুরজটা আরো বগল আসির চায়। মনে হয় ধল্লার পানিত গাও ধুবে। নাল টুকটুকা অং নদীর পানিত মিশিয়া আন্ধারের ভিতি আগবারে যায়। ওপাকে বাংলাদেশের মোগলহাটের মসজিদ থাকি ভাসি আইসে মাগরিবের আজান। ঘাটত নামিয়া দরিবস গেরামের ঘাটা ধরি হাটির ধরে রামিজ। উয়াক আরো তিন কিলোমিটার হাটিয়া জারি ধল্লা পঙছা খাইবে।

বুলিবদল-৯

খুরিয়া শাকের সপোন

অসমীয়া ভাষাত মূল নেখাইয়া ঃ মীনাক্ষি বুঢ়াগোহাঁই
বুলি বদল ঃ অলোক সাহা

হিন্দি সিনেমার নায়কগিলার নাম হয় রাজ, রাজা নাতেন রাজু। আর নায়িকাগিলার নাম হয় এই নাখান-পূজা, পিয়া নাতেন প্রিয়া। আর হামরা, দর্শকগিলা এই নামগিলা শুনিতে শুনিতে মুখস্ত করি ফেলাচি। এমন এ মুখস্ত করি ফেলাচি যে, বাড়ির চাইকরান্দারের নাম যেদু রামুকাকা না হয়া বিকাশ মালহোত্রা হয়, তাইলে আমরা উষটা খাই। ওই নাখান, কোন লেখিকার সাজন কাচন, চেহেরা আর জীবন শৈলী, আমরা যাক কই লাইফ স্টাইল, যেদুকালে সহজ হয়, যেদু ভাল ঘরের বেটিছাওয়ার সোদে মেলে, তালেও বোল হামরা হকচকে যাই। ক্যা তা হামার এই হকচকানি?

হকচকানি শব্দটায় এটেখুনা অবান্তর বোদায়। আজিকালিকার দিনত আচাভুয়া উপমাত যেলা সাহিত্য ভরি উটির ধইচ্চে, সেলা দেখি বোল আমরা হকচকাই না। খালি ওই নাখান না হইলে কালে আমরা ধিন্দি মরি।

আজিকালিকার গল্প উপন্যাসগিলার আরও একটা বিষয় হইল পরকীয়া। মানে, এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ারস ! সাহিত্যত জবর দখল নেওয়া এই ভাইরাসখিনি প্রতিভাশালী ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনতও আক্রমন করির ধইচ্চে।

স্বস্তিকা ভরদ্বাজ আরহ চন্দন প্রতিমের মাজত এই নাখান কিছু চলি আছে বুলি ফিসির ফাসার শুনা যাবার ধইচ্চে। স্বস্তিকার থাকি চন্দন প্রায় সাত বচ্চরের ছোট। তাতে কি ? উমরা দুইঝন - একজন হীরা হইলে, আর একঝন হইলেক তার জিলিকিনি।

চন্দন শর্ট ফিল্ম গড়ায়। উনার সউগ থাকি ডাঙর শর্ট ফিল্মটা আছেলেক তিন মিনিটের। সমালোচকেরঘর প্রশংসাত ভরে দিছে। সমালোচকেরঘরের অইন্য একটা ভাগ অবশ্যে কয় যে, হোটা নোমায়, চন্দনের সউগ চাইতে ভাল শর্ট ফিল্মখুনা হইল আটচল্লিশ সেকেণ্ডের একটা ফিল্ম। হোটার নাম হইল - 'একটা ঢেকিয়ার এক ভার্চুয়াল আত্ম-প্রেম গাঁথা'। নামটায় পড়িতে দর্শকের সাত থাকি এগারো সেকেন্ড নাগে।

এই দুই ঝন অসম্ভাব চোকা মানসিক নানান অনুষ্ঠানোত একে সুদায় বসি থাকিতে দেখা যাবার ধরিলেক। সামোনোত বসিয়া অসমীয়া হয়াও উমরা ইংরাজিত কথা কবার ধরিলেক। যিদিনা, অনুষ্ঠানের জোগাড়িয়ারঘর গাড়ি পাঠেয়া উমাক আনিবার দায়িত্ব না

নেয়, সিদিনাখান করি স্বস্তিকার খুটার-পুতুলা সোয়ামীটাক দেখা যায় দর্শকের পাছপাকে, শ্যাষর বেঞ্চিত বসি আছে।

স্বস্তিকা ভরদ্বাজ গল্প লেখাইয়া। উনার গল্প আধুনিক শৈলীত সাজে তোলা। গল্পের ট্রিটমেন্টের ভিতি খিব নজর দেয় স্বস্তিকা। এইলা গল্প পড়া মানে পাঠকের নিন কাজিয়া। গল্পের ভিতিরার কতা উদ্ধার করির বাদে তোমার মাতার চুলি ছিড়ি ফেলা খাবে। সাধারণ পাঠকে এইলা বুজিরও পায় না, পড়েও না। কিন্তুক সমালোচকেরঘর সাবাসী দিয়া এখেরে চাইরোপাক ভরে ফেলাইচে। স্বস্তিকাক অসমীয়া গল্পত উত্তর-আধুনিকতার দিশারী বুলি কবার ধরিলেক। দ্যাশে বৈদ্যাশে পণ্ডিত মহাসভাত নিমন্তন পাবার ধরিলেক স্বস্তিকা।

আধুনিক জীবনশৈলীর নাখান জটিল স্বস্তিকার গল্প। জটিল জীবনশৈলীর অউগদা কাউকাসসাং। নিজে বানা। নিজে নিজে বাড়ে নেওয়া হাইপার টেনশনের নাখান। অ্যাকেট ব্যাকেট ভাষাত নিজে লেখিয়া নিজে বুজির না পোয়া কাথার হাইলচা গাথি বানা জটিলতা।

সমাজত জটিলতা সউগ সমায় এ আছলো, এলাও আছে। কেবল মাত্র অইক্ষর জ্ঞান হইছে, এই নাখান ছাওয়াক যেদু বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এক দিনে পড়ি শ্যাস করিবার কোয়া হয়, তাইলে উনার জীবনতও জটিলতা নামী আসিবে !

পণ্ডিতেরঘর কয়, একটা শ্রেণি নিজের অধিকার সাব্যস্ত করিবার বাদে চেষ্টা করি গেইচে, আর একটা শ্রেণি ওই দাবী খারিজ করি করি দিবার বাদে চেষ্টা করি গেইচে। এই বাদে সমাজের জটিলতা আরও গেইচে বাড়ি। যার যে খিনি আচে, তার থাকি বেশি করি দ্যাকেবার কারণে, তার থাকি বেশি আশা করার কারণে নাগি গেইচে ক্যাচাল।

হামার এই স্বস্তিকা ভরদ্বাজ সমালোচকের সাবাসী আর পুরস্কারের লোভত পড়ি একটার পাছোত আরও একটা নাই-ক্যাচালে ভরা গল্প লেখি গেইচে।

স্বস্তিকা ভরদ্বাজ সউগ সমায় নউতনক গুরুত্ব দেয়। প্রেম-পিরিতি, ছাড়াছাড়ি, প্যাটের ভোক, গুপ্টিয়া মানসির মনোকষ্ট - এই নাখান তে-পুরানিয়া বিষয় থাকি উপুরাত উঠি নয়া এখান গল্প লেখিবার চেষ্টা করে। উনার নিজের নামখিনাও, উনায় চেষ্টা করিছেলো নয়া এখান নাম হউক, বাপ-মায়ে দেওয়া নামটা পছন্দ নাই হয়। কিন্তুক গোটায় নামটা পরিবর্তন করির না পাইলেও, পদবীটা বোল বদলে নিচে। যে গোত্রত উপজিছে, সেইটা পদবী বদলে ভরদ্বাজ পদবীটা নামের পাছিলাপাকে জুড়ি নিছে। এই ভরদ্বাজ উপাধি নেওয়াটা স্বস্তিকার আধুনিক মনের পরিচয় তুলি ধরে, নাকি পরম্পরাবাদী বর্ণবাদক সমর্থন করে, সেইটা নিয়া উনার বোল মাতার বিসি নাই। ঋষি ভরদ্বাজ গোত্রের উত্তরাধিকারী হবার গোইরোবত ভলভলা হয়া উটির বাদে, নাকি অসমীয়া জাতি-গণ্ডির থাকি মুক্ত হয়া উদার ভারতীয় সাজিবার কারণে উনার এই পরিবর্তন - সেইটা অবশ্যে হামা জানি না।

স্বস্তিকা ভরদ্বাজ আছলো ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রী। ওই কারণে উনায় অসমীয়া অইক্ষর লেখির না পায়। সেই বাদে উনায় রোমান অইক্ষরতে লেখি থাকে। এক একটা গল্প লেখা হবার পাছোত গল্পটা উনার মা-ক দিয়া দেয়। উনার মাও, স্বস্তিকার চোকা মাতার চোকা চোকা গল্পগিলা তার পাছোত অসমীয়া অইক্ষরত লেখি দেয়। স্বস্তিকার গল্পত গাঁও গেরামের মানসির মুখের কাথার শব্দগিলা না থাকে। উনার নতুন হিয়ার নয়া নয়া ভাবনাগিলাক উনায় ইংলিশতে লেখি যায়। পাছোত উনার মাও অভিধান দেখি দেখি দেশি ভাষাত বদলে দেয়। এই নাখান কাউকাসসাং করি একোটা গল্প শ্যাস করিতে উনার তিন মাস থাকি ছয় মাস নাগি যায়। কোনটাত বা নাগি যায় এক বচ্চর। আর, দ্যাশের উগদা-পণ্ডিতগিলা ওই না গল্প পড়িয়া আরও এক বচ্চর ধরি তারে না বাখানি করির ধরে। নামিক্কর পণ্ডিতেরঘর দামী পেপারগিলাত ওইটারে নাই নানানটা ছুতা ধরি ক্ষুদুরিঘোঙটানি ঘোঙটের ধরে। পোষ্ট মর্টেম চলিতে থাকে।

ঘাড় থাকি উনার কোঁকড়া চুলির গোছা ঝুলি থাকে। হামার গেরামের টঙু বুড়া উনাক দেখিলে কাউয়ার ভাসা বুলি কইলেক হয়। জিনস আর টি-শার্টের উপুরা গালাত এখান স্কার্ফ ওড়ে। চখু গিলা খিব চকচকা। টিং টিঙা খাড়া এখান নাক। সউগ মিলি উনাক এখান ইন্টেলেকচুয়াল চেহেরা দিচে। পেপারগিলার সম্পাদকেরঘর আর পণ্ডিতেরঘর এইনাখান একটা মুখের আগোত আসি তব্ধা নাগে। উনার মুখ থাকি খসি পড়া আদেক দেশি-আদেক ইংলিশ কাথা শুনি উমরা আরও খানিক ঝেমরি যায়। উনার চেহেরার সোদে উনার এই ইংলিশ মিশালি ভাষা এখেরে শিদল আওটাত কাপ্পামরুচ !

আজি থাকি পঁচিশ বচ্ছর আগোত, পাঠকের ঘর যেদু দেখিছে উপন্যাসের ধর্ষিতা নায়িকা আত্মহত্যার পথ বেছি নিছে, তাইলে একটা গভীর সুখত উপন্যাসখোনা পড়া শ্যাস করিচে। আজিকালিকার পড়াইয়ায় সুখ পায় সম্পাদক আর লেখিকার মাজত একটা গোপন সম্পর্ক উক্তি বির করি। এলা দিন আসিচে নয়া, মানসি আসিচে নয়া, আর মানসির গড়া এই সমাজখানও নয়া। এইলা সউগে নয়া দিনের নিশ্যান।

আজি থাকি তিরিশ বচ্ছর আগোত, স্বস্তিকার মাও সেলা শ্বশুর বাড়িত নয়া কইনা। শ্বশুরে খাবার চাইচে খুরিয়ার শাক। গাই খুরিয়ার শাক। নয়া কইনা খুরিয়া না চেনে। এই কারণে জঙ্গল বাড়ি হাতে তুলি আনিল কান্টা খুরিয়া। আন্দিল শাক। খোয়াইল শ্বশুরোক। কান্টা খুরিয়া খায়া শ্বশুরের কী সেই রাগ। মাইয়া খুরিয়া চেনে না, এই রাগোত, অভিমানত সোয়ামী গৃহত্যাগী হয়া গেইল। যার মাইয়া গাই খুরিয়া আর কান্টা খুরিয়ার পার্থক্য না জানে, উনার তো গৃহত্যাগী হওয়ায় ভাল। (নয়া কইনা কান্টা খুরিয়াক বেশি মর্যাদার শাক ভাবিয়া যে ভুল করিছেল, আজিকালি নানান শাক-সজি, গছ-পুলির বিবরণ দিয়া, খাদ্যগুণ বর্ণনা করি যে প্রবন্ধগিলা লেখা হয়, অইলা দেখিলে উনায় এই নাখান ভুল না করিল হয়

বোদায়!) যায় হৌক, এই না কারণে স্বস্তিকার মাওয়ের সোয়ামীর গৃহত্যাগের ঘাটাখান সলসলা করি দিছেলো!

সোয়ামী ছাড়ি গেইলে, কয়টা বচ্চর পরে, মানে বেটি যেলা ইস্কুল ভর্তি হইল, সেলা মাওখোনাও একদিন উচ্চ শিক্ষা লাভ করির বাদে কলেজোত নাম ভর্তি করিয়া, সালোয়ার-কুর্তা পিন্ধি আসি হাজির। সর্বনাশ! এমুন দুঃসাহস! সেই অপরাধোত উনাক প্রিন্সিপালের ঘরত খাড়া হয়া কতয় না কাথা শুনির নাগিলেক। খালি কি প্রিন্সিপাল, সেই সমায় তাত আছলো কলেজের আদ্ধেকের বেশি অধ্যাপক আর ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদকক ধরি পাঁচ জন বিভাগীয় সম্পাদক। এলাও উনার মনত ভলভলা হয়া আছে সেই কথা।

এমনে আছলো দিনকাল। উনিশ শয় পঞ্চাশ বা ষাইট সালের একনা কাথা মনত পড়িল। সেই সমায় একঝন শ্বশুর বলে উনার বউমার রান্দা ভাত খাওয়া বন্ধ করি দিছিলেক। কারণ, বৌমা বলে বেলাউস পিন্ধিছেলো! আর, দ্যাকেন, কালস্য কুটিল গতি! আজিকালি বাড়ির বৌগিলাক কয়া দেওয়া খায়, বেলাউস খান ভাল করি ওড়ো বৌমা!

বউয়েরঘর, বেটিরঘর, চুড়িদার সালোয়ার কামিজ উড়িবে, তার বিরুদ্ধত চিকরি চিকরি একোঝন গালা ফাটে ফেলাইতে না ফেলাইতে হর দ্যাখো, বেটিরঘর, বউয়েরঘর অইলা কাপড়াক আউট ডেটেট কয়া ঢ্যালে ফেলে দিয়া মিনিকার্ট পড়া আরম্ভ করি দিলেক। এলাও কিচু মানসি গেইল গেইল কয়া গালা ফাটের নাগিলেক!

স্বস্তিকার এই মাও, ভালে কয়টা গল্প লেখি সম্পাদকেরটে পাঠে দিচেলো। ছাপা হয় নাই। ক্যা ছাপা হয় নাই পুছিলে, উমরা কইচে, 'গল্পত একটা কাহিনী থাকা খায়।... গল্পের আরম্ভ আর শ্যাসোর মাজত একটা সংযোগ থাকা অবশ্যে দরকার।' কিন্তুক, এলা যেদু কাঙো এম এ ক্লাসত পড়া ছোট গল্পের নিয়াম অনুযায়ী গল্প লেখে, তাইলে বোল সম্পাদকেরঘর অইলা গল্প ডাস্টবিনত ঢ্যালে ফেলে দিবে। সউগ দেখি শুনি স্বস্তিকার মাও মিচিকি হাসি একেনা দিয়া কি বা বুজির চায়।

খুরিয়ার শাক স্বস্তিকার মা'ক কোটে হাতে কোটে তুলি নিগাইল। খুরিয়ার শাক আন্দিবার না জানা নয়া কইনা থাকি আজি উমায় এখান কলেজের প্রফেসার। হেটাকে বোদায় কয় 'গরু মারি গঙ্গাত ফেলা'! না হইলে, আজিও উনায় 'ও মাইনোর মাও' হয়া রইলেক হয়। আজিও খুরিয়ার সোদে বাইগন দিয়া শাক আন্দিতে আন্দিতে দিনের ছয় ঘণ্টা বিতি দিলেক হয়।

এলা মাও বেটি দুইঝনায় সুখী। নিজের নিজের পজিশন নিয়া সুখী। দুইঝন দুইঝনক নিয়া সুখী। টাকা-পাইসা উপার্জন আর খরচের স্বাধীনতার বাদেও সুখী।

কিন্তুক আজিকালি স্বস্তিকা কী বা একটা অসোয়াস্তিত পড়িচে। কি বা একটা হবার ধরে নাই, কি বা একটা পাবার ধরে নাই - এই ঢক।

ভালে কয়টা দিন হইল উনায় একটা ভাল গল্প লেখির চাবার ধইচ্চে। কিন্তুক কোন মতেয় উনায় লেখির পাবার ধরে নাই। একটা ভাল গল্প, একটা সচাং ভাল গল্প লেখাটা সহজ কামাই নোমায়। পড়াইয়ার হিদ্দের ভিতিরাত একটা ছাপ রাখি যাবে, এমুন একান ভাল গল্প লেখির গেইলে লেখাইয়ার ভিতিরা থাকি যে বোধ দরকার, একটা নদীর জলগিলা যেইটে থাকি উলসি আইসে, সেই নাখান উনার ভাবোনার মুখখান যেন বা শুকি গেইচে।

স্বস্তিকার মাথাত রাগের উজন হয়। সেই রাগ যায়া পরে উনার সোয়ামীর উপুরা। কেমুন মানসি হেটা? মাইয়াক একেনা ভাল কাথা কয়া, সাবাসী দিয়া তুলতি দিবার না পায়? এইলা তো একঝন সোয়ামীর কর্তব্যের ভিতিরাত পরে। কী দরকার তাইলে মোর এই নাখান সোয়ামী দিয়া? প্রগতিশীল, সুন্দরী, আধুনিকা স্বস্তিকা চন্দনক ফোন করেঙ্গমুই তোর সোদে একটা দিন বিতিবার চাঙ। আসির পাবু?'

পড়াইয়ারঘর ভাবির ধরিচেন, চন্দনপ্রতিমের বগলোত যাওয়া স্বস্তিকার কিসোত নাগে? হেটা উনার পিরিতি, সোয়ামীক সহ্য করির না পোয়া, নেকি উচ্চ-মধ্যবিত্তের বিলাসিতা ?

নাই কাথাতে নানান ক্যাচাল আরাম্ভ হইচে উমার সংসারোত। স্বস্তিকা আর মানে নিবার পায় না। স্বস্তিকার জীবনত চন্দনপ্রতিম বোদায় সেই খুরিয়া। এই কাণ্টা খুরিয়ার নছলা দিয়া স্বস্তিকার বাপ যেই নাখান করি স্বস্তিকার মা'ক ঘর হাতে বির করি দিবার বাদে বেয়াকুল হয়া উঠিছেলো, আজি সেই নাখান হয়া উঠিচে স্বস্তিকা ভরদ্বাজ, উনার সোয়ামীর ঘর হাতে বিরি যাবার বাদে। আর এই মনস্কামনা পুরণ করির বাদে আজি উনায় কতয় কি ইংলিশ শব্দের নছলা দিবার ধরিছে, যেমুন, আপসেট, ডিপ্রেশন, ফ্রাস্ট্রেশন্‌ আরো কত কি !

এতো দিনের পাছত, আজি স্বস্তিকার মা'র বুকুর মধ্য থাকি দিঘিলা একটা নিকাশ উটি আসিল। বহু বচ্চর আগত শোনা একেনা কতা আজি যেন বা উনার নিজের ভিতি ঘুরি আসিল ... 'যেমুন মাও, তেমুন ছাও' !

মীনাক্ষি বুঢ়াগোহাঁই অসমীয়া সাহিত্যের একঝন বিশিষ্ট লেখিকা। গৌহাটির এই লেখিকার গল্প আর উপন্যাস বর্তমান অসমীয়া পড়াইয়াগিলার কাছত বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিছে। বর্তমান "খুরিয়া শাকের সপোন" গল্পটা "মীনাক্ষি বুঢ়াগোহাঁইর নির্বাচিত গল্প সঙ্কলন" হাতে নেওয়া হইচে।]

বুলিবদল-২

একনা সামান্য ঘটনা

বাংলা ভাষাত মূল নেখাইয়া ঃ সুজয় বিশ্বাস
বুলিবদল : সুবীর সরকার

নবমী রাতি। মাথার উপরা ঠান্ডা আকাশোত আদখান ঝকঝকা চাঁদ হাইরোড ধরী মেলা মানসি ঠাকুর দেখির যায়। বেশির ভাগে গাও গেরামের মানসি। টকটক করি কাথা কইতে কইতে মন চাঙা মানসিলা ঘাটার বুলি যায়। গেরস্তবাড়ির বেটি ছাওয়া, গাবুর চেংরী, আরো চেংরার ঘর আরো কোলার ছাওয়ালাও। সাত আট কিলোমিটার হাটিয়া, টাউনের ঠাকুর দেকিয়া আতি বারোটা একটার সমায় গাওওত ফিরি যাবে। মানসির ভিরতে ভর্তুক বাসগুলা টাউওনোত ঢুকির নাগিচে। রাতি নয়টার পাছতো ফিরার বাসগুলাত একেনাকান ভিড় থাকিবে।

টাউনের ধনি মানসিলা মাইয়া ছাওয়া ছোটলাক ধরি রিক্সাত চড়ি এ মন্ডপ ও মন্ডপ ঘুরি বেরের ধরিচে। মন্ডোপের চাইরোপাকে অলোলৈ ঝলোলৈ, যেদুও মন্ডপ দুই টার মঝের জাগালা ভালে আন্ধার।

মাইকোত নামিক্কার গিদালের ঘরের গান বাজির ধইচ্চে।

তিনঝন গাভুর চেংরা প্লেন মাঠের শুনপাথারের ঘাটা ধরি হাইরোড পার হয়া পিল খানার ঘাটা ধরে।

তিন জনের ঠ্যাং টলমলায়, রাও জড়ে যায়। মনে হয় গোটায় মাতাল না হইলেও নেশা ধরা শুরু হয়া গেইচে।

উমরা মরা তোর্সার বগলের ঘাটা ধরি নানান কাথা কইতে কইতে ঢুল ঢুল করি হাটি যায়। তিন জনে তিন নাখান করি কাথা কয়। পইলা দুই জনে বেশি কাথা কয় আর তিতিয়া মানসিটা বেসির ভাগ সমায়ে চুপ করি থাকে মইদ্যে মইদ্যে হেসারি দেয়। বেশিরভাগ সমায়ে চুপ করি থাকে; অন্যমনস্ক।

***

টাউনের খিব আন্ধার মাখা ঘাটালার মইদ্যে এইটা একটা। খুব বেশি বাড়ি ঘর না হয়। দশখান পাকাবাড়ি আরো একশ খানের নাকান বেড়া দেওয়া বাড়ি। পুজা পরব চলির তানে চাইওরোপাকে ফাকার ফুকুর করি টুনিলাইট জ্বলে আর নেবে।

কনেক যাবার পাছত তিনোঝনে সিগরেট জ্বলায়।

শ্মশান ঘাটের বগলত একটা ডাঙ্গর শিব ঠাকুর খাড়া হয়া আছে। আর ডাঙ্গর শিব ঠাকুর এর উল্টা পাকে টিকুনিয়া বাগানত খাড়া হয়ে আছে একনা স্বাধীনতা সংগ্রামীর মূর্তি ঢক দেখি মনে হয় উমরা একেবারে লিলিপুট।

মূর্তি দুকানের মধ্য দিয়া যাবার সমায় তিতিয়া মানসী টা কইল," সমস্যাটা হইল কী জানিস? মাল খাইলে মোর জিবাখানত সুরসুরি উঠে।"

তোর কী ভোগ ধরিচে? কোনও খাবু নাকি?

দুতিয়া মানসিটা দরদ দিয়া পুছিল।

তিতিয়া মানসিটা কইল খাইলে তো ভালে হয়।

দুতিয়া মানসিটা পুছিল মোমো খাবু?

তিতিয়া মানসিটা কইল নারে তোমরালা মোমো খান খাও মুই এগরোল খাইম।কনেক জোর দিয়া কইল তিতিয়া জন।

উমরা কনেক আগে যায়া বাওপাকে ঘুরি ভারত কলোনির ঘাটার ভিতি হাটির ধরিল। কাঠের পুল পার হয়া একনা আগাইতেই উমরা সেই সার্বজনীন এলাকাত পঙছি গেইল যেটেকোনা দেবীপুজা টাউনের নাকান জমজমাট না হইলেও কনেক প্রথাগত আনন্দের আয়োজন করা হইচে।

ভারত কলোনির পুজামন্ডপ সাদামাটা। ঠাকুরকোনাও তেনং জৌলস নাই। মন্ডপত ঢাক বাজির ধরিচে, দূর থাকি ধুবাতির ধুমা দেখা যায়। ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ড বেশি পাইসা চার্জ করিচে বুলি ইমরা চন্দনগরের লাইটিং আনির নাই পায়। দুই ফুটিয়া বাশের খুটির উপরা ভলিবলের নাকান গোল গোল বাতি জ্বলির ধরিচে। তাতে কনেক আন্ধার মুছি গেইলেও চাইরোপাকে আলোতে ভলভলা নাই হয়।

যেটিকোনা দোকানের লাইন সেটিকোনা অবশ্য আলো একনা বেশি। মাইকোত বাজির ধরিচে এই বছরের হিট গান 'আরে চল গোরি লে যাব তোকে মোর গাঁও।' উমরা একাটা দোকানের আকপাকে যায়া খারা হইল যেটে মোমো আরো এগরোল দোনোটায় পাওয়া যাবার ধইচ্চে।

দোকানদার ন্যাছড়া দিয়া বিঞ্চিখান মুছি দিয়া কইল, 'বইস।'

'দাদা মোমোর সোদে সুপ হইবে?'পইলা জনের প্রশ্ন।

'হইবে'- দোকানী কইল।

আগোত কনেক মানসির ভির। উমার মাঝত খারা হয়া আছে জিনসের প্যান আরো টপ পেন্দা পোনেরো ষোলো বছরি একনা চেংরী। শ্যামলা রং। বুকের গড়ন ভালে। উনায় উয়ার ঢগ দেখের চাছে।

উয়ার সোদে একে বয়সী চেংরিকোনা পিন্দিছে সালোয়ার কামিজ। উয়ার চেহারা খ্যানখেনা নাগা, চখুর তলত অপুষ্টির ছ্যাঙা। সস্তার পার্লার থাকি সাজা তুলির টানের ঢক

ভুরুত, পোশাক-আশাকোত, যতনে বান্দা চুলিত আরো এই দেবীপুজার সৌজন্যত দোনোজনকে বেইস সুন্দর নাগির ধইচ্চে।

কনেক দুরত আঠারো উনিশ বছরিয়া দুকনা চ্যাংরা উমার পছন্দের নায়কের ঢক করি খারে আছে। চেংরালার নালানুটা চেহারা চোকেমুখে ফুটি ওটে। উমার পিন্দোনত জিনস এর প্যান্ট আরোও ফুটানি মারা শার্ট। কপালের উপরা খারা হয়া আছে বাদামি চুলি। উমার ঢক ও বোল বেয়া না হয়। পইলা আরো দুতিয়া মানসিক মোমো দেওয়া হইচে। তিতিয়া মানসির একরোল তাওয়ার উপরা। এনং সমায় একনা চেংরীক ফাকের একনা দোকান হাতে নেংরী নেংরী আসির দেখা গেইল। বগল আসিতে দেখা গেইল একটা ঠ্যাং টেরিয়া, হাটুর নিচ হাতে সুকি গেইচে। চকু দুকুনা ডাঙর। দেখি মনে হয় খিব তান্নাত আছে, প্যাটের ভোগোতে বোদায়?

ম্যাদরা নাগা ফ্রোক পেন্দা চেংরিটা যেলা বগল আইসাচে সেলা দোকানী বেটিছাওয়াটা উয়াক ক্ষেদে দেয়। 'যাহ!, যাহ!

বারো তেরো বছরের ঠ্যাং ভেংরা চেংরিটা কনেক ফাকত যায়া খারা হইল। এগরোলের পইলা কামরে পইলা মানসিটার মুকোত সোন্দা কাগজ বির করির তানে মুকোত হাত দেয়, বাকি দোনো জনে মোমো খাইতে খাইতে গল্প করির ধরে। হুট করি চেংরী মানসির গালা শুনি তিতিয়া মানসিটা চটকি উটিল।

সেলা একনা চেংরা চেংরীটাক দেকি কইল- "কায়রে ওটা টগর নাকি? তোক তো সেই মানাইচে।"

সচায় টগরোক খিব সোন্দর দেকা যাবার ধরিচে, মুকখান ডিবো ডিবো, শরিলোত যৈবন আসিচে, সবুজ শাড়ি আরো সবুজ বেলাউজের ভিতিরা দিয়া উকি মারির ধরিচে উয়ার ফর্সা প্যাটের একনা।

ডাঙর চেংরাটা আসি টগরের কান্ধত হাত থুইল। বেচারি টগর কাক নিয়া কোটে পালাইবে। টগর হাসি শরম খাইল।

এই সময় ভেংরা চেংরিটা দোকানের ভিতি আরও আসির ধরিচে।

দোকানদার পইলা দুইজনক সুপ দিয়া গামলাত জল ঢালিল। ফুটন্ত জলের গামলা হাতে কনেক ভাপ উড়ি গেইল। দোকানির ঘরের সিন্ডার ঢক রোগা বেটিছাওয়া আগাম হুমকি ফিয়া থুইল - হারামজাদি মাগিটাক পিলখানাত ক্ষেদে থুয়া আইসো। আর যেনে আসির নাপায়। দোকানদার কইল - হয় হয়।

টগরের অনুরাগী ফিরি গেইল।

তিতিয়া জন এক ঢোক জল খায়া জগটা নামে থুইল।

ভেংরা চেংরীটা টোক টোক করি খারে আছে, দুরত।

টগর আসি তিনখান এগরোলের অর্ডার দিয়া বান্ধবীঘরের বগল গেইল। উমার হাসি গল্প চলির থাকিল।

পইলাজন দুতিয়া জনাক কইল "কালি কি তোর সমায় হইবে? বিষয়টা নিয়া তোর সোদে ভাইল্লা কাথা আছে?" দুতিয়া জনা ইশারাত অপেক্ষা করির কয়া দোকানীক পুছ করিল "হামার কত হইল দাদা?" দোকানী কইল "ষোলো টাকা"। পইলাজনে পুছ করিল "মোমোর দাম কী ছয় টাকা করি?"

দোকানী কইলেক - "হয়"

দোকানী তিনিখান এগরোল কাগোজোত মোড়ে টগরের ভিতি দেখিল। টগর এগরোল নিয়া পাইসা দিয়া বান্ধবীর ঘরক ধরি অটে থাকি সারি গেইল।

হুট করি আগে আসিল ভেংরা চেংরিটা। লক্ষবোদায় টেবিলোত পরি থাকা আদা খাওয়া সুপের বাটিটা? নাকি উমারটে কোনও চাইবে? দোকানী উয়াক ক্ষেদায় আরো দোকানীর মাঈয়া চিকরি ওটে - "গেলু এটে থাকি গেলু।"

চেংরী টা জেদ ধরী খারা হয়া থাকে। এই দেকি দোকানীর মাঈয়া রাগে ভোম হয়া গরম জলের গামলাত এলুমিনিয়ামের মগটা নোবাইল আর তারপাছে চেংরিটার ভিতি ওই ফুটন্ত জল ঢেলের গেইলে তিনোজনে একসাথে চিক্রি উটি কয় -"কী করেন কী করেন"।

চমকি উটে চেংরী টা। টপটপে পাছপাকে ঘুরিয়া প্রানভয়ে ন্যাংড়াইতে ন্যাংড়াইতে দৌড়ি কনেক ফাকত যায়া ফিরি তাকাইল। উয়ার শিঙরি ওটা ত্রাসের দৃষ্টি সপাং করি ঝাপ্টা মারিল ওই তিন ঝনের নিশানাগা চখুর উপরা। চেংরী টা আস্তোকে আস্তোকে আন্ধারমাখা গলিত হারে যায়।

ইয়ার পরে একনা বিস্ময়;

উমরা তিনঝনে অভিযোগের ভঙ্গিত দোকানীর মাঈয়ার ভিতি দেখির ধরে। উমরা একান শুকান হাসি দিয়া উমার আকপাকে মগটা উল্টি দেখাইল। টাপ্পাউ করি পড়িল একফোঁটা জল। কৈফিয়ত এর ভঙ্গিত কইল এমনে ।... ভয় দেখানুং" তিনোজনে আস্বস্ত হইল।

***

দুতিয়াজনা বিল মিটি দেওয়ার পাছত উমরা কাঠের পুল পার হয়া আইসে। পাছত পরি থাকিল মায়াজরা পুজামন্ডপ, গানবাড়ি, মেলাবাড়ির ভিতিরা দিয়া হাটি যাওয়া মানসির ঘর টগর আরো উয়ার বান্ধবীর ঘর। দুই মুর্তির মইদ্য দিয়া হাটি যাবার সমে প্রথম জনা দুতিয়া জনাক পুছিল কং বোলে কালি কী তোর একনা টাইম হইবে? " দুতিয়া জনা ভারিক্কি গালাত কইল-"সাকালে ফাকা আছোং আসির পাইস"।

কনেক ফাকোত যায়া তিনোজনে সিগারেট ধরাইল। পইলা জন আর দিতিয়া জন উমরায় উমরায় কাথা কবার ধরিল। তিতিয়া জন আগের থাকিও চুপ আরও অন্যমনস্ক। উমরা হাটির ধরিল অলোলোই ঝলোলৈ ডাঙর মেলার ঢক টাউনের ভিতি...

বুলিবদল-৩

মাছি

ইংরাজী ভাষাত মূল নেখাইয়া ঃ Catherine Mansfield
বুলিবদল : শৈলেন দাস

যেলা থাকি উডফিল্ড বুড়ার স্ট্রোক করিছে, সেলা থাকি উঞার বউ-বেটি উনাক ঘরবন্দী রাখিছে। কোনোটে যাবার না দেয় । কিন্তুক মঙ্গলবার করি বুড়াক ঘরোত রাখা না যায়। সাজিপারি আগের মতোন অফিসবাবুর মতন দিনমানের জন্যে বিরি যায়। বাড়ির মানষি না জানে কোটে যায়, গোটায় দিনটা কী করে? টাউনত যায়া কোন বন্ধুর মাথা খায়? বুড়ার ব্যাপারটা হইল জারের দিনত শিমলার গছের শেষুয়া পাতটাকো ঠাইলোত ধরি রাখির চাওয়া। যদ্দিন বাচে তদ্দিন মনের মতন করি বাচির চাওয়া আরকি। বুড়া অফিসত-এ যায়। যে অফিসত সুনামের সাথে কাজ করি বন্ধুর নাখান মালিকের ব্যবসা বাড়ে দিছে। যে রুমটাত আগোত উঞায় নিজে বসিছে, ঐটে যায়া বসি থাকে। কর্মচারী, মালিক এলাও বুড়াক সম্মান করে। অ্যালা অবশ্য রুমটাত অফিসের মারেয়া বইসে। বুড়া উডফিল্ড চেয়ারত বসি সিগারেট টানে আর ঘুরানি চেয়ারত বইসা উঞার বন্ধুর ভিতি চায়া রয়। যে বন্ধু উঞার থাকি পাচ বছরের ছোটো, মোটা, শক্তপোক্ত--এলাও টারুয়া ভাজ নাই হয়।

এমন টনটনা বন্ধুর ভিতি একনজরে দেখি কয়,-- "ছচায়রে, তোক এই ঘুরানি চেয়ারখানত দারুণ মানাইছে"।

উনায় মাথা ঝকে "তৎকরায়, মোক-ও এইটে ভাল নাগে" কয়া ফাইনানসিয়াল টাইমস পত্রিকাখান উল্টায়। আসলেও, অফিসের মারেয়া উঞার এই অফিস ঘরটাক নিয়া বড়াই করে। গালাত মাফলার প্যাচা বুড়া উডফিল্ড ঘরটার সুখ্যাতি করায় মনে মনে মাড়েয়ার বুকখান ছাপ্পান্ন ইঞ্চি ফুলি উঠে।

"ইদানিং ঘরটাক সাজাছুং, এই ধরেন মাস খানেক হইল,-- সাদা গোল্লাওলা টকটকা লাল কার্পেট আর এই দুইটা",---মাথা ঘোরে দেখে দিলেক ধাংধাঙা একান বইয়ের আলমারি আর জুত করি বইসা নালিয়া মিঠাই রঙা ঘুরানি চেয়ারখানক। মহানন্দে চকচকা পাচটা কাইচের গিলাস দেখেয়া কইল,"এইলাও একদম নয়া"।

মারেয়া চায়া রইল টেবিলের উপরা রাখা বেটার ফটোকের ভিতি -- একদম ঝকঝকা, জ্বলজ্বল করি আকাইয়ার নাম আছে। ফটোকের পাইচলাত হুড়কার কালা ম্যাঘ। ছবিখান অবশ্য পুরানা, ছয়-সাত বছর থাকি টেবিলের উপরাতে রাখা আছে।

বুড়া উডফিল্ড "মুই তোক একটা কথা কবার চাং", চকু দুইটা আন্দার করি আরো কয়, "দেখতো, এইটা ফির কী? সাকাল থাকি মোর মনত ঘুটঘুটির ধৈচ্চে"। দাড়ির উপরাত একটা আচলাই-এর নাখান লাল দাগ দেখে দিতে দিতে বুড়ার হাত কাপির ধরিল।

বুড়া উডফিল্ড, দুইদিন বাদে চাইর খুটিয়াত চড়িবে, উঞ্চার ভিতি ইয়ার্কি করি মাড়েয়া কইল, -- "মোরটে একটা জিন্তু আছে, যেটা তোমাক এই জারের দিনত আরাম দিবে। দারুণ মাল! বাচ্চাছাওয়ার-ও ক্ষতি না করে"। ডেস্ক খুলি একটা বড় চাইরকোণা বোতল বির করি কইল---"এই হইল সেই ওষুধ। কাকো কন না, উন্ডসোর দুর্গের মাটির তলোত ভাইলদিন পোতা রাখা--তিপুরানি মাল"।

বুড়া মাল দেখি থ হয়া গেইল। মাড়েয়া যেদু রুমাল থাকি বিলাই-ও বির করিল হয়, তাও এতো খাংখাগু না হইল হয়।

প্যানপ্যানে কইল,---" হুইস্কি না?"

বোতল ঘোরেয়া মারেয়া লেবেল দ্যাখাইল, -- হুম্‌, হুইস্কি।

"তুই কি জানিবুরে ভাই, বাড়িত কাহো মোক এইলা ছুবারও না দেয়"। মনটা কয়, এই দুঃখে বুড়া বুঝি কান্দি ফেলাবে।

"হ্যা, সব বেটিছাওয়ায় একে ঢক", কয়ায় ঝটপট দুই গিলাসত পেগ বানে কয় "ন্যাও, টানো। তোমার শরীল মন ঝরঝরা করি দিবে। ইয়াত জল মেশা যবে না। জল মিশাইলে এই মালের টেম্পার কমে"। মাড়েয়া মালটা টুক করি মারি দিয়া, রুমালত মোছ মুছিতে মুছিতে বুড়ার ভিতি নজর দিল।

বুড়া উডফিল্ড গিলাস ফাকা করি খানিক ঝিৎ করি রয়া আস্তে করি কইল, "মালটা বাদাম দিয়া বনা"। বুড়ার শরীল গরম হইল, -- মনে হইল, এই বুঝি নেশা মাথাত ধরিল।

চেয়ার ছাড়ি উঠি "একটা কথা ছিল, মোর মন কয় তোর জানা দরকার। গেল হপ্তায় মোর বেটিরঘর সুইজারল্যান্ডত ছিলেক। তোর বেটা রিজ্জিই-র কব্বর দেখি চিনির পায়। উমাল্লার বোদায় বন্ধুতা ছিলেক"।

বুড়া খানিক ঝিৎ করি রইল। মাড়েয়া কোনোয় না কইল কিন্তুক চকুর পাতা নড়াতে বোঝা গেইল, বুড়ার কথাটা ঠিকে কানত গেইছে।

"কব্বরটা সাজা-গোছা ঝকঝকা করি রাখা, বেটিরঘর দেখি খুশি হইছে। আচ্ছা, তুই কি এর মধ্যে দেখির গেছিস"?

মাড়েয়া মাথা নটপটাইল, নানা ঝুটঝামেলায় দেখির যাওয়া হয় নাই ।কাপা গালায় বুড়া উডফিল্ড কয়, "বিশাল জাগা জুড়ি বাগান, সৌগ কব্বর ঘিরি ফুলের গছ, বেইশ সুন্দর চওড়া রাস্তা"। খানিক চুপ থাকি আইশ্চর্য হয়া কয়, "জানিস, ঐটেকার হোটেলত খানিক

আচারের দাম কত?" আস্তে কয়, "বেটি গেরটুড কইল, একপোয়ার বয়াম থাকি দুই চামুচ খাইছে, তারে দাম দুইশো টাকা! দিনোতে ডাকু আর কাক কয়! বেটিও হোটেলক শিক্ষা দিছে, নুকিয়া আচারের বয়াম বাড়ি ধরি আসিছে। ভালে পাছুং! পাইসার বুঝি মাও-বাপ নাই"! কয়ায় বাড়ি যাবার ঘাটা ধরিল। মারেয়া-ও উঠি দরজা পর্যন্ত আগে কইল, "ঠিক কাজ কইরছে"। উডফিল্ড বুড়া চলি গেইল।

মাড়েয়া ভালেক্ষণ দরজার গোড়োত খাড়ে রইল, যতক্ষণ না পিওনটা উঞ্চাক দেখি হচকচে পাশ কাটি যাবার ধরিল, "মেসি, আধাঘন্টা ঘরত কাহোয় যেনে না সোন্দায়, বুঝলু"!

--- "ঠিক আছে ছার" দরজা বন্ধ করি মোটা থলথলা শরীলটাক ঘুরানি চেয়ারত ধ্যাপ্সেস করি ফ্যালে দুইহাতে মুখ ঢাকি একলায় কান্দির মনস্থ করিল।

বেটার কব্বরের কথা কয়া বুড়া মাড়েয়া-র বুকত শূলার হান দিছে। মাড়েয়ার চকুত ভাসির নাগিল, --- কব্বরত শুতি থাকা উঞ্চার বেটার ভিতি বুড়া উডফিল্ড আর বেটি এক ধিন্দি তাকে আছে। কী তাইজ্জব ব্যাপার! ছয় বছর হয়া গেইল। এলাও বেটার একে নাখান মুখ, অবিকল জামা-কাপড় পিন্দি থাকার কথা না হয়, তাও, "ও বাপো" কয়া মাড়েয়া হুকহুকি কান্দির ধরিল। কিন্তুক চকুর জল শুকি গেইছে। বেটা মরার বছর খানেক ভাবিছে, ইয়ার থাকি বড় শোক-তাপ বুঝি আর কিছুই নাই। যদিও জানে --- সমায় ঘাউয়া সারার মস্ত বড় দাওয়া।

অইন্য কাহো হয়তো এই শোক-তাপ কাটে উঠির পায় কিন্তুক, মাড়েয়া পাইল কোটে! কি করি সম্ভব? একমাত্র বেটা। নিজের ব্যাওসার উন্নতির কথা শুরু থাকি ভাবিছে,--সৌগে না বেটার বাদে। বেটা আছে বুলি এতো দৌড়-ঝাপ, পরিশ্রম, মাথার ঘাম ঠ্যাঙোত ফেলা। বাপের কর্তব্য বেটার ভালের বাদে কিছু করা, তারপর, বেটা পরিশ্রম করিবে তার বেটার ভালের বাদে। এইটায় না জীবন!

কিন্তুক মানষি ভাবে একটা, হয় আর একটা।

বিশ্বযুদ্ধের এক বছর আগোত বেটা অফিসত বসি কাজকর্ম শিখির ধরে। সাকাল সাকাল বাপ-বেটায় একসাথে একে ট্রেনোত নিজের অফিস যায়, রাইতত একেসাথে ফিরি আইসে। অফিসের সগ্গায় বেটার প্রশংসা করে।বেটার প্রশংসা শুনি কোন বাপের বুক গর্বে ফুলি না ওঠে! বেটা অফিসের কাজ ভালে শিখি নিল। সৌগ অফিস স্টাফ এমনকি পিয়ন মেসি-র সাথেও সুন্দর করি কথা কয়, ইমরাও মাড়েয়া-র বেটার কথায় কথায় 'বা! দারুণ তো"! শুনি খুশি হয়।

কিন্তু সুখ ক্ষণস্থায়ী, অঘটন ঘটি গেইল। সেই দিনটা আসিল, যেদিন পিয়ন মেসির টেলিগ্রামখান মাড়েয়ার-র হাতত দেয়, সেদিনে মাথাত চড়ক পড়িল--- "গভীর দুঃখের

সাথে তোমাক জানাং যে ...." মাড়েয়া ভাঙি পড়িল, পাগলার নাখান অফিস থাকি বির হয়া গেইল।

ছয় বছর আগোত, ইশ! কোন সুলকিতে ছয় বছর হয়া গেইল... মনটা কয় উদিঙ্কার কথা! মাড়েয়া মুখ থাকি হাত দুইটা সারে নিল, অচানক কথা। আজি আর অতটা কষ্ট না পাইল। চেয়ার থাকি উঠিতে উঠিতে বেটার ফটোকখানের ভিতি আরো একবার দেখিল। যদিও ছবিখান ভাল না হয়, চকুর তাকানি অচম্ভুত, ঠান্ডা --- বেটাক দেখিতে একনাও এমন ছিলেক না।

ঠিক এই সময়ে একটা মাছি কালির দোয়াতত পড়িল। মাড়েয়া এক ধিন্দি মাছিটার দোয়াত থাকি উপরা ওঠার মরায়া চেষ্টা দেখির ধরিল। "বাচাও! বাচাও"-- চিকরি মাছিটার উপুরা ওঠার কী আপ্রাণ চেষ্টা! কিন্তু দোয়াতের গাও ভিজা, পিচলা। উপরত উঠির যায়া আরো পিচলি কালিত পড়ি পঙার পারে। যত চেষ্টা করে ততোয় ঘুরিউল্টি পিচলি পড়ে। মাড়েয়া মাছিটাক একটা কলম দিয়া তুলি ব্লটিং পেপারত রাখিল। মাছিটা খানিক ঝিৎ করি রইল, চ্যাটচ্যাটা কালিত ভিজি জ্যাবজ্যাবা গাও। এবার সামনার ঠ্যাংলা ঝটপটের নাগিল, শুরু করিল ড্যানাত চিটকি থাকা কালি মোছার অস্বাভাবিক কাজ। ঠ্যাংলা খরমরে ড্যানার উপর নীচ ঘসির নাগিল। একসময় মনে হইল ড্যানালা শুকাইল, এক এক করি দুই পাকের ড্যানা মেলে উড়িবার রিহার্সাল দিল। ঠিক আছে, উড়ির পাবে। এবার মুখ পরিস্কার করা শুরু করিল। আলন্দে সামনার ঠ্যাংলা দিয়া ঘষি ঘষি মুখ মাথা গাও পরিষ্কার করি থামিল। বিপদ কাটি গেইছে, নতুন জীবন পাইল---এইবার উড়ি যাবার পায়।

এই সময়ে মাড়েয়ার মাথাৎ কুবুদ্ধি খেলাইল। কলমটাক কালিত ডুবাইল। যেই মাছিটা উড়ির চাইল, তেই ডেনাত আরো কালি নাগে দিল। এলাবা কী হইল! মাছিটা ভয়ে খাংখাঙা নাগিল, উড়াল দিবে না না দিবে বুঝির না পায়। খানিক বাদে আরো সামনার ঠ্যাংলা খরমরায়, ডেনাত আচরায়, ঘষি ঘষি কালি তোলা শরু করে কিন্তুক আগের থাকি স্পীড কমি গেইল।

মাড়েয়া নিজোকে পাজি শয়তান ভাবিল। মাছিটার সাহস আর কাজের প্রতি নিষ্ঠা দেখি খুশি হইল। যতোয় বিপদ আসুক তার থাকি উদ্ধার পাবার এই চেষ্টাক স্যালুট জানাইল। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। মরার আগে মরণ নাই--- মাছিটা খিব পরিশ্রম করি কষ্টেসৃষ্টে গাও থাকি চ্যাটচ্যাটা কালি তুলি ফেলে যেই না উড়ির যাবে, অমনে মাড়েয়া মাছিটার গাত আর একফোটা কালি ঢালি দিল। হায় কপ্পাল!কী আপদ! মাছিটার কী আনুরি আবস্থা! কিন্তু মাছিটাও নাছোড়বান্দা। আরো ঠ্যাংলা খরমরায়, ডেনা ঘষি ঘষি চিটকা কালি তোলে। মাড়েয়া এক ধিন্দি মাছিটাক দেখে আর মনত শান্তি পায়। মাথা হেলে মাছিটাক সাহস দেয়, "বাপোই তুই পাবু, হাল ছাড়িস না---"। নিজে ফোকে ফোকে মাছিটার ডেনা শুকির সাহায্য

করে। মাছিটা কালি তোলার কাজ জারি রাখে। কিন্তুক গাত যেনে বল-এ না পায়। হ্যাসপেসি উঠিছে। ধীর গতিতে কাজ চালে যায়। মাড়েয়া ভাবিল, আর না---এইবারে লাস্ট।

হায়! কোন ভুত যে মাড়েয়াত মাথাৎ চাপিছে! আরো একফোটা কালি মাছিটার গাত নাগে দিল। ইস্! কী মারি ফেলা কান্ড!

মাছিটা ঝিৎ করি রইল। নড়েও না, চড়েও না। পাচিলার ঠ্যাংলা গাত আটকি গেইল, আগিলার ঠ্যাংলাক-ও দেখায় না যায়।

মাড়েয়া চিকরি উঠিল,"নে বাপোই, ওঠ! কাজ শুরু কর। পাবু, তুই পাবু, তোক দিয়া হবে!" কলম দিয়া মাছিটাক খানিক নড়ে দিল। কিন্তুক নাই, সৌগ শেষ। মাছিটা মরি গেইছে।

মরা মাছিটাক কাগজকাটা চাকুত তুলি নোংরা রাখা বালটিংওত ফেলে দিল। কিন্তুক মাছিটার মরণ দেখি মাড়েয়ার ভিতিরা মরণের ভয় চাপিল। পিয়নটাক চিকরি ডেকাইল,--" মেসিই মেসিই! চট করি আয়।"

খাক্কাউ করি কইল, "কয়খান ব্লটিং পেপার ধরি আয়", টেবিলের উপুরা চ্যাটকে থাকা মাছিমারা কালির দাগ দেখে দিয়া কয়, --"টেবিলখান ভাল করি
দেখ দেখি"।

মেসি ঘর থাকি চলি গেইলে, মাড়েয়া ভাইবতে থাকিল, "কী তাইজ্জব কান্ড! এটা কী হইল! তার মানে.... "

---- পকেট থাকি রুমাল বাইর করি মুখ মুছিল, রুমালখান জামার কলারের নিচত রাখিল। ভাবার চেষ্টা করিল,---কী কান্ডটা ঘটিল? কিলকিলা আন্দার, কিছুই ফম পড়িল না। --- জীবনের মতে ফম পাসরি গেইল।

বুলিবদল-৪

বিছিনা

ফরাসী ভাষাত মূল নেখাইয়া ঃ গী দ্য মোপাসাঁ
বুলিবদল : নরেন্দ্র নাথ রায়

মরকের চিমসানী গরম পড়িছে। এ্যাই গরমোত আর থাকা না যায় হিঞা। এ্যালা বাড়ির ভিতিরার থাকি বায়রায় আরাম বেশি। বাড়ি থাকি বিরিয়া ডিগলা ঝকঝকা ঘাটা দিয়া হাটির ধরলুং। মোক হাটিতে ভালে নাগির ধরিল। ঘাটার কাইস্টার গছগছালি থাকি ছোঞছেএঞা বাও আসিয়া মোর শৈল আর মনোক ঝনে তাজা বানে দিল।

এ্যাদি ফির হাঁটিতে হাঁটিতে আসি গেলুং কাপড়ের দোকানের আকপাকে। দোকানীও চিমসানী গরমোত বোদায় ভালেকোনায় কাবু হৈচে, উমরা ঘামিয়া এ্যাকেরে নালকাল হৈচে। দোকানটাত নানান পোশাক পাওয়া যায় শুনিচোং। এ্যাটেকোনা রাজা মহারাজার পোশাকো নিলাম হয়।

কী বা মনোত হৈলেক, দোকানোত সোন্দালুং। কাউন্টার থাকি এ্যাকজন দোকানী কৈলেক - বাহে আইসো আইসো। মুইং পোশাক পছন্দ করির বাদে উকটাউকটি করির ধরলুং। অজগবি এ্যাকটা পোশাকের ভিতি নজর পড়িল। শুনলুং পোশাকটা 15th Lui আমলের। পোশাক ভালেদিন আগের হৈলে কি হৈবে- এ্যালাও নয়ার নাকান চকচকা। এ্যাই পোশাকটায় পছন্দ হৈলেক। কিনি ফেলালুং। কয়া থোং পোশাকটা বোল পিন্দিবার বাদে মুইং কেনোং নাইং। মোর ঘরত এ্যাকটা ইতিহাস থাকিবে এ্যাকিনা আশাতে কিনা।

ইতিহাস কিনি আনিছোং বুলিয়া কথা! মনের আনন্দে বাড়িত আসিয়া পোশাকটা বারেবারে বোলের ধরলুং। বোলাইতে বোলাইতে ডাইনপাকের জোবের উপুরা হাত পড়িতে কাগজের খানেক শব্দ পালুং। মনটা খুলবুলির ধরিল, সিলাই করা জোবের ভিতিরা কী আছে? জোবের সিলাই কাটিতে আর ঘরের মাঝিয়াত এ্যাকটা হৈন্না রঙের খামবন্দি চিঠি টুন্নুস করি পড়িল। খামের উপুরা সুন্দর করি লেখা-

প্রতি,
মসিয়ার

চিঠির ভিতিরা লেখাগুলা কিন্তুক আইজকালকার লেখার নাকান ঝকঝকা নোমায়। তোং বুঝা বোল চিঠির শুরুটা ঐন্য আর চিঠিলার নাকানে। তিন নং লাইন থাকি আসল কথা লেখা। এ্যালা চিঠিখান যায়।

পড়ং-
হিদ্দের বন্ধু,

আইজকাল মোর শৈলটা খুব এ্যাকটা ভাল নাইং। ব্যেরামের জ্বালাতে বিছিনায় মানষি সমান হয়া আছোৎ। বায়রা এ্যাকনাগাড়ে ঝড়ি পড়ির ধরিছে। মুইং ঘরের ভিতিরা গরম লোপের

তলত থাকি হয়া মনের ঝাপা জানলা খুলিয়া স্বপন দেখির ধরলুং। এ্যাকনা বই জোগাড় করিচোং। মনটায় কয় এ্যাই বইখান বোদায় মোরে বাদে লেখা হৈচে। বইটার নাম পরে না হয় কইম। বইটা তোমার পছন্দ নাও হবার পায়। কিন্তুক বইয়ের এ্যাকনা অংশ তোমাক ভাল নাগির পায়। অকিনা জাগায় তোমাক পড়ি শুনাং-

তিনদিন এ্যাকনাগাড়ি বিছিনাত শুতি আছোং। বিছিনাত থাকিতে থাকিতে হোর কোনবেলা থাকি বা বিছিনা মোর মাথাত ঢুকি গেইল। ভাবিত ভাবিতে মনে হবার ধরিল হমার জীবনের মূল হৈলেক বিছিনা। কোনে না হৈবে? বিছিনাতে হয় উপজন, দিনাও বিছিনাত জীবনের কয়ঘন্টা করিয়া কাটে, জীবনের শ্যেযোত বিছিনাত থাকিয়ায় হামার হয় মরণ। মোরটে এ্যাকনা ভাল কলম আছে। মুইং ঐ শখের কলম দিয়ায় লেখিম বিছিনার ইতিহাস। ঐ বইয়োত থাকিবে মজার মজার কথা, ভয়ের কথা, আনন্দোর কথা, আরো কত কী! এ্যাইল্লা বেবাক কথা নিয়া এ্যাখান বই লেখিম মুইং। জীবন নিয়া নানান অভিজ্ঞতার কথা থাকিবে, ফির নীতিকথাও থাকিবে বইখানোত। যে পাঠক যেমন চাইবে, তার মনের খোরাক বইয়োত উকটি পাইবে। এ্যাদন বইয়ের দরকার আছে না নাইং বন্ধু? তোমরায় কন!

হিদ্দের বন্ধু, মোর বিছিনাখান তোমরা তো দেখিছেন। তোমরা ধারণা করির পাইবেন না এ্যাই বিছিনাত শুতি শুতি মুইঞ কত কী আবিষ্কার করিছোং। ঐবাদে মুইং বিছিনাখানোক যে কী ভালোবাসিচোং তাক হিসাব করি কওয়ার না পাইম। যত কৈম, ত্যেং ঝনে এ্যাড়ে যাইবে। যাইহৌক মোর মনে হৈচে তোমাক কয়টা কথা কং। মোর আগোত মোলা মানুষ, যাক মুইঞ চেনোং না, উমরা মোরে নাকান এ্যাই বিছিনাত এ্যাকদিন শুতি আছিল। উমরা বোদায় শুতি শুতি মোরে নাকান খানেক আনন্দ পাইছে, খানেক ভয়ো খাইছে; আর উমার চিন্তা ভাবনার খানেক নিগরানী অংশ এ্যাই বিছিনাত পড়ি আছে।

সচা কথা মুই মাঝে মৈধ্যে মানষিলার চিন্তা ভাবনার তল উকটি না পায়া ঠস খাং। দেখং মানষি নয়া বিছিনা কিনিবার বাদে দোকানোত কোনে বা হামলে পড়ে। এ্যাই ভোদাই মানষিলাক কায় বুঝাইবে, নয়া বিছিনাত পুরানকালের স্মৃতি আর স্বপনের জ্বাল না থাকে। মোর বিছিনা যতয় মৈলা হৌক কিন্তুক মোলা মানষি এ্যাইখান বিছিনাত বোল থাকিছে, কাং আরাম করিছে। কারো উপজন হৈচে, কাং ফির শ্যেষ যাত্রা এ্যাই বিছানাত করিছে। ভাবি দেখো বন্ধু! কত মানষির সতে এ্যাই বিছিনার সম্পর্ক আছিল। পত্তিটা মানষির জীবনের কত সময় কাটিছে এ্যাইখান বিছিনাত। হুম, তিনশত বছর হৈল বিছিনাখানের বয়স।

মুইঞ হিঞা দেখিরে নাগিচোং বিছিনাত শুতি আছে এ্যাক যুবতী। যুবতীকোনার শৈল ভাল নোমায়। থাকি থাকি হাঁপানীর টান উঠে। ভাল করিয়া উকাশ নিবার না পায়। হোসপোসাইতে হোসপোসাইতে চিকরি উঠে। সিতানের কাইন্টাত বসি আছে উয়ার মাও। যুবতীর কোলাত এ্যাকনা ছাওয়া। ছাওয়াকোনা বিলাইয়ের বাচ্চার নাকান মিউ মিউ শব্দ করে। মাওয়ের নাকানে ছাওয়াকোনা সিন্ডা হৈচে। ছাওয়াকোনার শুকান শৈলের চামড়া ঢিলা হয়া গোটো গোটো হৈচে। হাঁপানীর জ্বালাতে উকাশ নিবার না পাইলেও যুবতীর মনোত শান্তি কম নাইং। উমায় চোংরা ছাওয়া উপজাইচে। ছাওয়াকোনা হবার সতে সতে পোয়াতিমাও উয়ার সিন্ডার নাকান সরু হাত দুখুনা বাড়ে দিয়া আদর করি কোলাত তুলি নেয়। পোয়াতির চৌখোত মহা আনন্দের জল। ঐ

চোংরাছাওয়াকোনা উমার থোপের সৈন্তা। ঐবাদে সগায় আনন্দ করে। পোয়াতি মাও বিছিনাতে ছাওয়াকোনার চুমা খায়। বিছিনাখান ছাওয়া চুমা খাওয়ার আনন্দ বোদায় বুঝির পায়া নিজেও আনন্দ হৈচে। বিছিনাত ঝনে সাগরের ঢেউয়ের নাকান আনন্দোত পিলকায়। এ্যাই দুনিয়াত মা-ছাওয়ার আদরের ছবির থাকি আর মহান জিনিস কী থাকির পায়?

এ্যাকনা কবিতার কথা ফম হৈল! গেলবার তোমরায় মোক শুনাইছেন! কবির নাম আমাছানা ফম পড়ে কবির নামটা বোদায় রউসাউ! কয়টা লাইন এ্যাদন আছিল - যেলা বিছিনাত হামরা শুতি থাকমো বগলাবগলি, টিস্সা আর কামনার আগুন জ্বলে শৈলের ভিতিরা ঠোঁটোত ঠোঁটত, সুটসুটে কত কান্ড, পিরীত জ্বরোত হামরা ভোগমো।

কবিতার এ্যাই কয়টা লাইন বিছিনার পান্নাত সিলাই করি লেখি থুবার চাং।

মরার নাকান যন্ত্রানার ঘটনাও আছে এ্যাই বিছিনা নিয়া। বন্ধু উমার কথা ভাবেন, যায় এ্যাই বিছিনাত থাকিয়া শ্যেষ উকাশ ছাড়িছে। এ্যাইখান বিছিনাত কত মানষির জীবন গছার সৈন্তা নিবি গেইছে। যে উপজন-দোবর দিয়া জীবনের মঞ্চোত উমরা সোন্দাইছে, ঐ দোবর চিরকালের বাদে ঝাপাও হৈচে এ্যাই বিছিনাতে। তিনশত বছর ধরি কত বুক ভাঙা ডুকরি ডুকরি কান্দর, কত যন্ত্রানা, কত কাউলা কাউলি যমের অত্যাচারের ইতিহাসের সাক্ষী এই বিছিনা। হিদ্দের মানষির হোল্টাই সোল্টাই কান্দন, মরার কালে গালার শোষ গোঙারি, কত চৌখের জলোত বালুশ ভিজি যাবার ঘটনা সৌগলায় ঘটে এইখান বিছিনাত। যে বিছিনা থাকি শুতি শুতি মুইঞ তোমাক চিঠি লেখির ধরিছোং। তিনশত বছর ধরি এ্যাকনাগাড়ি মোলা জীবন মরণ নাটকের সাক্ষী এ্যাই বিছিনা।

উদিনকা বিছিনা থাকি শুতি শুতি মুইঞ এ্যাদন ঘটনালা আবিস্কার করং। বুঝিছোং বিছিনার থাকি বেশি কাইন্টার সম্পর্ক আর কারো সতে নাইং। আর হামার জীবনের সুন্দর সমায়লা তো বিছিনাত আরাম করি শুতিয়ায় কাটাই।

বিছিনার কথা কয়া শেষ করা না যায়। হামার কষ্টের দিনলাও কাটে এ্যাই বিছিনাত। যায় ব্যেরামোত ভোগে, তায় তো বিছিনাকে ঠিকিনা বানে থোয়। অসুখী শৈলের ঠিকিনা বিছিনা ছাড়া আর কী হবার পায় কন তো? সৌগ কথার শোষ কথা হামার জীবনের বিছিনায় হৈল আসল সম্বল।

এ্যাদন কত চিন্তাভাবনা মোর মনোত উলুকভুলুক করির ধরিছে; সৌগলায় কোং করি তোমাক কং বন্ধু? বেবাক কথা যে লেখি জানাইম তার সমায়ও নাইং। এ্যালা মুইং কী করং? তা হৈলে মনের খাতাত কিতায় কথালা লেখি থুইম? তারে উপুরা ফির মুইং হাপসি আছোং। ঐ বাদে নরম বালুশোত মাথা থুইয়া হাত ঠ্যেং বিছিনাত ছড়ে দিয়া সলসলা হয়া থাকিয়া নিন পাড়ির মন চাওয়ার নাগিছে। কিন্তুক তোমরা ফম পাসরি ঝনে না যান, কালি বেলাভাটি তিনটার সমায় মোক দেখির আসির নাগিছেন বোল। তোমরা আসিয়া হয়তো দেখিবেন মুইং খানেক ভাল হয়া উঠিছোং। এ্যাই বিছিনাতে হামরা দুই হিদ্দের বন্ধু আড্ডা মারিমো।

এ্যালা বিদায় চাং বন্ধু। এ্যাই মুইং বোল মোর দোনো হাত বাড়ে দিলুং তোমার ভিতি। তোমরা এ্যাকনা চুমা ছাড়ি দেও, উড়ি উড়ি আসুক মোরটে।

বুলিবদল-৫

চপরাতি দুন চলে

মূল নেখাইয়া ঃ ইন্দ্র বাহাদুর রাই
বুলি বদল : ভাস্বতি রায়

চালা থাকি নোটকে থোওয়া মাটিয়া ত্যালের টিন গিলা বাও-বাতাসে খ্যাটাং খ্যাটাৎ করি নড়িবার ধরিসে। ছাপড়াটাকও দুন ওড়েয়া ধরি যাবে, এই মতন হাতাশ মনোৎ উপজন হসে।

ঘরের ভিতিরা হাওয়ার মিছাৎ-সাচাৎ ক্যাল-ব্যালিৎ ডিব্রি-ন্যাস্ফো থাকি আইসা ছ্যাম-ছ্যাম আলোৎ কালুর বাপ মাও দোনোজনে উপরা পাখে চালার ভিত্তি চায়া থাকিল। খড়ির ধোয়া নাগি নাগি কোইষ্টা কালা হওয়া টিন গিলাৎ মানষির দেহা থাকি বেরা ঝসের নাখান ফোটা ফোটা জলের বিন্দু দেখা যাসে। ধুরপিস আর গামার্রি নাখান গছের খড়ি গিলা চৌকানা করি কাটা টিন লার ৮০- ৯০ টা চাল্টি টুকরাক ধরি থুইসে।

"সালার এইটা টিলাৎ হাওয়াও ফাইক করি আইসে।'--হাওয়া কনেক মইধাম হয়্যা টিনের আওয়াজ কনেক কম হইলে কালুর মাও আখা ধরেবার ধরিল।

"আহ! কি যে করিম দুটা কনেকো শম দেসে না। কালুর বাপ কওয়ার নাগিল-"আজি পুরা এক হপ্তা হবার ধরিল সাতাও।"কইতে কইতে জল আর ও মুসল ধারে ধ্যার-ধ্যার করি পড়ির ধরিল। শব্দোৎ এলা চাইরো পাখ যেন ডুবি গেইসে। এলা তামান ভাসে ধরি যাবে, মাটি ভুসুরি পড়িবে।

-"এই ঘরটাৎ মাটি ভুসুরিবার ধরিসে। মন্টা কসে হামাকো ধরি যাবে।হে মহাকাল বাবা! রাখিলে তোমরায় রাখিবেন, মারিলে তোমরায় মারিবেন।"

ধারার চাটির গাওৎ বাতাস জলের ধারা গিলাক যেন আছরের-পাছরের ধরিসে। ধারার চাটি গিলা ভিতিরা পাখেও ভিজি গেইসে। ধারার গাওৎ নাগে থোওয়া চৌকি-সেযা শুকান জাগাৎ টানি নিগি থোওয়া হইসে। কালু বাচ্চা বইনিক ধরি থাকি নিন গেইসে।

---"তোর বাদে এই নাখান জাগাৎ আসি বাড়ি বানের নাগিল।"কালুর বাপ এক্কেবারে মেজাজ গরম করিয়া কইল-"না হলে পুলিশের চাখিরি করিয়া টাউনের মইধ্যৎ বিল্ডিং বাড়িৎ থাকিলি হয়। না এই নাখান দুন,না মাটি ভুসুরিবার চিন্তা।"

কালুর মা কুনো না কঞা চুপ করি থাকিল।

-"সেই খ্যাত-খ্যেতি করিবু বোলে! দরাজ কাপাল করি আসিসিস্‌।" উয়ায় মনে মনে গিমসির ধরিল।

--"তোমরা যাও কেনে ভাল করি থাকি নিন যাও।" কালুর মাও এইবার কইলেক

--"আষাঢ় মাষিয়া বরণ এই মতনে না হয়,পততে সনে না এই নাখান সাতাও যায়। কি করিমো আর, মাটি ভুসুরি মরিমো তো মরিমো, মরণ আসিলে তো"

-"মরণ অনসের ধরিসিস তো, তুই মরিবো কে।"

জল কনেক শম দিবার ধরিসে। কালুর মাও চা বানেবার ধরিলেক। জল পরা আরো কনেক থামিলে বায়রার চালি হাতে টুপুস-টুপুস করি পরা জলের শব্দ শুনির ধরিল। চা খাইতে খাইতে পুছিল- "কত রাতি হবার পারে?"

"কায় জানক কত রাতি হোবে, এগারটা-বারোটা হইসে মোন্তায়।" কালুর মাও কইতে কইতে হামি কারির ধরিল।

--"এলা তো থামিবে মন্টা কসে।"

--'হওয়ার পায়।"

চা খাঞা উয়ায় উঠিল। দুয়ারোৎ যায়া কনেক থামিল। বর্ষণের জলোৎ ট্যাপ-ট্যাপা ভর্তি হঞা থাকা ভারাটাৎ পাও নাগি জল গিলা উথুলি পড়িল।

'কি রে দেখিস ও না!'--উয়ায় কোনো কইল না। দুয়ার খুলিয়া বায়রার ঘুট-ঘুটা আন্ধার থাকি উঠি আসিল রুংডুং নদীর হাতাষ ধরা শব্দ। সেই গিস্সানির আওয়াজ চাইরো ভিত্তি প্রতিধ্বনিত হঞা ফিরি ফিরি আসিল। মইধ্যে মইধ্যে আন্ আন্ শব্দোও শুনা জাসে, উয়ায় আন্দাজ করিল যে নদী বড্ড কোনো 'খনিউ' (বিশেষ পার্বত্য বৃক্ষ) গছ ভাসে ধরি আইছেসে, নাহলে নদীর ধ্যইন্যার মাটি ভাঙ্গিপরি গটায় নদীর জল হল্লিদয়া হঞা গেইসে। আন্ধার এতটায় ঘুট-ঘুটা যে নিজের হাত-পাও লাক্ষয় দেখা যাসে না। উয়ায় বনুষক কইল-

--'টর্চ বাতি টা ধরি আয় তো, টর্চবাতি টা।" বালিশের তলোৎ খোওয়া টর্চ ধরি আসিল কালুর মাও।

-"ওড়ে ধরি পালাইসে রে।" বাতি ধরি কালুর বাপ বাড়ির পাছ পাখে গেইল। তামান ডিজি গেইসে। গোয়ালির ভিতিরা গোটায় দেহাটাক সন্ধোয়া বসি ছিল গাইটা। কালুর বাপোক দেখি খাড়া হঞা "গোয়া গোয়া' করি ডেকের ধরিল। জলোৎ গরু টার দেহাটা গোটায় ভিজি গেইসে। গোয়ালির পাতলা টিন গিলা পলকোটে নিয়া কালুর বাপ গোয়ালির চালাৎ চরিয়া টিন লাক সাজাইতে সাজাইতে আস্তে-ধীরে ডাঙ্গে-ডুঙ্গে ঠেলি দিবার ধরিল।

কনেক টুপ টাপ করি জল পরেসে।

কালুর মাও একটা বড্ড নিলী/শ্যাংলা নাগা পাথর ওঠে সোয়ামিক দিবার ধরিসে। এ মতন সময়ে আরো জোরে জল পড়ির ধরিল। ঐ বাদে কালুর বাপ বনুষ ঘরোৎ যাবার কঞা সাথে-সাথ কওয়ার ধরিল যে উয়ায় বেশ-কম করি কনেক ঘাস গরু টাক দিয়া আইসেসে এলায়।

"না একখে সাথে যামো'-কঞা কালুর মা খাড়া হঞা থাকিল।

"তাহলে তুই ঘাস দে, মুই একিনা গছেয়া ও হো মোক বাতি কায় দেখাবে তাহলে? থাম্ থাম্ এলায় হঞা যাবে।"

খাড়া হঞা থাকিতে থাকিতে কালুর মাওয়ের মুখের আর গাওয়ের কাপড়ের উপুরা দিয়া জল পড়ির ধরিসে। যেমন-তেমন করিয়া কাটা পুরা করিয়া টপ করিয়া গাই টাক ঘাস দিয়া দনোঝনে ঘর সোন্ধাইল।

কাপড়-চোপড় বদল করির ধরিলে দনোজনাকে নাটকের ভিখারির মতন দেখির নাগরছে। অগুনটা ফোকেয়া দনোঝনে উয়াৎ হাত-পাও সেকির ধরিলেক।

-"চা পাওয়া যাবে'

--'থাকিবো না?"

--"তুই থাক, মোর বাদে চা থুইস।"

কালা কেটলিং কালের মাও জল ঢালির লাগিল।

কালুর বাপ কইল-- "ফাইক করি ঢাল"-বনুষটা ঢালিল। কালুর বাপ উপুরা পাখে দেখির ধরিল আর গুঞ্জি ঘোওয়া দড়ির টাকুরাশি টা নিকিলিয়া চাটিটা বান্ধির ধরিল। ও পাখে কোনদি বান্ধিবে ঐটা চিন্তা করির ধরিল। ওপাখে কোনদি বান্ধিবে ঐটা চিন্তা করির ধরিল। শিল-চাকা টা দেখিল।

"ঐটা আন্‌তো"

"কোনে?"

"হাওয়ার জোরটা যিব আছে" কালের মাও কোন কওয়ার পালেক না। কালুর মাও জাতাটা ওঠে দৌড়ি নিগি উয়ার গোর ধরি গেইল। দড়ি বান্ধিয়া উয়ায় কনেক নিশ্চিন্ত হইল।

কেটলিটাৎ থোক করি কনেক চা-পাতি ফেলে দিয়া কালুর মাও বগলের খাট-টাৎ কনেক থাকিল নিন্ দিবার বাদে। কালুর বাপ কি যেন চিন্তা করির ধরিল, এদি চা উথুলিয়া কেটেলির টুটি দিয়া বেড়েয়া অগুনোৎ গোল্লোৎ করি পরিতে খালে আচাৎ খায়া চমকি উঠিল কালুর বাপ। চা বানাইতে বানাইতে জোরে হাওয়া উঠিল আর চালাৎ ঢাৎ করিয়া আচ্চিহুমকায় কোনো জিনিস আসিয়া পরিল। 'উত্তিশ (পার্বত্য গুল্ম জাতীয় ছোট গছ)' গছের ঠাইল হোবে কিন্তু কালুর বাপ এখেবারে চমকি উঠিল।

বর্ষণ কোনেক থামিলে বাতি না বোঝেয়া বনুষক না ওঠেয়া উয়ায় ও জাগা করি থাকিল। দুপুরা কালে ছিটি দাওয়া মূলার বীচি গিলা তামান-এ হয়তো ধুইঞা গেইসে। শাক বাড়ির আলি ভাঙ্গি পড়িয়া গেন্ধা ফুলের গছ গিলাও ভাঙ্গি গেইসে হয়তো। সাকালে টপ করিয়া উঠিয়া ভীমসেন পাতির (অরহর গছের পাতের নাখান পাত-ওলা গুল্ম) গোর হাতে জল যাওয়া নালা কাটির নাগিবে।

কোনেক দম্‌ নিসে কি ন্যেয় নাই, চখু খুলি দেকে জোর হাওয়া আর বর্ষণ ঘরটাক আরো টোংগোর-বোংগোর করি হেলের ধরিসে। ঘরটাক যেনে ওলটায়ায় দিবে, য্যান ওড়ে ধরি যাবে। চাইরোপাখের গছ-গাছালি গিলাৎ জল-হাওয়া ভালে কনেক আওয়াজ করিতে করিতে দুন হবার ধরিসে।

উয়ায় বনুষক ওঠেয়া-"ভয়ানক দুন চলেসে, কালুর মাও, এলা কি করা যায়?" উয়ায় উত্তর টা দিবে এই নাখান সময়ে ঘ্যাররররর্র ঘ্যাররররর্র করি মাঝিয়া খান নড়ির ধরিল।

-"কি বেলা হোইলেক উঠো উঠো।"

টর্চ ধরিয়া উয়ায় দুয়ার-কোয়ারি খুলিয়া বেরাইল। উয়ার বনুষও পাছে-পাছে বেড়াইল। দোখে আগিনা খানের আধখান ভুসুরি গেইসে, দেখিতে দেখিতে একটা বড্ড কিন্তুর গছ (একনাখান পাহাড়ি ফলের গছ, মূলত পশু খাদ্য) ও ওই গাড্ডাটাৎ পড়িয়া নীচোৎ চলিয়া গেল।

হাতাশে কান্দিতে কান্দিতে কালুর মাও ক ইল--"এলা কি করিমো?"

"তুই যা ছাওয়ালাক ওঠা"--উয়ায় বনুষ কইল। কালুর মাও ঘরোৎ গেইলে উয়ায় ছোট ছোট টর্চ বন্ধ করি দুয়ারোৎ খারা হঞা দেখিতে থাকিল।

কনেক পড়ে, উয়ার মনে হবার ধরিল যে বর্ষণ আর কুহার মইধ্যতেও সাকাল হবার ধরিল, এত্তেনিষ্ঠা আশার কিরণ দেখা যাবার ধড়িল। ঐ সময়ে ঘরের ভিতিরার ডুলি থাকি মুর্গা বাক দিবার ধরিলেক। উয়ায় সন্দ নিবারণ হইল।

-"কুক রুক কু"

সাকালে কালুর মাও চুৎরোৎ (কাঠের পিপা) দুধ ধরি হাটের ভিত্তি যাসে সেলা বোর্রা ঘুঙ (বর্ষাতি) পিন্ধি কোদাল দিয়া আগিনার গোরোৎ একটা নালা কাটির ধরিসে। কালুর বাপ ভাল বুঝি দিল-- "খিল-তারকাটি ধরি আসিস। ফম্‌ পাসুরিস না, এঠে গোটায় দিনটায় তামান বানেবার নাগিবে।"

--"বেশি বর্ষণ হলে কালুক ইস্কুলোৎ পেঠাইস না" কঞা চলি গেইল। মাটির ঢিসকুনা (মাটির বড্ড বড্ড চাপড়া) পরির বাদে ঘাটা-পথ বন্ধ ছিল। প্রতিদিন সকালে যেইলা মানষির সুদায় দেখা হয় আজি উমার কাহোকে দেখা গেইল না।

মোটামুটি দেড় ঘন্টা চলির পর মোক্তান বাবুর (ব্যক্তি বিশেষ) বাড়ির গোর পৌছি গেইল। এইঠেকেনা আধা স্যের দুধ দিতে দিতে ভিতর থাকি আও দিলেক। "ভিতরোৎ আসি বইস না।"উয়ায় ভিতরৎ যায়া বসিল। গরমে গরমে এক কাপ চা খাওয়ার বাদে ঢক, গাবুর ঘরনী বাবুনীটা অনুরোধ করিল। ছাতিটাক দুয়ারোৎ খাড়া করি থুঞা ভিতর গেইল।

চপরাতি দুন হইছে। ঐ বাদে নিন দিবার পায় নাই। ঐ বিষয়টা নিয়া কথা কওয়ার ধরিসে দুই জনে। কিট-কিটা কালা চেহারার বড্ড দেহার গড়নের চল্লিশ বছর ব'স হবে হবে

এইনাখান মাইয়া কালুর মাও, বাবুনীক কাজাক করি কবার ধরিসে যে হামার তো গোটায় রাতি চক্ষু মুক্রজির পাই নাই।"

-" হামেরাও তো গটায় রাত বাতাসের বাদে চখু মুঞ্জির পাই নাই। এই খিড়কিটা ঘটর ঘটর করি নরিসে গটায় রাভিটা। মোর তো কনেকো নিন ধরে নাই।"

--"ও হো তোমার তো একিনায় খালি, হামার তো ঘড়টাকে হাওয়ায় উড়ি ধরি গেল হয়। তোমার এটে তো খালি মাটি ধসার হাতাস করেন, হামার তো আগিনা খলো তামান ভুসুরি পালাইসে। এলা ঘরটা গেইলে হয়। বর্ষণ যেমন এ হউক কনেকো সুখে-শান্তিতে ওয়ার পামো না হামা। বর্ষণ হোক আর যাই হোক গাইটাক তো আর না খয়া থুবার পাম না। ঘাস আনিবায় হোবে। রাতিত নিন না গেলে কি হবে, দিনত তো আর নিন যাবার পামো না।"

বাবুনীও চালার ফোড়ং দিয়া চোঞা আইসা জল দিয়া কাপড়, বই-পুথি ভিজি যাওয়া, উয়াতে আরো বিজলি বাতি চলি যাওয়ার নাখান অপঝাইটা ঘটনার কাথা কইল।

---"কিন্তুক হামার চায়া চোমার এইলা ঘটনা কুনোয় না হয়। এই দেখো কেনে জল আসির বাদে মুই এঠে আছো কিন্তুক বাড়িৎ যে কি কান্ডটায় না হসে, মনটা আচাৎ-বাচাৎ করেসে। জোয়াট্ট-ভুট্টা গিলাও তামান হেলি গেইসে।" কালুর মাও আন জাগাৎ দুধ দিবার চলি গেইল। উয়ায় মনে মনে চিন্তা করির ধরিল--মিছায় মিছায় হামা খ্যাত-খ্যাতি করির চিন্তা করিলি--

উয়ায় ভাবির ধরিল--বন্দোরৎ ছিনো মাস গেইলে চাখিন্দারি মাইনা, যেইটা যেমন ছিল তামান চলেসে। ছাওয়া-পোয়ার ইস্কুলও বগোলোতে ছিলো। জল আনির বাদে কাদোবাড়ি ঘাটা মাড়েবার নাগে নাই। সোজা পরিষ্কার ঠন-ঠোনা শুকান রাস্তা, না দুনের হাতাশ, না মাটি ভুসুরিবার। এই মতোনের সুখের দিনোৎ কোন দেও-ভূতের তালোৎ পড়িয়া খ্যাৎ-কৃষি করির আসিনো। কাথাৎ আছে না 'মাথাৎ বিষ নাই তো নিজে ডাঙ্গে বিষ কোরা। 'যেদিন থাকি খ্যাত-খ্যাতি শুরু করিসি সেদিন থাকি নিক্কাস নিবার উকাশ পাওয়া যায় না। নেজ্গুল গিলা দেখো ঘাস কাটিতে কাটিতে কাচিদাও দিয়া কাটা গেইসে, গোবর আর আংরার ঘুল দিতে দিতে চ্যার-চ্যারা ফাটা হাত কাহোকে দেখাও না যায়। দেহাগিলা একেবারে শুকিয়া সোরপোট্টা নাগা হইসে। একদিনো ঘর-সংসার ছাড়ি কোনোঠে বেড়া যায় না, কোনোঠে বেড়েবার কাথা তো হাউসেও ভাবা যায় না। বস এই মতন করি জীবনটা কাটে দিয়া এই নাখান করি মরি যাও!

একটা হাফু নিশ্বাস ছাড়ি--

ঘস্টা-ঘস্টি করি মরি-বত্তি কাম-কাজ করিও খালি চাইরটা প্যাট-ভাত আর পড়নের কাপড়টা। বস্ একিনার বাদেয় না? কোনো দিন কোনো ভাল শাক-পাতিটা খাওয়া, একখান

ভাল কাপড়া পিন্ধিবার ব্যাপারে নাই। খান-খোড়াক গিলা তো শরমের বাদে দিসরা মানষির আগোৎ খাওয়ায় না যায়।

উয়ার মনোৎ খুব করি খুন উঠিল।

উয়াউ এলা থানার দারোগারঠে দুধ দিবার গেইল। দুয়ারের খিল ঠক-ঠকে দুধ কইতে মইলা মেষ্টানি পড়া জামা পিন্ধা একটা চেংড়ি বেড়েয়া দুধ নিবার ধরিল।দুধ দিতে দিতে ভিতিরা থাকি দারোগানি গালা ওঠে কইল "কালি আরো তিন স্যার দুধ ধরি আসিস আবো, ক্ষীর বানে বার নাগে, ভালে করি আনিস।"

কায় জানে কেনে, কনেক পড়ে চেংড়িটাক দিয়া কালুর মাও কা পেঠাইল যে--"কালি দুধ হবে না। জেওয়ারির দুধটায় মুসকিল হয়। জল-বর্ষণের বাদে আসিরো পাও না নাই। অইন্যঠে থাকি নেয় যেন। "দারোগানি শুনিয়া ব্যেরে আসিল। দুয়ারোৎ খাড়া হইল থাকা ঘভিজা কাপড়া পিন্ধা কালুর মাওর ভিত্তি দেখি কবার ধরিলেক "আনি দিস, দোসরা মানষি মুই কোঠে আসের যাম এই নাখান জল-বর্ষণের দোয়াৎ। তুই এ আনি দিস্। দীপকের জনম্ দিন ঐ বাদেয় তো,না হলে..."

- "না হোবে না" হাপসি যাওয়া কুণ্ঠিত ম্যান-ম্যানা সুর উয়ার অন্তর থাকি বেড়ে আসিল। দারোগানিক উয়ায় টস খায়া দেখির ধরিল - সাফ সুথরা কাপড়া, কেমন গোড়া মুখ খান, কেমন সুন্দর হাত গিলা। উয়ার সোয়ামির সুখ আছে, ঘর ভত্তি ছখি পালং আর দোরাজত শাড়ি কাপেড়া।

- "হবার পাবে না..এই নাখান হাওয়া আর বর্ষণের দিন হলে মুই আসিম কো না।"

- "তাহোলে কি গোটায় দিনটায় জলুয়া/ চা খামো? হুটা কেমন কাথা কইস? ধরি আসিস যেমন করিএ হউক। ধরি আসিস।"

কালুর মাও কুনোয় না কঞা সিড়ি দিয়া নীচোৎ নামি বাজার চলি গেইল। ঘাটা চলিতে চলিতে অস্থির মন নিয়া মনে মনে কাথা কইতে কইতে চলির ধরিসে।

-- নাহ! এই নাখান মাটি ভুসুরিবার হাতাশ আর হাওয়ার হাতাশে বাচি-বত্তি থাকিয়া দুই একর ভূই-এর মাটি পত্তি সনে দোবানি চাষ দিয়া কামাই করার ব্যাবস্থা নিজের পরিবারক মারি ফেলার জোগার হয়। গাই দুইটা আর দামড়াটা তামান বেশি-কম একটা দাম-দড় করি ব্যাচে দিম। ঘরের টিন, কাট-খুটা, গোয়ালির জিনিষ তামান ব্যাচে দিম। ছোট্ট বাচ্চানিয়া একটা খোপড়া ঘর পাঁচ-ছয় টাকাৎ ভাড়া নিয়া বাজারোতে থাকিমো। মুই মোড়-চৌপথিৎ শাক-পাতি ব্যাচাম ঠুলির মাও এর নাখান। উয়ায় রাজমিস্ত্রির কাম জানে। নাহলেও চৌকিদারি কাম তো পাবেয়। ছাওয়ালাক কোনো মতে ভালে-মন্দে মানষি করিমো। মুই নাথাকো ঐ নাখান নিধুয়া পাথারোৎ। --মনস্থ করিয়া উয়ার মনটা কনেক শান্তি পালেক। পাওয়ের বিষটাও ঠিক হঞা গেইল। জলোৎ সপ-সপা ভিজা দেহা কাপড়াও এলায় উয়ায় পড়োয়া

করে না। এই নাখান খুশি মন ধরি উয়ায় মইধ্য গলিত চানা-ভাজার দোকানীরঠে গেইল। দুই আনার দানা-বুট ভাজা খরিদ করিয়া কাজের জাওলাটাৎ থুইল। চানা-মটর নিয়া কালুর মাও একটা দর্জিনীরঠে আসিল "তোমরা জেঠে থাকেন সেইঠে কেনা কোনো ঘর খালি হোবে কি?"

--"না তো, কেনে দিদি তোমার ওত্তি কি মাটি ভুসুরিসে?"

--"না হয়, মুই বন্দোরোৎ ঘর অনুসের ধরিসু। জল শৌচালয় কনেক গোরোৎ হবে জেইঠে। দশ- পরো টাকে পর্যন্ত।"

--"একটা ঘর তো আছে দিদি, বিজলিবাতির বাদে দুই টাকা আলদা করি দিবার নাগিবে এক মাসের।" উয়ায় চলি গেইল।

--"কালি তোক মুই খবর দিম দিদি।"

-"মুই নিজে এই নাখান সময়ে তোরঠে আসিম।"উয়ায় ওঠে থাকি ছাতিটা ধরি মাল গুদামের ভিত্তি যাবার ধরিল। এলাও দুই জাগাৎ দুধ দিবার নাগিবে।

বি বি গুরুং এর চালির গোরোৎ পৌছিল তো দেখে সাকাল থাকি তামান মানুষি ঘরোতে আছে। দুই-তিন জন বায়রাৎ খলতোৎ খাড়া হয়া ছাতি ধরি আলাপ করেসে। কালুর মাও পাছ-ঘাটাদিয় ঘুরিয়া দুধ দিবার গেলেক। কি হইসে উয়ায় কোনয় না জানে। সোয়মি-স্তিরির কাহারো কোনো হোবে হয়তো, ছাওয়া-পোওয়া তো নাই। মোটাই বনুষটা দিনভর মল-খাড়ু, ঘুঙুরা বাজেয়া ভিতর-বায়রা করি থাকে। একটা ধলা বিলাই (নিনি) ধরি দূরের টারি পর্যন্ত পৌছি যায়। উপরোৎ 'লাডেনলা সড়ক'-ওৎ সোয়ামিটার ড্রাই ক্লিনিং-এর দোকান আছে।

-"কি হইসে? কেনে এতলা মানষির ভিড়?" দোসরা বাড়িটাৎ আসি উয়ায় পুছ করিল।

-"নিনির মাও রাতিৎ পরি যায়া ফিট হুইসে, এলাও বেহুশে আছে।"

--"কোঠে পড়িসে?"

-"রাতিৎ দুয়ার-কোয়ারি বন্ধ করির সময় দেখে ধলা বিলাইটা বায়রাৎ-এ রঞা গেইসে। উয়ার ম্যাও-ম্যাও ড্যেক ও জল-বর্ষণের বাদে শুনা যায় নাই। বর্ষণ কনেক শম্ দিলে উয়াক অসেবার বেরাইসে কিন্তুক বহু ডেকা-হাকার পড়েও উয়ায় আসিলেক না। সেলায় নিচপাথের সড়কটাৎ যায়া পড়িসে। হ্যার-ব্যেরি করি ডেকা ডাক্তারো টপ করি পৌছিবার পারে নাই বর্ষণের বাদে। এলাও হোঁশ আইসে নাই।"

-ধুর

তোর, তামান ঐ কালুর মাও ধীরে কইল--"এইটায় ঐ বিলাইটায় না?"

বিলাইটার বাদে!"

ধলা বিলাইটা গরম আখার গোরোৎ বসিয়া দেহার রোম চাটেসে। কালুর মাও ঐ সময় ওঠে থাকি চলিযাবারও পাইলেক না কেনে যেনে। দুয়ারের চৌখুটাৎ বসি দেখির ধরিল। ঐ সময় উমার মান্যিটাক কান্দিতে কান্দিতে আসির দেখিল। বুঝা গেইল উমার বাড়ির বনুষটার মিতু হএ্রা গেইল।

--"কি আশ্চর্য জগৎটা!"--কালুর মাও চুংরো থোওয়া জাওলাটা কান্ধোৎ থুইয়া বেড়ে গেল।

চৌকিদারনির ঘরোৎ এক পোয়া দুধ দিল। ওঠে মালই ধরি আইসা একটা বাচ্চা চ্যাংড়িক কনেক দুধ সড়কে দিয়া মাটিৎ থ্যাপ করি বসি পড়িলেক। ছৌকিদারনি গরম চা জ্বালেয়া নামাইল। আর আখাত দুধ থুইতে খুইতে পুছিল "বইনি তোমার ওদি কেমন খবর? দুন তামান নষ্ট করি দিসে না আছে? তামান শ্যাষ করি দিসে না।" কালুর মাও কি বোধায় চিন্তা করির ধরিসে, কোনো কাথা কইল না। চৌকিদারনি আরও কইল-"এঠে বন্দরোৎ কোন আপদ-বিপদ নাই, কোন কোছুর ভয় হাতাশ নাই। কিন্তু খ্যাত বাড়িৎ কি যে কষ্ট সেইটা হামরা জানি। ঐ বাদেয় না হামার বাপ- জ্যাঠো বন্দরোৎ আসিসে।"

কালুর মাও কনেক শক্ত হয়া কইল--"আপদ-বিপদ কোনঠে নাই? সব ঠেকেনায় না আছে। হা দুন-বর্ষণ তামান এ বিগড়ি দিসে। কিন্তুক এলায় না তামান ঠিক করি নিমো। কোনো বেশি কামতো নাই। নিজের ঘরটা, গোয়ালিটা, গাইটা আছে গোয়ালিটাৎ, খ্যাত আছে, বাগানোৎ তিরিশ-চল্লিশটা বাঁশ হোবে, গগুন গছ আছে কয়টা আর নেভারা গছ গিলা। সেমাস-কাকড়ির জালি গিলা উপরা পাখে উঠির ধরিসে। দুন বর্ষিন আর কতকেনা নষ্ট করিবে? ঐলা না এলায় পৌছি বানামো।" মুখ পোড়া যাবার নাখান কাউ-কাউ গরম চা ঢোকে ঢোকে গিলি খায়া উয়ায় বাজারোৎ গেল। খিল-তারকাটি নিবার। মনে মনে উয়ায় কবার ধরিসে--"খুব দেড়ি হয়া গেইল, কালুর বাপ এলা মোক ছাড়িবে না,গরম দেখাবে।"

কালুর মাও খুব জোরে হাটির ধরিল। তামান ঠিক করির লাগে যে।

আলোচনা-১

বাওকুমটা : কামতা জনপদের ঝাকুয়া মানষির থেকুয়া কতা

অরিন্দম রায়

কথাকার কমলেশ সরকারের (১৯৫৪) 'বাওকুমটা' (২০২১) গল্প সংকলনের পত্তিটা গল্পতে ফুটি উঠিছে উত্তরবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলের নিম্নবিত্ত মানষিলার জীবন গতানের ছবি। আরও পষ্ট করি কবার গেইলে গল্পগিলাত কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলার রাজবংশী জনগোষ্ঠী, মুসলিম সমাজ ও আরও পাশত থাকা মেলা জনজাতির মানযিলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান, ইতিহাস, পুরাণ, লোককথা, লোকশ্রুতি, লোকগান, লোকবিশ্বাস, লোকখেলা, পূজা-পার্বণ, নদী জীবনে কথা বারে বারে ঘুরি ফিরি আসিছে। চাষা-ভুষা মানষিলার সাথত আরও মেলা পেশার মানষিলার আলো-আন্ধারি জীবন নিয়া লেখক উমার গল্পের প্লট বান্ধিছেন। পাহাড়, সমতল, নদী, বন-জঙ্গল মিলিয়া ওই এলাকার ভৌগোলিক বৈচিত্র্য আর প্রাকৃতিক সুন্দর্য বেঝমন আছে, তেমন আছে- বানা, খরা, ঝড়া, অভাবের মতোন দুঃখ-ব্যাদনাও। প্রায় পত্তিটা গল্পতে একনা যন্ত্রনা ঝেন বাওকুমটা বাতাসের নাখান ঘুরি ঘুরি আসিচে। ম্যাঘ-রৌদের খেলা অ্যাংকরি চলিবার ধরে উমারলার জীবনত। সুখ-দুখের জীবনত নানান বিত্তিধারী এই মানুষলা দেহাভাসার ঢক করি গাও ছাড়ি দেয় না। বরং বিপদে-আপদে একজন আরেকজনের পাশত খাঁড়া হয়। সামাজিকতা, পাড়া-পড়শির বাদে দরদ কমলেশ সরকারের গল্পলাত আলাদাকরি চৌখত পড়ে।

চাষা, কামলা-কিস্যানলার বাইষ্যালি চাষাবাদের বাদে ম্যাঘ-বৃষ্টির উপরত ভরসা করিবারে নাগে। কিন্তু আষাঢ়-ষণ এই দুই গাড়া-গাড়ির মাসত যদি বৃষ্টি না হয়া খরা হয়, তাইলে তো মানষিলার দশা হয় শুকান ডাঙার মাছের মতোন। চারিপাকে ঠনঠনা নাগা জমি, পুকুরি দেখি কৃষকলার হা-হুতাশ করা অসহায় মুখ আর তার বাদে বেটিছাওয়ালার হুদুম দ্যাও পূজার পাছত বৃষ্টি হইলে মাঠ ভরা চই-চইয়া জলে চাষা মাঠের রূপ বদলি গেইলে কৃষক, কিস্যানলার জীবনত যে রং নাগে তায় দেখাইছে চাষা মাঠের উপকথা গল্পখানত। বৃষ্টি না হইলে গোটায় বছরের খোরাকি আর সংসার চইলবে ক্যামন করি এই চিন্তাতে উমারলার মন স্কাইলার্ক পখিটার মতো ফটিক জল ফটিক জল করে। নুন আইনতে পান্তা ফুরায় মানষিলার এমন হাঁসফাঁস দেখি সুরথ মাস্টারের মনটাও কষ্টায়। পানির অভাবত শুকান ডাঙাত হৈড্ডা নাগি থাকা পাটা-কোষ্টা, শুকান ডাবরি, ফাটা জমি, আর শুকান পুকুরি দেখি সগায় ঝেলা এই চিন্ত াত ডুবি যে- 'বাড়ি পানি না হইলে হালচাষ হৈবে কেঙকরি।" স্যালায় উমারলাক বৃষ্টি-

বাদলের ঠাকুর হুদুম দ্যাওক স্মরণ করির নাগে। হতাশ করে না লোকদেবতা হুদুম দ্যাও। সারারাতি পূজার পরে ম্যাঘত আকাশ হাড়ির কাজল হয়া বৃষ্টি নামে। একে বাতির বৃষ্টিতে দোলা-ডাবরিলা জলময় হইলে কিষানলা আর উমারলার বনুসলার প্রাণত হাসি খেলে।

নীলু, বুদারু, সুধারু সগায় নাঙল-জোঙল-বলদ ধরি ডাবরিমুখা হয়। আনন্দে গান বিরায় হালুয়ালার গালাত-'ও জীবন রে, মোক ছাড়িয়া না যান। "এমন ছুটন গান, মইষালের গান, গাড়িয়ালের গানের ছোটো ছোটো নাইরকা হালবাড়িতে গড়া হবার ধরে। নকুল উনার জমির শ্যাষ দুই আতর জোরে হাটির কয়া বলদ দুইটার সাথত কথা কয়। কিস্যানের এই বুলি, হালুয়ার ময়দানের বুলি আর কাহো বুঝুক না বুঝুক বলদজোরা ঠিকে বুঝে। চোক ঢোকেয়া গরুলাক থামেয়া বাইয়্যার কুরি-বাইশ দিন ডাবরি বাড়িতে খায় কিস্যানলা। পান্তা, চুড়া, দোভাজা, শুকটা, সিদল, ছ্যাকার গোন্দ গোটায় ডাবরি ছড়ি যায়। নীলুর বউও যায় খাবার ধরি দোলাবাড়ি। আল্লির মাথাত বসি খাইতে খাইতে নীলুর মুরলী খুড়ার কথা মনত পড়ে। খাজনা দিবার অভাবে মুরলী খুড়ার জমি আর হালের গরু দুইটাও নিলাম হয়া গেইচে। মাথাত মেলা ঋণের বোঝা ভাবি নীলু চিন্তা করে, ভালে ভালে আবাদ হইলে ঋণ শোধ হইবে। চাষা মানষির চাষে জীবন। সময়ের আবাদখান সময় মতোন হইলে উমার আর চিন্তা থাকে না। নীলু, নকুলেরঘর হাল বোয়ের চায়, বৃষ্টি চায়- আর সেকিনা হইলে উমার মুখত কথা ফোটে 'হালুয়ার হাল, জালুয়ার জাল, চাষার চাষ না হইলে দ্যাশ চৈলবে? এই গল্পখানত লেখক চাষা, কিস্যান মানষিলার চিন্তা, হতাশা, আনন্দ, বিশ্বাস, আচার সবলায় মিলি এক গোটাল ছবি তুলি ধরিছেন।

হরিদাস মণ্ডল বা হাড়িয়া সর্দার আসামের গোয়াল পাড়ার চিকনা নগরের অধিপতি ছিলেন। তারে চাইর বেটা বিশু, শিশু, মদন, চন্দন যোঝারু যোদ্ধা। কামতাপুর যেলা গৌড়ের পাঠান সম্রাট হোসেন শাহের অধীনত (১৪৯৩) ছিল, সেলা কামরূপ থাকি মুসলমানের অধিকার হটের বাদে একের পর এক মেলা যুদ্ধই হইছেল। বিশ্বসিংহ (১৪৯৬-১৫৩৩) কামতেশ্বর হইলে ১৯০৫ সালে কামরূপ জেলার আটগাঁওয়ের পাঠান প্রতিনিধি তুরুকা কোতোয়ালের (তুবরক খাঁ) সাথে যুদ্ধ হইছিল। নরবলি দেওয়া তুর্ক কোতোয়ালের বিরুদ্ধে হাড়িয়া সর্দারক মণ্ডলাধিপতি বানেয়া ভূঁইয়া বা ভৌমিকরাজালাও সেদিন অস্ত্র ধরিছিল। ব্রহ্মপুত্র নদীর কাইন্টাট এই যুদ্ধ হইছেল আর হরিদাস মণ্ডলের চাইর পুত্র বিশু, শিশু, মদন, চন্দন ছিল সবার আগত। কামতাপুরের এই ইতিহাসকোনা লেখক জয় নিশ্বান গল্পখানত সুন্দর করি তুলি ধরিচেন। যুদ্ধত তুর্ক কোতোয়ালক বধ করা হইলেও গোপ্ত ঘাতকের হাতত মদন খুন হইলে যুদ্ধর আনন্দ ফিকা পড়ি যায়- সেই বেদনারও প্রকাশ পাইছে গল্পত।

রাজবাড়িত কিছু ঘটিলে মফস্বলত তো একনা রটিবেই। বাতাসের আগালত কথা হিত্তি থাকি হুত্তি দৌড়াইলে গোপন কথা কতক্ষন গোপন থাকে। সেই নাখানে একনা ঘটনা হামরা জানির পাই যয়িরানী নিশিময়ী গল্পখানত। মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের (১৮৩৯-১৮৪৭) মৃত্যুর পাছত তাঁর পুষণা বেটা নরেন্দ্র নারায়ণের (১৮৪৭-১৮৬৩) রাজ্য অভিষেক হয়। এই কথাকোনা রাইজ্যের চাইরোপাকে ছড়ি যায়। বাথান বাড়ি থাকি ডারিয়া ঘর সবটে আলাপের বিষয় হয় নয়া রাজার সিংহাসনত বইসা। তার মইধ্যে নয়া রাজা হইল কুমার। আর কুমার নরেন্দ্র নারায়ণের বিয়াও দিবার নাগি রাজবাড়িত হুলুস্থুল পড়ি যায়। অন্দর মহলত রাজমাতা, বেমাতা, বড়ো আঈ, ঠাকুরানী, অন্দররানী, মহারানী মাও কামেশ্বরী, রানী বৃন্দেশ্বরী সগায় রাজবাড়ির আচার-নিয়াম - প্রথা মানি সোদর মাতৃ বংশ থাকি মেলা কইনা দেখাইলেও রাজমাতার মন আন্দার। কেনেনা বেটার বাদে ভাল পাত্রী দেখির পায় নাই। শ্যাষত রাজমাতা বিশ্বাসী রাজকর্মচারী নরকান্তক নরেন্দ্র নারায়ণের কইনা দেখির ভার দেয়। সেই কথা রাখিবার নাগি নরকান্ত বিহারের কালাচন কাজী সাহেবক প্রস্তাব দেয় উমার একমাত্র ঢাকেশ্বরী কইনার বিয়ার বাদে। এই প্রস্তাবত রাজি হয়া কালাচন কার্জী বেটিক পাল্কি সাজেয়া মেলা উপহারে নারকান্তর সাথত কোচবিহার রাজবাড়ি প্যাটে দেয়। নিশিমই ও আরও তেইশজন কইনার সাথে কুমার নরেন্দ্র নারায়ণের বিয়াও হয়। রাজবাড়ির বিয়ার আয়োজন, আচার-নিয়াম-প্রথালা ভালে করি তুলি ধরিছেন নেখাইয়া।

কোচবিহার, জপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারত চাইরোপাকে নদী। কোনোটে বিরাইলে নদী আসি ঘাটাত খাঁড়া হয়। একটে যাবেন আর নদী পাড় হবেন না হবারে পায় না। তার বাদে নদী আর মানষিলার আলাদায় একনা ভাব হয় এটে। কিন্তু নদীতো চিরকাল একে থাকে না। বাইয্যার নদী পাগলা হইলে গেরাম-মানষি সগাকে ভাসি নিগায়। এমনে এক প্রিয়জন ভাসি যাবার গল্প তরুদিদি। বৈশাখ মাসে বাও উঠিলে পাকা সেন্দুরাই আমের গছের তলত দুনিয়ার ছাওয়ালার ভিড় করিলে পন্ডির মনত তরুদিদির স্মৃতি উবরি আইসে। পাকা আমের ভিত্তি দেখি কাহো কাহো কোল্লহার করি কবার ধরিচে-

> দেওয়া বাও তোলাও রে
> সেন্দুরাই আম পড়ুক
> পানিয়া মরা মাছোক গেইছে
> অদি বাঘে ধরুক।'

আমের লোভে কাউয়ার মতন কালা কুটকুটা মইলা পথিটার সাথেও সম্পর্ক বানেয়া কাহো জ্যাকের ধরে কাউয়া মোর কাকা আম ফেলে সে পাকা ক্যাটয়া মোর বড় ভাই আম ফেলে দে বাড়ি যাই।

এই মতন এক আম কুড়ানির দিনত তরুদিদি, সুবিন, তিলি, কুষাণ, সুবীর সথায় আম কুড়ায়।

গুড্ডি উড়াইতে উড়াইতে তরুদিদির ডেকানত পঞ্জির চাঙাত করি স্বপন ভাঙে। পড়িথ ঝেলা নেংটা হুদুম আর তরু দিদি ঝেলা পাত গাবুর সেলা থাকি দুই জনের খুব ভাব আছিল। একটা সময় গার আটাইর মতো তরুদিদির সাথে নটকো, পানিয়াল, জাম, টাম, চিনি কাঁঠল, টুনি আম, কলা, সেন্দুরাই আম খায়া বেড়াইচে। সেই তরুদিদি যে কয়সন আগত নাওতারা আর ঢাস্যি নদীত ভাসি গেইছে। এইটা পঞ্জির বাচ্চা মানষির মন মানিবার চায় না। উয়ার খালি মনে হয় তরুদিদি ঝোপে ঝাড়ে কোটে বা নুকি আছে। পঞ্জি রঙতি নদীর জলত, গোটায় আকাশত তরু দিদির মুখ দেখে। দোয়েল পখিটাও তরু দিদির সুর নকল করি পঞ্জিক ডেকায়। বাচ্চা পঞ্জির এই দুঃখ মাও, আঈ, সৈন্ধ্যাদি কাহোয় বুঝির পায় না। তরুদিদি গল্পখান জুরি এই বিষাদের সুর কোনায় ঘুরি বেড়ায়।

পাহাড়ি টিলার গাবারের সোতাল নদীর হরকা বানের কথা টিলামুখী বাওকুমটা গল্পখানতও আছে। হরকা বানের ঠেলাত নামদানির মানষি, মইষের বাথান, ঘরবস্তি খেড়কুটার নাখান ভাসি যায়। এমন একনা দিনত বাপ-বেটি দুইকোনা মানষি আসি প্রসন্ন মাস্টারের স্কুল ঘরত আশ্রয় নেয়। বানুয়া মানষিলার এই দশা দেখি প্রসন্নর মন কষ্টায়।

বানভাসি গল্পখানতও একনা স্মৃতি পূবালক বার বার দুখের নদীত ভাসায়। মাঝ রাতিত ফুলের ডাকত পূবালের ঘুম ভাঙে। তমাল গাছের চাংরাত বসি দুইটা শ্যাষার ভালোবাসার খেলা দেখি উয়ার ফুলপরির কথা মনে পড়ে। ব্যাড়াত টাঙা একনা পুরাণ ফুলের ছবি দেখিয়া উয়ার ফুলপরির সাথে এই দিনে প্রথম বাসরের কথা মনে পড়ে। তার বাদেই চউখত ভাসি উঠে বানভাসি দিনের কথা, নৌকা উল্টি ফুলের ডুবি যাবার কথা। ফুলের হাসি মুখের স্মৃতি পূবালক বাঁচি থাকির একনা নিদান দিলেও, পরের বেলাতেই নৌকা ডুবির দৃশ্য কোনা মরণ যন্তনা দেয়।

ঝে শাড়ো পখিটার জোড়া মাদি পখিটা মরি যায় সেই পখিটা খিব একেলায় পড়ি যায়, দলছুট হয়া যায়। জোড়াআলা শাড়োলা উয়াক ট্যাঁরে ট্যাঁরে দেখে আর ঠোকেবার যায়। শুকটিয়া শাড়োটার ভোগান্তির শ্যাষ থাকে না। বউ মরিয়া মোহিত মাস্টারের দশাও হইছে শুকটিয়া শাড়োটার মতোন। দুইটা ছাওয়া খুঁইয়া মরা গিভানির শোকত বুকগুলা নাগা মোহিত মাস্টারের দশা আর আগিলা সুখ-স্মৃতির কথালায় ঠাঁই পাইছে একেনা শুকটিয়া শাড়োর গল্পত। একটা খিব বড়ো মৃত্যু মানষির ভোক-নিন কাড়ি নিয়া ধান্দানাগা বানে দিবার পায়। একলায় একলায় কীবা কীধা ব্যাদব্যাদায়া উপরাপাকে চায়া থাকা প্রায় আধপাগলা মোহিত মাস্টারক দেখি মায়া হয় মোহিনীর। গিস্তানির অসুখের সমায় থাকি টাড়িবাড়ির বইন মোহিনীই

দিনপত্তি আসি কাজ-কামাই করি দিয়া যায় মোহিতের। আইন্যাত শুকির দেওয়া ধানত পড়া গুকটিয়া শাড়োটাক খেদাইতে খেদাইতে মোহিনীর
মোহিতক গুকটিয়া শাড়োটা মনে হয়, ঝায় নিজের জীবনটাক নিজে আদানুটি করির ধইরচে।

বালাশী নদীর শ্মশানত ঝেদিন রুক্মিনীক খাই করি থুইছে, সেদিন বউয়ের মুখখান দেখি মোহিত মাস্টারের মনটা খোকরাইচে। মনত পড়িচে বাইন্যা নদী, ধার্মিক নদী গদাধরের কথা। যে নদীর পাড়ত বসি রুক্কিনী আর মোহিত কত পখি-পয়ালের ডাক শুনিছে। তার পর গরমত বাড়ি আসিয়া সুন্দর করি বিছিনা পাতি থাকিয়া রুক্মিনী মোহিতক হাত-পাখা দিয়া হাওয়া করিছে। অথচ আজি শ্মশানত থাকি রুক্কিনীর কোনয় দাবি নাই। বিছিনা, বালিশ, হাকই একটাও না নাগে। মৃত্যু কাছের মানষিক একবারে দূরের, অচিনা, নাগালের বায়রার করি দেয়। এত বড়ো একটা মরণত শোক-ভক-নিন ছাড়ি মানষি টস খাইবেই, নিজেকে আদানুটি কইরবেও কারণ উয়ার ব্যাদন কাহয় বুঝির পাবে না।

মোহিত মাস্টারের দুঃখত ঝ্যামন মোহিনী আইসে, শান্তনা দেয়, কাজ-কামাই করি দেয়, তেমন বারো নম্বর বিবি গল্পের দেলদার চাচা, সঙ্গদুল, পুষুনির মাও, রফিকুলের চাচি একজন আরেক জনের দুঃখত সরিক হয়। এই মিলিমিশি থাকাকোনা এলাকার দিনে কমি আসিছে। গেরাম-গঞ্জত তাও বা ঝেকিনা আছে শহরত তো আরয় নাই। মোহিতের মতোন সঙ্গদুলও একনা গুকটিয়া ব্যাটাছাওয়া। উয়ার উপরা আল্লায় এতটায় রুষ্ট যে, পর পর এগারোটা বউ এন্তেকাল হইছে। বাইয্যালি এক খাণ্ডারা হাড়িয়া ম্যাঘ সঙ্গদুলের মুখত। নিয়তি ঝার এতয় বাম, ঝার বউ ট্যাকে না দুর্নাম হয়া যায় তাক কায় দিবে কইনা। কিন্তু সঙ্গদুলের মতোন জোয়ান ব্যাটাছাওয়ার তো ইচ্চাটা মরেনা। ভাইজ্যাটার এমন নিদান দেখি দেলদার চাচায় সঙ্গদুলক দুইজন বৈরাতী আর একজোড়া চাইলোন ব্যতি সাজেয়া পত্তিটা হাটত ঢোলাই দিবার কইচে এই কয়া-

এগারোর পাযোত বারো ইলাতে ক্যাদি কারও মন চায় আসিয়া আলাপন জোড়েন।

এইল্যা আগিলা দিনের চৈল, নিয়াম, আচার। কাহোর ইচ্চা হইলে চাইলন বাতি ছুঁইলে সেলা বিয়ার আলাপ হইবে। মেলা হাটত ঢোলাই দিবার পর সঙ্গদুল ঝেলা আশায় ছাড়ি দিচে সেলায় একদিন গুড়িয়া হাটের কাননবালা চাইলন ছোঁয়। কাউয়ার হাটত চুরা ব্যাচে খাওয়া কাননবালারও আল্লায় হইচে বাদী। একইশটা মরদের ঘর করিচে। বছর সাল নাই ঘুরিতেই একেলায় হয়, ছাওয়া-ছোটও নাই। উয়ারও আর মরদ জোটে নাই। অথচ উয়ার কথায়- 'মোর গাভুরালীর দেহাটা ক্যানে মুইও ফাঁকতে শিয়াল কুকুরে হাতত খোয়াড? নিয়তির হাতত হয়রানি হওয়া দুইটা মানষিক আল্লায় এংকরি আরও মিলি দেয়। নিকার পাছত কাননবালা জানির পায় সঙ্গদুলের আগিলা বিবিলা মরিচে কেনে। নিআটা মানষির ঢক করি সঙ্গদুল এতয় ভাত খায় যে হাড়ির টিকাত বউয়ের খাবার চাইরটা ভাত থাকে না। দুই

দিন উপাস করি কাননবালা একনা ফন্দি করি সঙ্গদুলক কইচে, উয়ার একুশটা মরদ ভাত গালাত নাগি মইরচে। আর একনা ছোলক গাথিছে-

গাসে গাসে খায় ভাত
না খায় তার পানি
সেও না মরদের জীবন
বাঁচে কতখানি?

এই কথা শুনি সঙ্গদুল ভাতের সাথে জলও খায় আর অল্পেতে প্যাট ভরি যায়। এঙকরিয়ায় নিজক বাঁচেয়া সঙ্গদুলকও বাঁচায় বাইশ নম্বর মরদের বারো নম্বর বিবি।

কালনাত্তির গল্পখান নকশাল আন্দোলনের কথা আচে। ভালে দিন বাদে দুই বন্ধুর শিলিগুড়ির বালাসন ঘাটত দেখা ও কেঙকরি পুলিশের হাত থাকি বাঁচি আসিচে তারে স্মৃতি আউরাইছে গল্পকোনাত। বিশাল, রোহিতের মনত পড়িচে বন্ধু কর্ণর কথা। মাটি-মানষির ভাবনায় যার প্রাণ, সেই কর্ণ একটা নকল এনকাউন্টারত খুন হইচে পুলিশের গুলিত। এই সত্যটা একমাত্র বিশাল জানে। বিশাল মেলাবার পুলিশের পিট্রান খেয়া কোনোমতে বাঁচি গেইচে। আর দুই মাউরিয়া হাওয়ার বাপ, উত্তর বাংলার কবি-লেখক রোহিত মইধ্য রাতিত পুলিশের হাতত হয়রানি হয়া কেতকার বাঁচিচে সেই কাল নাত্তিরত, উয়ার পুলিশে নিয়া যাওয়া পুঁথি পণ্ডিত মশাইয়ের চেষ্টায় চকিশ ঘন্টাটে কেঙকরি উদ্ধার হইচে সেই নাকশাল আন্দোলনের সময় তায় নিয়ায় কাল নাক্তির গল্পখান।

এক একটা গাঁওত এক-আধটা তেপুরানি মানযি থাকে, যায় অনেক কিছুই জানে। গেয়ান বুড়া গল্পের গেয়ান বুড়া এমনে একজন মানুষ যায় আগের থাকি বুঝির পাইছিল কোনবেলা বানা খরা, ঝড়ি, পানি, হুড়কা হইবে। খনার বচন, ডাকের বচন, নানান গান, ছোলক, শাস্ত্র, নাইরাজ্যের গল্প বুড়ার মুখত হাইলচা গাঁথা ছিল। সোনারায়, বিষহরি, চাইরযুগ, যুগী-কুষাণ, খাটো গান বুড়ার প্যাটত টিসটিসা। ডারিয়া ঘরের চিংলাত মেলা তেপুরানী খাতাত মোটা কালির অক্ষরে নেখা ছিল বুড়ার এদ্দিনকার তাবিলা সঞ্চয়। চউখত গান্ধী চশমা, হাতত নাটি, পাওত খুটার জুতা, ফুল হাতা জামার উপর কালা কোট, সাদা ধুতি পিন্দা একশো বছর পার করা গেয়ান বুড়াটা টারির মানষিলার হিন্দের মানযি ছিল। ডারিয়া ঘরের চিৎলাত বুড়ার একটা চুপলি ছিল ওটে ছিল বুড়ার চৌদ্দ রাজার ধন। কিন্তু এই ধন দিয়া যাবার মন মতোন শিষ্য বুড়া পায় নাই। গৌরার বুড়ার ডারিয়াত আইসা ছিল পুঁথি দেখা আর পাঠ শুনিবার হাউসে। গৌরা বুড়ারটে এইল্যা শিখির চাইছিল, কিন্তু গৌরাক বুড়ার ছাওয়া মানষি মনে হইচে, ভরসা পায় নাই। কারণ- 'বুড়ার কিচ্ছাবন্দী গান কাথালা, আজিকার না হয়। একেবারে তে-পুরানী। ওলা বুড়ি আঈও, ঠাকুরানী আঈওর মুখেরতে-পুশ্যি বুড়া বাপুলার গান কথার ঢক।'' যারে তারে হাতত দিলে বিথায় যাবে। নাছোড়বান্দা গৌর আশা

ছাড়ে নাই; বুড়ার পুঁথির ঢুপলিটাত কী আছে তায় শ্যাষ পর্যন্ত জানিবার ইচ্ছা ছিল। ডারিয়া ঘরত ঘুটুর ঘুটুর পাক আর ঘ্যানর ঘ্যানর কইরতে কইরতে হজোখটো গৌরা কেঙকরি হইলেও বুড়া বাবার মন জয় করিচে আর বুড়ারও খনাক হইলেও ভাল নাগিচে গৌরাক। শ্যাষত বুড়া গৌরার হাউস আর নাছোড়বান্দা স্বভাব দেখি কইচে 'ঠিক আছে রে চেংরা, ঝেদি এতয় হাউস তো দিম। দিম একদিন। দিম দিম করিয়া গেয়ান বুড়াটা মরিলে গৌরার মনটা কষ্টায়। একটা ময়না গাছের চ্যাঙাত বসি শ্মশান যাত্রী মানষিলাক, বুড়াক গতি করা দেখিছে আর নজর রাখিচে বুড়ার চিতাত ধ্বজা বাঁশের গোড়ত বান্ধা চুপলিটার ভিত্তি। বেলা ডুবতে খালি ধ্বজার বাঁশ থাকি ঢুপলি খুলি নিচে ভক্তি দিয়া। সেলায় গৌরা দেইখছে, নাটি হাতত, খরম পিন্দা সাদা ধপধপা গেয়ান বুড়াক। বুড়া গৌরাক অভয় দিচে। চুপলি পাবার ভালে দিন বাদে গৌরা হয় রসিক গৌরা। গান-গল্প, গাথা, ঘাটোর আসর সবটে গৌরা। আজিকালির চ্যাংরালার সাথত খাপ না খাওয়া গৌরা, সখার কথা ভাবা হলোখটো গৌরা, শ্মশান থাকি ঢুপলি আনা গৌরাও একদিন বুড়া হয়। উয়ারও ভাবিয়া ঘরত স্থান হইলে উত্তরাধিকারে গৌরাও হয়া উঠে 'গেয়ান বুড়া'। গৌরাও চান্দায় এমন একজনক যাক দিয়া যাবার পাবে উয়ার চুপলিটা সংস্কৃতির শিপাটাক বাঁচেবার বাদে।

কড়ি-সাতাওর দিনে ডারিয়া ঘরতে হালুয়া, কামলা-কিষানলার গল্প কিচ্ছা, তাসের আসর বইসে। এমনে একনা দিনত রসিয়ার টারির হরেকেষ্ট হিসাবিয়ার ডারিয়াত বসি নামজাদা গিদাল রামচান মূলের নামকরা পালাগানের কথা উঠি আইসে। রামচানের দিগিলা নামটাক সিদাসিদি মানষিলা রাম মূল কয়। মূল ঠাকুর ছিল কুষাণ গাওয়াইয়া। এলাকার দিনে ওই মতোন গাওয়াইয়া যে আর নাই এই আপসোস কোনা শুনা যায় সগারে গালাত। বৃন্দাবন দাস দিগিলা নিকাশ ফেলেয়া কইচে 'হ্যাঁ, হয়, আর কী কোনয় দিন কাহো ওই মূল ঠাকুরের গান শুনিবার পাইবে। পালাগানও যেমন হারে যাবার ধইরচে তেমনে হারে যাবার ধইরচে পালাগানের গিদাললা। মূল ঠাকুর গল্পের রামচান মূল হারে যায় নাই, পাগলা হয়া গেইচে। যে 'সীতাহরণ' পালার বাদে মানষি তাক ভুলির পায় নাই, সেই পালার রাবণ চ্যাংরাটায় মূল ঠাকুরের বউক হরণ করিচে। রাম সেতু বান্ধির পাইচেল, রামচরণ পায় নাই। শোকতে পাগলা হয়া গেইচে। কিন্তু নিজের বান্ধা গান ভুলে নাই পাগলা-

ছাপরা জেলা মতিহারি
ও শোন ভাই দারভাঙ্গা জেলা
মহিষ গরু ছাড়া-
আশি হাজার মানুষ মরিল বঙ্গবাসীত নেখারে পৈল
কোন কোন জেলাত কি কি হৈল
ও শোন ভাই।

গানখানত পষ্ট নাগি আচে ১৯৮৭ সালের বিহারের দুঃখ কোসি নদীর বন্যার কথা। এই গানকোনা কইরতে কইরতে পাগলা রামচান মূল ডারিয়ার বগলত আইসে। হরেকেষ্ট, বৃন্দাবনের ঘর গান শুনিয়া আর দেখিয়া চিনির পায় এক সমায়ের নামজাদা গিদাল মূল ঠাকুরক।

ছাওয়া মানষিক দিয়া কাজ করা যাবে না যতই হামরা কই না কেনে দিন শ্যাষত ভুলি যাই। তারে বাদে দোকানত, ফ্যাক্টরিত, বাড়িত কত অল্প বয়সি ছাওয়াক কামাই করি সংসার চালাইতে দেখা যায়। ছাতা গল্পের হৃদয় চ্যাংরাটা অল্প বয়সে গাছি হইচে। মানষির গছের ডাব, গুয়া পারেয়া আধা ভাগ নিয়া সংসার চালায়। অথচ এই বয়সে উয়ার বই পড়া, খেলা-ধূলার সমায়। কলার পাতার সৃষ্টিধারের ছাতার মতন মাও-বাপ ছাওয়ায় ঘরের ছাতা হয়। এইখান। গল্পের হৃদয়ের বাপ শিবিন ছাওয়ার কামাই খায়। গছ থাকি পড়ি বেটার হাত ঠ্যাং ভাঙির ভয়ে শিবেনের বুক কাপিলেও কোনও বাঁধা দেয় নাই বেটাক। চণ্ডীবাড়ির হাটের মাঠত টাঁকুয়া মাথা নেতা ভাষণ দিচে 'কোনও শিশু ছাওয়াক খাটেয়া কামাই করে নিবার না পাইবে। ওটা বোলে বেআইনী। ভাষণ দিয়া এই টাকুয়া মাথা নেতায় বাচ্চা চ্যাংরাটারটে চা কাপ নেয়। বাবুলার কথা যে ফাও এইটা তারে প্রমাণ। শিবিনের নেতার 'শিশু শ্রম বেআইনী' কথাকোনা ফম থাকে। ব্যাটার কথা মনত পড়ে। বৃষ্টিত শিবিন একটা ছাতা কিনির চেয়াও কিনে নাই। কিন্তু হৃদয় বাবা আর বোনের বাদে একটা ছাতা কিনে। বাড়ি আসি ব্যাটাক দেখি শিবিন জোরে নিক্কাশ ফেলাইলেও ব্যাটার ছাতা হবায় পায় নাই, বরং হৃদয় এই বয়সেই উয়ার পরিবারের ছাতা হইচে।

কইলকাতিয়া নাগরিক জীবন থাকি অনেক দূরত একটা পাহাড়টিলাত জীবন গতানের আখড়া বান্ধিচে প্রসন্ন মাস্টার। নাগরিক জীবনের কোনও দ্বন্দ্ব না হয় বরং পাহাড়টিলার নদী, ঝার্ণ, রঙবেরঙের বাউগচা, সাদাসিদা মানষির জীবন গতান, পাহাড়ের গাবারত ঝুম চাষ, দিলখোলা বাও, ছোটো ছোটো ঘর বস্তি প্রসন্নর আর এক পৃথিবী মনে হয়। কইলকাতার জীবন আর এঠেকার জীবন গুজরানের মধ্যে বড়ো অন্তর। চাকরির বাদে এতদূর আসি পাহাড়টিলার ওপাকে বস্তিবাসী আদিবাসী মানষির জীবনত মিশি গেইচে উয়ায়। বড় টিলার গাবারত গাবুয়া বস্তি, গাবুয়া বস্তির বগলত বর্মণ পাড়া আর এত আদিবাসী জনজাতির মানষি দেখি অবাক হইচে মাস্টার। কলিকাতার বন্ধু অর্ধেন্দু বা প্রেমিকা অজন্তা কয় সনে ভুলি গেইচে প্রসন্ন, উমার বাদে মন কষ্টায় না আর। বদলি জীবনত প্রসন্ন মাস্টারের মনও বদলি গেইচে। নিরালা দিন গুজরানের পাহাড়টিলা আর একনা পাহাড়ি কইনা হৃদ্দের খোকসাত জাগা করি নিচে। কলিকাতা ফিরি যাবার ইচ্চা আর কোনও দিনও জাগে নাই মনত। জীবনের সুখ-দুখের ভিতিরা দিয়া হাটি চলির সমায় মানষি কত ভালোভাসার লোক, পড়শির কথা এক্কেরে পাশুরি যায়। প্রসন্নও তেমন করি পাশুরি যায় উয়ার আগিলা দিনলার কথা।

কিন্তু ফম পড়িলে ফির কাঁটার নাখান বুকত বিন্দায়, সেলা উয়ার মন কষ্টায়। এলায় এক পাহাড়ি কইনা প্রসন্ন মাস্টারের জীবনত খ্রিষ্টমাসের তাজা ফুলের রং আনিচেআর নিচে বাঁচিবার নয়া স্বাদ। হরকা বাদত ডিঙাত ভাসি আইসা বাপ-কইনাক ইস্কুলের ঘরত আভায় নিচে প্রসন্ন। এনান অনাস্তিনি একনা সংসারের মুখদশাত মাস্টারের মনটা বশ হয়া যায়।

কইনাকোনার নাম থোয় মল্লিকা। দিনপত্তি পাহাড়টিলা থাকি খুটা কুড়ি আনি বেচেয়া সংসার চালা গরীব বাস বানার পর যদ্দিন নামাটিলার আর একনা বস্তির খাবারত বাসাবাড়ি ছান্দে নাই সেই মাসাধিক কালতে মায়া বরাইচে মল্লিকা। সমায়-অসমায় আসিয়া কইচে 'কী বৈদেইশা মাস্টারদা ভাল ছে। তা বাদে মাস্টারের দেখভাল করা, গাও ধোওয়ার পানি তোলা, খাবার করা সউগ দিশাতে নজর রাখিচে মল্লিকা। বদলে পাইচেল দুই বেলা দুই মুটি খোরাক আর সমায়ে সারন-কাপড়। মল্লিকা চলি যাবার পর ইস্কুল বাড়ি হাতে বড়টিলা, বড়টিলা হাতে মেসবাড়ি, মেসবাড়ি হাতে ঘর- এই ঢকে প্রসন্ন মাস্টারের দিনমান গেইলেও মল্লিকার মায়া কাটে না। তারপর এক খ্রিস্টমাসের দিন নানা পাকে পাহাড়ি বাঁশির সুর আর কাড়া-নাকাড়ার বাজনাত একনা পাহাড়ি আদিবাসী কইনার বিয়ার খবয় বয়া আনি দেয়। সাঝের বেলা মল্লিকা নিজে আইসে নিজের নিমন্তন করির মাস্টারক। বুকগুলা নাগা মাস্টারের দুইটা হাত নিজের ঘাড়ের উপরত থুইয়া কান্দি কান্দি মলি ভালোবাসার কথা কইচে। পালে যাবার চাইচে মাস্টারের সাথত। পাছে প্রসন্ন মাস্টারও কইচে 'মুই এঠে এই পাহাড়ত আছং খালি তোরে বাদে। এই পাহাড় ছাড়ি যাইম না কোনয় কালে। শ্যাষ বারের মতোন মল্লিকা বিয়ার পিড়ি থাকি মাস্টারক দেখির চাইচে। এমন করি দুইটা ভালোবাসার মানষির বিছিড়ি হওয়া নিয়ায় গল্পখান শ্যাষ হয়। সেনেমা, নাটকের মতোন শ্যাষের এই বিষাদকোনায় প্রসন্নর মনত বাওকুমটা বাতাসের নাখান করি ঘুরি ঘুরি আসিচে। গল্পখান পড়ি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পোস্টমাস্টার' গল্পের রতন আর কলিকাতার পোস্টমাস্টারের কথা মনত পড়ে। ওটে দুই অসমান বয়সের দুইটা মানষির স্নেহ-ভালোবাসা আর ছাড়া-ছাড়ির বিষাদ আর আছে এটে দুই জন প্রেমিক-প্রেমিকার আলাদা হবার ব্যাদন গোটায় পাহাড়টিলা জুরি আছে।

উত্তরের রাজবংশী, আদিবাসী মানষিলার সাদাসিদা মানষিলার লোকসংস্কৃতির মেলা জিনিস গল্পলাত ছড়ি-ছিটি আছে। হুদুম দ্যাও পূজার আচার নিয়াম আছে চাষা মাঠের উপকথা গল্পত। বৃষ্টির বাদে তপসিয়া বেটিছাওয়ালার কুলাত চাইট্টা ধান, দুব্বা আর মাটি দিয়া মূর্তিমান হুদুম ঠাকুর বানেয়া বাড়ি বাড়ি নাচ-গান করি মাগন তুলি বেড়ান। তার পাছত সারারাতি পূজা হয়। রাজবংশী মানষিলার খাবার-দাবার শুকটা, সিদল, ছ্যাকা, পান্তা, দোভাজা পরিচয়ও গল্পখানত পাই। গেয়ান বুড়া গল্পত সোনারায়, বিষহরি, চাইরযুগ, ঘাটো গানের কথা পাই। তরুদিদি গল্পকোনাত মেলা ছড়ার বগলা-বগলি সোনারায় ঠাকুরের রঙিন বাঁশ আর বুড়া ঠাকুরের হৈতভানীর দিয়া মাগন তুলিতে পঞ্জিক দেখা গেইচে। তা বাদে টক-ভূয়া,

নুরুনুকি, অউকদোল বউকদোল এইল্যা। খেলার কথাও আছে। বানভাসি গল্পত ওপেন দ্যি বাক্স খেলার কথা আছে বারো নম্বর বিবি গল্পত ঢোলাই দিয়া বিয়ার আলাপের মতোন আগিলা রীতি দেখির পাই। কোচবিহার রাজবাড়ির অন্দরের বিয়ার আচার-নিয়াম জানির পানি যান্ত্রিরানী নিশিমই গল্পখানত। ডারিয়া ঘরের। কথা প্রায় পণ্ডিটা গল্পতে আসিচে। আগিলা দিনত ডারিয়া ঘরে ছিল মানষিলার গল্প-কিচ্চার আসব। মূল ঠাকুর গল্পত ডারিয়া ঘরত বসি রামচান গিদালের কথা মনত পড়ে, যায় এক সমায়ের নামজাদা পালাগান আর কুষাণ গানের গিদাল। তরুদিদি, টিলামুখী বাওকুমটা, ঘগ্নিরানী নিশিমই আর হাতা গল্পলাত বাথান সংস্কৃতির কথা আচে। নদীর চরত পাথার বাড়িত গড়া বাথান বা বাদাইলাত গরু-ভইষ আর মইযাল-রাখোয়াল থাকে। রাজবংশী আগিলা মানযিলা কথায় ছিলকা কওয়া অভ্যাস। ছতা গল্পত সোনা আবোর মুখত শুনা যায় -

কলা খাওয়া বউগদোলরে
কলা বা না খাইস ক্যানে
নিদেয়াতে দেওয়া ঝোরে
বাড়িবা না যান ক্যানে।

এই মতন মেলা, ছলক, গান, গল্প-কিচ্চা, কবিতা নদীর সোতের নাখান মুখে মুখে বয়া যায় উমার জীবনত।

একেবারে সমাজের নীচের তলের রাজবংশী চাষা-কিষাণ মানষি, নস্য শেখ মুসলিম মানষি, মুড়ি চিরা বেচা মানষি, খুটা কুড়ি বেচা আদিবাসী মানষি, গিদাল, গোসাই, বোষ্টম-বোষ্টমী, নিয়তির হাতত কপাল পোড়া মানষিলায় 'বাওকুমটা' গল্প সংকলনত ঠাঁই পাইচে। উমারে আনন্দ, ব্যাদন, সুখ-দুখ, প্রেম-বিছিড়ন আর লোকসংস্কৃতির উপাচার নিয়ায় গল্পলা লেখা। পাহাড়, জঙ্গল, নদী ঘিরা মানষিলার জীবন গতানের একনা গোটাল ছবি নিখুঁত করি আঁকিচেন গল্পকার কমলেশ সরকার।

বাওকুমটা - কমলেশ সরকার, নিকিলাইয়া - সি বুক এজেন্সী, কোলকাতা,
দাম -১৭৫ টাকা মাত্র।

আলোচনা-২

হরিমাধব রায়-এর ঢুপলুং-ঢাপলাং

অমরেশ সিং

শচীন টেন্ডুলকর জিবিলা মাঠত নামিহা ব্যাটিং করিচিলো, সেলা দর্শকলার মনত একেনা বিশ্বাস উপজন নিসিলো যে, স্কোরবোর্ড খানত অবশ্যয় ভাল রান উঠিবে। একেনা হাউসালি ম্যাচ হোবে। হামার দেশ ম্যাচ জিতিবে। ভাল ভাল শিল্পের নাখান চার,ছয় দেখা পামো হামা। শচীন তেন্ডুলকর হামার সভারে আশা-ভরসার জাগা ছিলো।

শিলিগুড়ি মহকুমা বইমেলি তকরা বেছিয়া কিনিয়া আনিনু "ঢুপলুং ঢাপলাং" নামের একখান বই। এই বই খানা কিনিবার সমে মনত একেনা আশা জাগিল, যে বই খানের গল্পলা বধায় ভাল হবে। কেনেনা, লেখাইয়া হামার দেশের বিখ্যাত দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের একঝন অধ্যাপক। বোড্ডো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দেশ ও বিদেশের ভেল্লা মেধামী ছাত্র-ছাত্রী ওঠে লেখাপড়া করেচে, ওঠেকার অধ্যাপকের মৌলিক সৃষ্টি'ও উচা টান্ডালির নাখান হোবে, এনুং একেনা ধারনা আগোত তকরায় মনের বিচত দানা বান্ধিয়া জামকাটায় রোহোল।

তবে ইরা কাথা ঠিক যে, শচীন টেন্ডুলকর যেনুং শূন্য রানত আউট হয়, সেনুং কুনহ সমে সাহিত্য তৈয়ারী'ও ফ্লপ হয়। সাহিত্য সিজ্জন বধায় ব্যক্তিগত প্রতিভার উপুরত নির্ভর করেচে, সেইঠে শিক্ষাগত যোগ্যতা আর পেশা কনেক সাহাইয্য করে, কিন্তু পুরাপুরি নাহায়।

ড. হরিমাধব রায় স্যারের "ঢুপলুং ঢাপলাং " বই খানের গল্ফ পড়া শুরু করিনু। মোট ৮ খান গল্ফ। এই আটখান গল্ফ মুই দুইবার করে পড়িছিচু এবং গল্ফগিলা পড়াহা শেষ করিয়া মোর একটায় কাথা মনত আসিচে,যে কয়েকখান গল্ফ "সেই হৈচে" আর যুবসমাজ'ক অনুপ্রাণিত করিবে একেবারে। হরিমাধব রায় ভেলখান ধৈর্য্য ধরে ব্যটিং করে রান করার মতন, গল্ফগিলা তৈয়ারী করিচে।

"ঢুপলুং ঢাপলাং" গল্ফত দেখিনু মন্টু বর্মণ ব্যাঙ্গালোর শ্রমিকের কাজ করিবা জায়া আর বাড়িত ফিরিয়া আসে নাই। মন্টু'র বনুস টেপোরানী, বেটা ভোদং অক সাথত লিয়া দুঃখে কষ্টে সংসার চালায়। টেপোরানী অরঘর মরঘর কাজ করিয়া সংসার চালায়। ট্যাপোরানী কুনহবেলা ফ্যাচকেটু নামের একঝন মানষির বাড়িত কাজ করিবা যায়। এই ফ্যাচকেটু জিবিলা সিবিলা দুখিয়া টেপোরানী'ক নানা কিসিম ভাবে সাহাইয্য করে। টারিবাড়ির মানষি গুজব রটায় যে ট্যাপোরানী আর ফ্যাচকেটুর মৈধ্যত অবৈধ সম্পর্ক ছে। ফ্যাচকেটু "দুইটা শিঙ্গি, একটা মাগুর আর তিন চাইরটা শাটীর গাইটো" মাছ ট্যাপোরানী'ক আনিয়া দেয়।

ভোদং এর বাপের ঠিক নাই, এই কাথা মঙ্গলু নামের একটা চেংরা ভোদং'ক কোহোলে, ভোদং এর সাথত ঐ চেংরাটার মারপিট বান্ধিয়া যায়। মাও এর সম্পর্কে গ্রামের মানষির মুখত যেইসেই খারাপ কাথা শুনিয়া ভোদং-এর মেজাজ খারাপ হৈয়া যায়। অয় ঘর জায়া "মাছের হাঁড়িটা মাচাগাড়ি থাকি নামায়। মাছগুলা ঢুপলুং ঢাপলাং করে। চঙ্গাই খানোত মাছলা ঢালে। ... কাইঞ্চার গোর থাকি খুটটা নিয়া শিঙ্গি মাছ দুইটার মাথাত জোরে জোরে ঘুতায়। মাছগুলাক ভাঙ্গায় আর কয়, না খাং মুই ফ্যাচকেটুর যানের মাছ! না খাং মুই ফ্যাচকেটুর যানের মাছ!"

ভোদোং অর মাওক পুছ করে, বাবা কুনবিলা বাড়ি আসিবে? ট্যাপোরানী ইংরেজিত লেখা একখান তেপুন্না চিঠি ভোদংঅক দেখায়। ভোদং চিঠিটা পড়িহা বুঝা পায় অর বাপ এই পৃথিবীত আর বাঁচিয়া নাই। ব্যাঙ্গালোরোত কাজ করিবা জায়া রহস্যজনক ভাবে মরন হয়। মা আর বেটা মিলিয়া দুই ঝনে কান্দিবা ধরে- "বওায় থাকা মাগুর মাছটা, কাইনচার গোরোর যে জল চাইরটা জমা হইচিল, ওটে যায়া ফিচা খান দিয়া ঢুপলুং ঢাপলাং করির চায়... "

গোটোলায় মাছের মরন হয়, কিন্তু মাগুর মাছড়া ভাইগ্যক্রমে বাঁচিয়া যায়। কনেক জলত অয় বাঁচিয়া রভার চেষ্টা করে। সমস্যা যতয় হোক বাঁচিয়া রভা হোবেই। মানষির রাও, অপমান, বিধবা হয়য়া ট্যাপোরানী'ক বাঁচিয়া রভা হোবে। বেটারাক বড় করিবা হোবে। ঢুপলুং ঢাপলাং শব্দ করিয়া নিজের মনের শক্তি যতকুনা পারা যায় কাজত লাগাবা হোবে।

"হুলাশুর পেন্টি" গল্পত দেখিনু রাজনীতি ঝায় করে, ঝায় প্রধান, পৈঞ্চায়েত, এম.এল.এ হয়, রাজনৈতিক দলের নেতা হয়, উমরা ক্ষমতা খারাপ কাজত ব্যবহার করে। গ্রামের ক্ষমতাবান প্রধানের বেটা ও তার চামচা সুভাষ প্রামাণিক নানান কিসিম কুকীর্তি করিয়া বেড়ায়। এই দুইঝন মিলিয়া গ্রামের ভেল্লা মায়া ও চেংরির ইজ্জত নষ্ট করিচে। কিন্তু, অমাহার বিরুদ্ধ'ত কাহ প্রতিবাদ করেনা। স্বর্গীয় সুনিল শর্মার স্কুল পড়াহা দুইডা বেটি শান্তি ও শান্তনাক নিশাধরা বিস্কুট ও চানাচুর খাবা দেয়। দুই বোন বেহুঁশ হয়যা গেইলে প্রধানের বেটা ও সুভাষ প্রামাণিক অমার সাথত খারাপ কাজ করে। সেই কুকর্ম মোবাইলত ভিডিও করে রাখে এবং পাছত ভাইরাল করিয়া দেয়। শান্তি ও শান্তনার মাও, প্রধানের বেটার নামে থানাত কেস করে। কিন্তু পুলিশ কুনহ অ্যাকশন লে না। বরঞ্চ কেস উঠায় লিবার তানে পুলিশ অমার উপরতে চাপ দিবা ধরে। এরপর হুলাশুর বনুসের উপরত প্রধানের বেটার নজর পরে, "মোর বউক দেখিছিল, তা উয়াক নাকি খুব পছন্দ হইচে। একটা রাইত কাটের চায়...."

হুলাশু একদিন আতিকরে সুযোগ বুঝিয়া অর গরু'ক মাইর দুয়া পেন্টি (লাঠি) দিয়া প্রধানের বেটা আর সুভাষ প্রামাণিক অক মারিয়া মারিয়া হৈত্যা করে। পাপ জিবিলা বাড়িহি যায়, পুলিশ প্রশাসন জিবিলা অপরাধীক শাস্তি দিবা পারেনা। সেলা হুলাশুর মতন লোকের পেন্টি (লাঠি) অপরাধীক উচিত শিক্ষা দেয়।

"যাএাপালা" গল্পর গজেন, নগেন, মালতি, জোনাকি'র মতন অষ্টম, নবম শ্রেণীতে পড়াহা ছাত্র ছাত্রিলা নিজের ইচ্ছাত যাএাপালা করিয়া সমাজক বার্তা দুয়ার চেষ্টা করে। মদ ও মেয়েবাজী'র নেশা একটা ভাল পরিবার কেনং করে ধ্বংস হয়য়া যায়, সেইলা অমা নাটকের মাধ্যমে তুলিয়া ধরে। "সাত সকালের বৈরালী মাছ" গল্প খানত বংশের ভাই ভাই এর ঝগড়াঝাঁটি দেখাইচে।

"রমনীর মার সুখ" গল্পত দেখি আদলাবাড়ি গ্রামের গরীব রাজবংশী পরিবারের বেটা রমনী একঝন আইপিএস অফিসার। রমনীর বিধবা মাও, অক অনেক কষ্ট করিয়া পড়াশুনা করাইচে। অয় বিহারের পাটনাত চাকরি করে। রমনী ভালোবাসা করে সোনালী আম্বেদকর নামের একঝন বেটিছুয়া'ক বেহা করে। এই সোনালী আম্বেদকর আরহ বিহারের বসন্তপুরের ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। এই গল্পের উদ্দ্যেশ্য পরিষ্কার, লেখক হরিমাধব রায় এই গল্পের মৈধ্যত রাজবংশী সমাজের যুব সমাজকডাক উচ্চ শিক্ষিত হয়য়া, কঠোর পরিশ্রম করিয়া দেশের আই.এ.এস., আই.পি.এস.-এর মতন উচ্চা উচ্চা পদত যোগদান করিবার তানে ডাক দিসে। দেশ আর রাজবংশী সমাজটাক আগবারাহান করিবা গেলে চেংড়া-চেংড়িলাক ভাল ভাল চাকরিত যোগদান করিবা হোবে।

"হৈমন্তী ভাল পায়" গল্প'ত দেখা পাই গরীব রাজবংশী ঘরের চেংড়া তাপস উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাত রাজ্যর মৈধ্যত প্রথম হয়। তাপস আরহ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষাত ১২ নাম্বার রেঙ্ক করে। অয় ডাক্তারি পড়াহার চান্স পায়। তাপসের সাক্ষাৎকার লিবার তানে ভেল্লা জাগা তকরা ভেল্লা সাংবাদিক আসে। কোলকাতা তকরা আসা একঝন সাংবাদিক তাপসের বাড়ির ঠিকানা পুছ করিবা জায়া গ্রামের এখঝন বেটিছুঁয়া'র সাথত রাও কারিহিবার সমে "জাতিগত অপমান সূচক" কাথা কহে। সেলা সেই বেটিছুয়া প্রতিবাদ করে। কোলকাতার সাংবাদিক টাক উচিত কাথা কয়হা, উচিত জবাব দেয়।

তাপসের সাফল্য আর জাতিগত অপমানের প্রতিবাদ করা সেই প্রতিবাদী বেটি ছুঁয়া' র মানসিকতা হৈমন্তী'ক মুগ্ধ করে। হৈমন্তী নিজের অজান্তে একটা সময় তাপসের প্রেমত পড়ে। এই গল্পখানত রোমান্টিক ভালোবাসার ছুয়া পাওয়া যায়।

হরিমাধব রায় কুচবিহারের দিনহাটা মহকুমার সিতাই ব্লকের দক্ষিণ কোনচাএা গ্রামের বাসিন্দা। পেশায় দিল্লীর জওহললাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের একঝন অধ্যাপক। মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধসম, মনত করিয়া হরিমাধব রায় রাজবংশী ভাষাত গল্প লেখিচে ইরা ছাচ্চিকারে প্রশংসনীয় এবং সভার লগত একটা অনুপ্রেরণা। হরিমাধব রায়ের লেখার উপুরত পাঠক সমাজের আশা আর আব্দার ভেলখানে বাড়িহি গেল।

ঢুপলুং ঢাপলাং - হরিমাধব রায়, নিকিলাইয়া - উপজন ভুঁই পাবলিশার্স, মাথাভাঙা, কোচবিহার। দাম -১২০ টাকা মাত্র।

আলোচনা-৩

শিদল সঞ্জীবনী : রাজবংশী মানষিলার যাপন চিত্র

মেহেবুব আলম

গল্পকার রমেশচন্দ্র অধিকারী (জন্ম - ১৯৭০ খ্রি.) হইলেক একজন রাজবংশী গাবুর গল্পকার। শিক্ষকতার সতে সতে সাহিত্যচর্চাও উমার শখ। গল্প নেখার সতে সতে উমরা কবিতা ও নাটক চর্চাও করেন। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ত পড়ার সময় থেকি একনা একনা করি লেখালেখি শুরু। উত্তরবঙ্গের মেলা ছোটো বড়ো পত্রিকাত উমার লেখা গল্প-কবিতা পরকাশ হইছে। উমার পরথম গল্প 'সখের বিয়া'। আর পথম প্রকাশিত বই হইলেক শিদল সঞ্জীবনী (২০১৬)। এই গল্প সংকলন পরকাশ হয় মাথাভাঙ্গার উপজনভুই পাব্লিশার্স থেকি। বইটাত মোট আঠারোখান গল্প আছে। এই গল্পলার মদ্যে দিয়া গল্পকার নিজের সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন দিক তুলি ধরির যায়া রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানষিলার মুখের ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, ধর্মাচারণ, লোকবিশ্বাস ইত্যাদি তুলি ধরিছে। তায় এই বইখান সম্পর্কে 'লেখাইয়ার কথা' অংশত গল্পকার নিজে কইছে, 'হামার মাতৃভাষার ভান্ডারোত তো আর সম্পত্তির অভাব নাই। যে জিনিসটার অভাব, সেটা হইলেক চর্চার অভাব। ... কাজেই মাতৃভাষাত চর্চা করিয়া যদি মাতৃভাষার এতকোনাও সেবা করিবার পাং-সেই আশায় কলম ধরলুং। আর ভাষা মাও-এর চরণত উৎসর্গ করলুং মোর পথম নিবেদন 'শিদল সঞ্জীবনী'।" এই বইখান ছাড়াও উমার একখান কবিতার বইও মাথাভাঙ্গার উপজনভুই পাব্লিশার্স থেকি পরকাশিত হইছে 'কাঞ্চিনী গাছের গুয়া' (২০১৬)। এইটা লেখাইয়ার দ্বিতীয় বই, পরথম কাব্যগ্রন্থ। প্রাইমারির বাচ্চা ছাওয়ালার জন্যেও উমরা কলম ধরিছেন, আর হামরা পাইছি নয়া চান (২০১৭) নামের একখান বই। এইটা লেখাইয়ার তৃতীয় বই। এগিলা ছাড়াও উমার আরও কয়খান বই প্রকাশ হবার ধরিছে, যার মধ্যে এখান হইলেক সমাজ সংস্কৃতি মূলক শব্দকোষ। এই বইটাত উমরা রাজবংশী সমাজত প্রচলিত এমন মেলা শব্দ আছে যেগুলার অর্থ হামারটে অজানা, সেই ঢক শব্দলা নিয়া এই বইখান উমরা তৈরি করিবার ধরিছেন। এমন আর একখান বইয়ের নাম হইলেক দালান কোঠা টিনের বাড়ি। এই বই দুইখানাও রাজবংশী ভাষা ও সাহিত্যক নাবালিকা থেকি সাবালিকা হবার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করিবে। বত্তমানে হামারলার মাতৃভাষা নিয়া চাইরোপাশে যে চর্চা শুরু হইছে, সেই চর্চাত গল্পকার রমেশচন্দ্র অধিকারী মহাশয়ের যোগদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দুই

গল্পকার রমেশচন্দ্রের 'পেট্টু-খট্টু আনলিমিটেড' গল্পটা শিদল সঞ্জীবনী বইখানের পরথম গল্প। গল্পটার পরধান দুই চরিত্র হইলেক পেট্টু ও খট্টু। কার জাঙিত শ্যামশ-দুসকুশি ধরিছে, কার গাছত আম-কাটোল-নারিকেল ধরিছে এমার দুজনের চোখত পড়লেই তা আর না থাকিবে। দুজনেরই বয়স নয়-দশ বছর। পেট্টু যদি হয় মুখত ধরা মানা, তাইলে খট্টু হইল বনুয়া ওল।

রাজবংশী সমাজের অন্তর্গত মানষিলার আর্থিক সমস্যা চিরদিনের। তায় সংসারের হাল ধরিবার বাদে পরিবারের পুরুষের সতে সতে মহিলাগুলাও কাজ করি টাকা উপার্জন করে। কাও কাজ করে

বাসা বাড়িত, কাও কাজ করে জমিত, কাও করে জোয়ারি, এছাড়া আরও মেলা কাজ করিয়া সংসারের হাল ধরিবার চেষ্টা করে। কিন্তুক সংসারের হাল ধরিবার যায়া বাড়ির ছাওয়ালার হাল হয় খুবে খারাপ। ভাতার-মাইয়া কাজ করিবার গেইলে ছাওয়া-পোয়ার ঘর হয় স্বাধীন। উমারগিলার শাসন করার কাও থাকে না। বাবা-মাওয়ের শাসনহীন এই ছাওয়া-পোয়ালা সারাটা দিন ধরি দুষ্টামি করি বেড়ায়। সেই নাকান দুইটা ছাওয়ার দুষ্টামির গল্প হইলেক 'পেট্টু-খট্টু আনলিমিটেড'। গল্পটাত এই ধরনের ছাওয়া-পোয়াগিলাক নিয়া গল্পকারের একটা দুশ্চিন্তা দেখা গেইছে। তায় গল্পটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা দিয়া শ্যাষ হইছে, 'ছাড়ি দেওয়া গোরু কি আর বান্দা থাকে? না জানোং- দড়ি ছিড়িয়া আরো কার যে খ্যাতোত মুখ নাগে দিবে, কায় জানে।'

এই বইখানেরে তিন নাম্বার গল্প হইলেক 'শিদল সঞ্জীবনী'। লেখাইয়্যা এই গল্পটার নামকরণ করিছেন মূলত রাজবংশী সমাজের এক জনপ্রিয় খাদ্যদ্রব্য 'শিদল' এর নামের সতে মিল রাখিয়া। অবশ্য গল্পগ্রন্থের নামও সেটা। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী মানষিলার সাদাসিদা জীবনের খাদ্যাভ্যাসত দেখা যায় মেলা বৈচিত্র। যেমন- শিদল, ছ্যাকা, প্যালকা ইত্যাদি। রাজবংশী সমাজের মানষিলার খাবার পাতত এই খাবারগিলা না থাকিলে উমার ভাত খায়া শান্তি না হয়। সউক সময় পাতত ছ্যাকা, শিদল নইলে প্যালকা থাকিবেই থাকিবে। সেই সমস্তলা খাদ্যদ্রব্যের কথা এই গল্পখানত পাওয়া যায়। যেমন- সজনা পাতার প্যালকা, কচু মাঞ্জির পাতা, জোঙের ডারা, ঢেকিয়া শাকের ন্যাটপেটি, গুড়াচিরার ফোকতাই, ঝিনাই টাকোয়ার ভাজা ইত্যাদি। এই খাবারগিলা রাজবংশী ভাষাভাষীর নিত্যদিনের খাবার। তাছাড়া এগিলা খাবারের যথষ্ট উপকারীতাও আছে। যেমন - গার বিষ, প্যাটের অসুখ ইত্যাদি ভাল হয়। এই গল্পের পরধান চরিত্র হইলেক চেল্টুর দিদা। বয়স কমকরি নিরানব্বই। এমায় শিদল বানেবার খুবে পারদর্শ্যি। এত সুন্দর করি শিদোল বানায় যে, গ্রামের লোক উমাক 'শিদোল স্টার' নাম দিছে। চেল্টুর দিদার শিদল আন্দার বাসনায় টারির চ্যাংড়াগুলা আর কাজোত যাবার না চায়। চ্যাংড়ালার মনটা চায় ঘরত বসি বসি বুড়ির শিদল আন্দার গোন্দো শোঙির। কৃষ্ণের বাঁশির শব্দ শুনিয়া রাধার যেমন অবস্থা হইছিল, বুড়ির আওটার গোন্দো শুঙিয়াও কাজত যাওয়া চ্যাংড়াগুলারও একে অবস্থাও সেই ঢক হইছে। সগায় একে ফর্মুলাতেই শিদল বানালেও চেল্টুর দিদার হাতত যে কি এমন জাদু আছে উমার নাখান শিদল কাও-এ বানেবার না পায়। উমার হাতের বানা শিদল একবার খাইলে পাঁচদিন ধরি হাতত গোন্দো নাগি থাকে। তায়বাদে লেখাইখ্যা মজা করি কইছে, যদি হামার দ্যাশত শিদলের ইতিহাস নেখা হয় তাইলে আবোর নামটা সোনার অইক্ষরত নেখা থাকিবে। শুদু তায় নোয়ায়, শিদোল আন্দোলনের বাদে উমার 'ভারতরত্ন' না হইলেও 'পদ্মশ্রী' পুরুষ্কার দেওয়ায় খাবে। সেই বুড়ি একদিন হঠাৎ অসুস্থ হয়্যা পইড়লে সগায় ভাবে বুড়ির এবার চলি যাবার সময় হইছে। তায় গেরামের চ্যাংড়াগুলা বুড়িক হাসপাতাল নিগার চায়। ভ্যানও ডাকে আনে। টাউন থেকি ডাক্তারও যায় বুড়িক দেখির। ডাক্তারও ঐ একে কথা কয় বুড়িক হাসপাতালত ভর্ত্তি করির বাদে। যেইনা বুড়িক ভ্যানত তোলা হইছে, সেলকা বুড়ির একমাত্র বেটি চেল্টুর মাও আসিয়া বুড়িক শিদোলের আওটা খোয়াবার বাদে খুবে জেদ করে। চ্যাংড়ালা বাঁধা দিলেও চেল্টুর মাও জোর করিয়া উমার বুড়া মা'ক শিদলের আওটা খোয়া দেয়। কারণ চেল্টুর মাওয়ের বড়ো শখ যে উমার বুড়া মা'ক শিদোলের আওটা খোয়াবে। কিন্তুক বাঁচি থাকিতে মাক খোয়াবার না পাইল, তায় মরার আগোতে খোয়া মনের সেই বাসনা পুণ্য করিবার চায়। এই কথা কয়া সতে সতে চেল্টুর

মাও চামুচ দিয়া এক ডোজ, দুই ডোজ, তিন ডোজ করি চেল্টুর আবোর মুখোত শিদলের আওটা তুলি দেওয়াতেই চিকিৎসা বিজ্ঞান-ডাক্তারি সব ফেইল হয়া গেইল। সতে সতে বুড়ি চকু মেলি দেখিয়া হাত-পাও নরেন ধরিলেক। নকতে সুস্থ হয়া উঠিলেক।

তাইলে গোটায় গল্পত হামরা দেখির পাইলং যে, শিদোলের পরতি একটা নিরানব্বই বছরের বুড়ির ভালোবাসা কেমন। উমার সেই ভালোবাসার বস্তুটা উমাক মরণের হাত থেকিয়াও ফিরিয়া আনিছে। শিদোলের এতবড় ক্ষমতা আছে কিনা, অথবা শিদোলের উপকারী গুণ এতটা আছে কিনা তা হামরা জানিনা। সেই বিতর্ক দূরে সারে থুইয়া রাজবংশী মানষিলার সতে রাজবংশী সমাজের অন্যতম পরধান খাবার শিদলের যে আত্মিক সম্পর্ক গল্পকার হাস্যরসের মদ্যে দিয়া তা তুলি ধরিছে, হামার কাছত সেটায় আসল বিচার্য বিষয়।

তিন

আইজকালকার মাইনষিলার মাত্রাতিরিক্ত মোবাইল ফোন ব্যবহার করা নিয়া একটা গল্প লেখিছেন গল্পকার। গল্পখান হইলেক 'মোবাইল সুন্দরী'। বত্তমান সময়ে মোবাইল হামার কাছত একটা গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। একবেলা খাবার না খাইলেও চলবে কিন্তুক এক বেলা মোবাইল হাতত না থাকিলে চলিবার নয়। এই না চলার কারণ হইলেক ইনার মেলাগুলা ভাল (ইতিবাচক) দিক আছে। যেমন চোক্ষের নিমেষে হামরা দূড়ের মানষির সতে ফোন কল করিয়া, নাইলে ভিডিও কল করিয়া, এস এম এস করিয়া যখন তখন যোগাযোগ করিবার পাই। আরো ফির মোবাইলত ইন্টারনেট থাকলে সারা দুনিয়াটা থাকে হাতের মুঠাত। এই মোবাইলের এতকিছু ভাল দিকগুলা দেখিয়া মানষি আর মোবাইল হাত ছাড়া না করে। উঠতে-বসতে-হাঁটতে-খাইয়ে-শুইতে সউক সময় মোবাইলের সতে যুবক চ্যাংড়া-চেংড়িগুলা আটার নাকান নাগি থাকে। কাজ-কর্ম নাই, নেখাপড়া নাই, ভবিষ্যৎ চিন্তা নাই সারাদিন ঐ মোবাইলত ফোন করা, গেম খেলা, নেট করা। এতে যে হামার যুব সমাজ ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে চলি যাবার ধরিছে তা উমরা বুঝিবার ধরে নাই। কেননা মোবাইলের নিশা উমারলার জ্ঞান-বুদ্ধি সউক খায়া ফেলাইছে। কিন্তুক সমাজ সচেতন লেখক রমেশচন্দ্র মোবাইলের এই অপকারিতা সম্পর্কে যথার্থ উপলব্ধি করিছেন। তায় গল্পের শ্যাষোত উমরা মোবাইলের প্রতি খানেক ক্ষোভ দেখেয়া কইছে, 'চেংড়া-বেংড়াগুলার বুকের অক্ত চুষি খায়া, বিদ্যা-বুদ্ধি চুষি খায়া জন্ম দিবু তোর নাখান হাত-পাও হীন পঙ্গু সমাজোক।'

হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন দেব-দেবী-ভূতপ্রেত-পৌরাণিক বিষয় নিয়া কয়টা গল্প আছে এই বইখানত। সেগিলা হইলেক 'ভূত বাঁচাও সমিতি', 'দেব সম্মেলন', 'সীতার চিঠি', 'মহাদেবের কুচবিহার দরিশন'। স দুই শত টাল্পের কাহিনি নির্মাণ করিছেন রামায়ণের কাহিনি থেকি। সীতার পাতালত পরবেশের পর থেকি এই গল্পের আখ্যানের শুরু। গল্পত হামরা দেখিবার পাই যে, পৌরাণিক চরিত্র সীতা মেলা অভিযোগ আনিছে তার স্বামী রামের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগগিলা সীতা তার ধর্মপুত্র হনুমানক এক চিঠিত জানাইছে। সীতার মুখত উমার দুঃখের যত্ত কারণ জানা যায় অথবা স্বামীর পতি সীতার অভিযোগের যে স্বর শুনিবার পাই তা আসলে রাজবংশী সমাজের কোনও এক অতি সাধারণ ঘরের নারীর কণ্ঠস্বর। সেলকা সীতা আর পৌরাণিক চরিত্র না হয়। বরং হয়া উঠিছে হামার সমাজের কোনও এক শোষিত নারী। সীতার অভিযোগগিলা এটে তুলি দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হইবে। হনুমানোর কাছত সীতার অভিযোগগিলা হইলেক --

ক) পুরুষ মানষিক সীতার বিশ্বাস নাই, খ) রাম উমার বিয়ার বৌ সীতাক পাতালত ঠেলি দিয়া একেলায় স্বর্গসুখ ভোগ করিবার ধরিছে, গ) সীতা এলা পাতাল পট্টীত একনা ঘর ভাড়া করি থাকে মাও বেটি মিলিয়া, ঘ) মানষির বাড়িত ঝি এর কাজ করি সংসার চালায়, ঙ) রাম যদি সত্যি মরদ হইলেক হয়, তাইলে একেলায় রাবণের হাত থেকি সীতাক উদ্ধার করিল হয়, চ) মহাভারতের দ্রৌপদীর পাঁচটা স্বামী। রাজসভার ভিতিরা উমার কাপড় ধরি টানাটানি করে, ফির ভাসুর কোলত বসায়, তাও বলে উমায় সতী! আর সীতা রাবণের ছেঙা দেখিল কি না দেখিল তাতে কলঙ্কিনী হইল, ছ) গাবুর বয়সটা সীতা বনবাসত কাটেয়া নষ্ট করিছে। তাও কি পাইস্তচৌদ্দ বছর কাটে আসিয়া আরো ফির সাত বছর বনবাস। জ) সীতার শ্বশুরটাও দেওরগিলাও ভাল মানষি না হয়এই সউকলা অভিযোগ সীতা তার স্বামী, শ্বশুর, দেওর সগার পরতি করিছে। ফির একনা বাদে সউক দোষ উমার কপালের কয়াও আক্ষেপ করিছে, 'যাউক, সোয়ামিক আর দোষ দিয়া কী হবে? উপর পাকে ছ্যাপ ফেলাইলে নিজের মুখোতে পরে। সউক মোর কপালের দোষ! ...বৌ হয়া সোয়ামির উপর রাগ না ঝাড়িম তায় কোটে এলা ঝাড়োং?'

সীতার রাগ-ক্ষোভ-অভিমান-অভিযোগের আসল কেন্দ্র বিন্দুত হইল উমার স্বামী। দেওর-শ্বশুরও অভিযুক্ত ঠিকে তবে উমার স্বামীর নাকান অতটা নোয়ায়। উমার জীবনের তামান দুঃখ-কষ্টের জইন্যে উমার স্বামীই দায়ী এমনটাই অভিযোগ। যদিও সীতা পরে সউক দোষ নিজের ভাগ্যের ও কপালের কয়া স্বীকার করিছে। এই দুঃখ ভরা জীবন থেকি পরিত্রাণের জন্যে পুত্র হনুমানক একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করি দিবার বাদে আবেদনও করিছে, 'তোর কাইন্টাত একটা ভালো কাজ হবে? বাসাবাড়ির কাজ করিবার মনটা না চায়। একেনা সরমানের কাম। আশা..বা..অঙ্গনারী।' গল্পকার সীতার মুখত পতীর বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ আনিয়া যে পটভূমি তৈরি করিছেন, তাতে সীতা উমার পৌরাণিক মাহাত্ম হারেয়া হামার ঘরের অতি সাধারণ গৃহবধূ হয়া উঠিছে। যার কাছত সংসার নিয়া মেলা অভিযোগ থাকলেও সেই সংসারের গণ্ডি ছাড়িয়া কোনওটে চলি যাবার উপায় থাকে না। সংসারের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ও চক্ষুর জলই হইলেক উমারগিলার নাকান নারীর আসল উপহার। চাইর হামার পশ্চিম বাংলাত ভোট নিয়ে অশান্তি অনেক কাল থেকি দেখা যায়। যে পার্টির সরকারে হোক ঐ ভোটের বেলা ঝামেলা, মারামারি, বোমাবাজি এগিলা হয়ায় থাকে। এই ভোটক নিয়া গল্পকারের চাইরখান গল্প এই বইটাত আছে- 'যমপুরী খরাব', 'নগেন এম. এলের ভাষণ', 'মুই কী হলুংরে' ও 'নেতা প্রডাকশোন কেন্দ্র'। এই গল্পগিলাত নেতা-মন্তিঘর কেংকরি সাধারণ মানষিলাক শোষণ করি নিজে টাকার কুমির হয়, আর নানান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, তারে কথা-কাহিনি তুলি ধরিছে গল্পকার।

'মুই কী হলুংরে' গল্পখান গ্রামবাংলার রাজনীতির প্রেক্ষাপটে লেখা। পরধান চরিত্র পাদুরা। তায় ছেল অত্যন্ত গরীব, বাপ মাও তাক ন্যাকাপড়া শিখিবারর পায় নাই, মাইনষের বাড়িত ছেল মাসারা। কিন্তুক হঠাৎ উনায় একদিন গেরামের লেবার গিলার সেকেটারী হয়া যায়। তারপর থেকি উনার অবস্থা, চালচলন সোগে যায় পাল্টি। দেওয়ানী পাদুরার রাতারাতি অবস্থায় পরিবর্তন ঘটিছে। আর এই পরিবর্তন উনার মনত জন্ম দিছে অহংকার। কারণ উনায় সেকেটারীর পাশাপাশি এলাকার দেওয়ানীও হইছে। তারে জইন্যে উনায় এলা মাইনষের জমির আইল ধরি ডাঙাডাঙি, মাইয়্যা-ভাতারের ঝগড়া, ভাই-ভাইয়ের ঝগড়ার বিচার করি দেয়। তায় গেরামের ছোট-বড়, ধনী-গরীব,

নেতা সগায় এলা এই পাদুরা দেওয়ানিক সম্মান করে। পাদুরা এলা বড় বড় নেতার মতোন সাইকোলত চড়ি বেড়ায়, আলোয়া ছাড়িয়া বিড়ি-সেরকেট খায় আর মনে মনে কয়- 'মুই কী হলুং রে!'। এলা পাদুরায় নয়া বিয়াও করির শখ ভাসিছে। একেনা বিধুয়াক উনায় মনে মনে পছন্দও করি থুইছে। মাজে মদ্যে বাড়িত ঝগড়া লাগলে পাদুরা রাইতত ঐ বিদুয়াটার ওটে যায়া থাকে। কিন্তুক সেবার অল্প ভোটত পাদুরা উনার বুথত হারি যাওয়ায় অঞ্চলটাও হাতছাড়া হয়া যায়। এবার থেকি পাদুরার কপালত শুরু হয় দুর্গতি। ভোটে হারিয়া মনের দুঃখে পাদুরা রাইতত বিদুয়াটার ওটে গেইলে সকালে গেরামের লোকগিলা পাদুরা ও চালকিক হাতেনাতে ধরি ফেলায়। সগায় গিলা বিচার করিয়া পাদুরাক খুবে মান-অপমান ও বেইজ্জত করে, আর বিদুয়াটাক উয়ার গলাত দেয় পল্টে। শুদু তায় না হয়। গেরামের নেতার ঘরও উয়াক পাটিথাকি বির করি দিছে। তায় শুরু হইছে পাদুরার অভাব অনটনের জীবন। উপরন্তু বাড়িত দিনে রাইতে দুই সতিনের ঝগড়া। পাদুরা হাল ব্যাচায়, জমি বন্ধক থোয় কিন্তু অভাব তার কাটে না। উয়ায় যেই নেংটিয়া ছেল, ঘুরিফিরি আরও সেই নেংটিয়ায় হইলেক। মনের দুঃখে উয়ায় এলা গেরাম ছাড়িয়া মাইয়া ছাওয়াক নিয়া শিলিগুড়ির একটা কলোনিত থাকে। এদিকোনা পাদুরার এমন দুর্গতি দেখিয়া পরের মাইয়াটাও একটা ডাইভারের সতে পালাইছে। এলা পাদুরার বিড়ি কিনির পাইসা নাই। তায় পাদুরা এলা আরও আগের নাকান খৈনী খায় আর মনে মনে ভাবে, 'মুই ক্যানে এমুন হলুংরে! মনে মনে কান্দিয়া কং'মুই কী হলুং রে।'

রাজবংশী সমাজত বহুল প্রচলিত একটি শব্দ হইল 'মুই কী হলুং রে।' হঠাৎ করি কাও কিছু পাইলে তার মধ্যে যে অহংকার সৃষ্টি হয় তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই কথাটি ব্যবহৃত হয়। সেদিক থাকি এই শব্দটির একটা গভীর ব্যঞ্জনা আছে। তাই আলোচ্য গল্পটার নামকরণে এবং পাদুরা নামক চরিত্রের মধ্য দিয়া সেই ব্যঞ্জনাটাই ধরার চেষ্টা করছে গল্পকার।

বইয়ের পনেরো নাম্বার গল্প হইল 'নেতা প্রডাকশন কেন্দ্র'। এই গল্পটা আগের গল্পগুলার নাকানে ভোট, নেতা, মন্ত্রী ও রাজনীতিক নিয়া লেখা। বিশেষ করি রাজনীতির খারাপ দিকটাক বেশি করি তুলি ধরা হইছে। এক সময় রাজনীতিক মানষি মনে করত 'নীতির রাজা'। কিন্তুক এলা মানষি রাজনীতির চায়া আর খারাপ কিছু খুঁজিয়া না পায়। হামার দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকলার কাছত নাই কোনও কর্ম, নাই কোনও চাকরি। উমরালা কষ্ট করি নেকাপড়া শিখিয়া, পাইসা দিয়া চাকরির পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ করিয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়াও চাকরি না পায়। আর হামার দেশের নেতা-মন্ত্রীগিলা রাজনীতি করিয়া টাকা-পাইসা-ব্যাংক-ব্যালেন্স-বাড়ি-গাড়ি সোগে করি ফেলাইছে। তায় গল্পকার এই গল্পত বেকার যুবকলার বাদে নেতা হবার একটা পোস্তাব দিছে। শুদু পাঁচশো টাকা খরচ করলেই বিভিন্ন ধরনের নেতা হওয়া যাবে। চাকরির অপেক্ষা না করিয়া 'নেতা প্রডাকশন কেন্দ্র'ত ভর্তি হবার আবেদন করি কইছে, 'খালি ৫০০ টাকা! চোর করি হউক, ডাকাতি করি হউক, বাবার পকেট কাটি হউক- খালি ৫০০ টাকা! ধরি আসিয়া নাম নেখান হামার- 'নেতা প্রডাকশন কেন্দ্র'ত। বাছি নিউ ছয় মাস থাকি ছয় বছরের একটা কোর্স! সউগ দায়িত্ব হামার। তার পাছিলাত- বসি থাকিয়ায় নারী-গাড়ি-বাড়ি লাখ লাখ টাকা, মান-সম্মান-লাইফ একেবারে ঝিঙ্গা লালা!'

পাঁচ সমাজ ও সমাজত বাসকরা মানষিলার সতে সাহিত্যের তথা গল্পের একটা আত্মার যোগ আছে। রাজবংশী ভাষায় বাচ্চামোহন রায় সম্পাদিত পরথম পোঁহাতী (১৩৮০) পত্রিকাক কেন্দ্র করি সাহিত্যচর্চা শুরু করিছিল ড. গিরিজাশঙ্কর রায়, বাচ্চামোহন রায়, পরেশচন্দ্র রায়, ভূপেন্দ্রনাথ

রায় প্রমুখ মানি ব্যক্তিবর্গ। তারও পাছত রাজবংশী ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক পরিসর বাড়েবার কাজত 'পোঁহাতীয়া তারা', 'মানসাই', 'উজানী', ভূপেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত 'দুন্দ', ক্ষিতিশচন্দ্র সরকার ও নিখিল বর্মা সম্পাদিত 'রায়ডাক', হরপদ রায় সম্পাদিত 'বাঘ ধেনুক', দুর্গেশ বর্মণ সম্পাদিত 'বাও', ধীরেন্দ্রনাথ দাস সম্পাদিত 'সোতাল', অজিতকুমার রায় সম্পাদিত 'মনসূয়া', বীরেন রায় সম্পাদিত 'পূবালী', নিখিলেশ রায় সম্পাদিত 'ডেগর', 'ভোগা', বিশ্বজিৎ রায় সম্পাদিত 'পুলি', রমনীমোহন বর্মা সম্পাদিত 'কালবৈশাখী', নিমাইচন্দ্র সরকার ও বিপ্লব রায় সম্পাদিত 'মেঠোপথ', প্রশান্ত কুমার রায় সম্পাদিত 'দোতারার ডাং', সুজন বর্মণ সম্পাদিত 'দিশা' এই রাজবংশী পত্রিকাগিলার অবদান অসামান্য। এই পত্রিকাগিলাত প্রকাশিত সাহিত্যের মদ্যে দিয়া বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের সার্বিক প্রতিচ্ছবি ধরা পড়িছে। কিন্তুক হামার আলোচ্য রমেশচন্দ্র অধিকারীর শিদল সঞ্জীবনী বইয়ের পটভূমি শুদু কুচবিহার জিলার রাজবংশী সমাজ ও সেই সমাজের মানষিলা এবং উমারলার যাপনচিত্র। সউকগিলা গল্পই আলাদা স্বাদের হইলেও গল্পলা মূলত হাস্য-কৌতুকের গল্প। এই গল্পগিলা সম্পর্কে গল্পকার নিজে কইছে, 'শিদলের আওটার নাখান এগিলা ঝাল, টেঙা, তিতা, কটু, মধুর, মিশাল। খাইলে প্যাটও ভরিবে মনতও আনন্দ পাবেন। কাজেই গল্পগুলা পড়িয়া যদি তোমরালাক ভাল নাগে, আনন্দ পান-সেটায় হবে মোর পরিশ্রমের প্রসাদ! মোর পথম সৃষ্টির পুরস্কার, লেখাইয়ার স্বীকৃতি।'

উপরত উল্লিখিত পত্রিকাগিলার সতে যুক্ত থাকা রাজবংশী সমাজের বিভিন্ন লেখক যেমন- ড. গৌরমোহন রায়, ড. সত্যেন বর্মণ, ড. উদয়শংকর বর্মা, ড. বিজয় বর্মণ, ড. আনন্দগোপাল ঘোষ, ড. হীতেন নাগ, ড. দীপককুমার রায়, ড. নিখিলেশ রায়, ড. গিরিজাশংকর রায় প্রমুখ মানি সাহিত্যিকের ঘর রাজবংশী সাহিত্যের যে ধারাটা বয়ে নিয়া আসিছে সেই ধারার একজন যথার্থ উত্তরসাধক হইলেক গল্পকার রমেশচন্দ্র অধিকারী। তবে উমার পরধান অস্ত্র হইল হাস্যরস। অ্যারিস্টটল উমার Poetics বইয়ত কমেডির যে উদ্দেশ্যের কথা হামরা জানিবার পাই, সেই সউগ বৈশিষ্ট্যগিলা রমেশচন্দ্রের 'শিদল সঞ্জীবনী' বইয়ের গল্পলাতে কমবেশি ধরা পড়িছে। কমবেশি সউক গল্পতে আছে হাসির খোরাক। এই humour, wit ইত্যাদি গুণের জন্যে রাজবংশী সাহিত্যচর্চার ইতিহাসত গল্পকার রমেশচন্দ্র অধিকারী উমার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণেই একটা বিশিষ্ট স্থান দখন করিবে তা মুই আটুশ করং।

শিদল সঞ্জীবনী - রমেশচন্দ্র অধিকারী, নিকিলাইয়া - উপজন ভুঁই পাবলিশার্স, মাথাভাঙা, কোচবিহার। দাম - ১৬০ টাকা মাত্র।

শাগাই ভাষার নেখা

নুনিয়া ধানের ভাত-- রাজবংশী জীবন ও সমাজের গল্পগাথা

অভিজিৎ দাশ

ভাবনা রাজবংশীর রাজবংশী গল্প সংকলন 'নুনিয়া ধানের ভাত' নামটি পাঠককে নসটালজিয়ার পথে টেনে নিয়ে যায়। রাজবংশী লোকসংস্কৃতি, লোকজীবন, ভাষা ইত্যাদির নিবিড়সন্ধানী লেখক জীবনের সূক্ষ্ম দিকগুলি কাছ থেকে দেখেছেন এবং দেখেই চলেছেন। তার এই দেখা গল্পে প্রকৃত দর্শনের রূপ নিয়েছে। এ দর্শনে কল্পনা আছে, কিন্তু কোনো খাদ নেই। গল্পের প্রয়োজনে যেটুকু কল্পনার মিশেল দিতে হয় স্রেফ সেটুকুই।

১৮টি ছোটো আকারের গল্প গ্রন্থটিতে সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলিতে ভাষার সরলতা আছে। সাহিত্যিক ভাষার ঘোরপ্যাঁচ নেই। ফলে যেকোনো ধরণের পাঠককে খুব সহজেই আকর্ষণ করে। আবার এতে সাহিত্যগুণ এতটুকু কমেনি।

গ্রন্থটিতে পাঠক হিসেবে সবচেয়ে বেশি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে শেষ গল্পটি। শিরোনাম-- 'পখিনাগার বাড়ি'। গল্পটির মাধ্যমে লেখক একটি বড়ো সামাজিক সমস্যার প্রতি মানুষের চেতনা জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। তা হল আমাদের চারপাশের পাখিদের ক্রমবিলুপ্তি। তার এই গল্পের প্লট অভিনব। হঠাৎ দুই সাহেবের গুলি করে পাখি মারা, পাখিগুলি সব ভীত হয়ে পখিনাগা বাড়ির মহিকান্তবাবুর উঠোনে জড়ো হওয়া, আদালতে গিয়ে মহিকান্তবাবুর বিচার চাওয়ার মধ্যে অভিনবত্ব থাকুক আর না থাকুক আদালতে পাখিগুলির মহিকান্তবাবুকে অনুসরণ এবং "কুন কুন পখি সাইবলার মাথাত চড়ি হাগি দিবার ধল্লেক। কবার নাগেতে কুন পখিয়ে কাথা না শুনে।" এরকম ভাবনা অভিনব বৈকি। তাই "হাকিম রায় দিলেক পখিনাগার বাড়ির পখি কাহ মারির পারিবার না হয়, নিরিহ জাত। কাহ গুলি করি মাল্লে জেহেল হোবেকে। দুইঝন ধওলা সাইবের জেহেল হোলেক।" এ যেন পাখিরা মানুষের সহানুভূতির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর না করে নিজেরাই শত্রুর বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়েছে।

গল্পকার 'ডেমাডোল' গল্পে মানুষের হাতে বৃক্ষের অস্তিত্ব সংকট তুলে ধরেছেন। গল্পে রবি বট-পাকুড়ের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন প্রার্থনা করে-- "মুই যাতে ভাল করি নেখাপড়া শিখির পার, মোর যাতে অসুখ বিয়াদি না হয়।" গ্রামের সেই রবি ভালো পড়াশুনার সুবাদে আমেরিকায় যায়। কিন্তু গ্রামের 'বট-পাখিরিক' কখনোই ভুলতে পারে না। ৫ বছর পর গ্রামে ফিরে এসে সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার রবি নিঃশ্বাস ফেলে আর বলে, "গছ-গাছালিরঘর তমরা মানষিলাক ক্ষমা না করেন। তমাক উমুরা যেমন খুশি কাটে,ভাঙে,বত্তিবার না দেয়। তমরা

উমাক ক্ষমা না করেন।" মানুষের লোভ এই প্রার্থনা শোনে না। চা-বাগান, তিস্তা ক্যানেল সমস্ত সবুজপ্রাণ গ্রাস করে, করতেই থাকে।

গ্রামগঞ্জে মানুষের মুখে মুখে কথা ছড়িয়ে পড়ে। সাথে সাথে কথার বিবর্তন হতে থাকে। সামান্যত কথা আস্তে আস্তে গসিপের চেহারা নেয়। এই গসিপ কারো জীবনে বিপদ ডেকে আনে, কারো ঘর ভাঙে, কারোবা মন ভাঙে। গ্রন্থের প্রথম গল্প 'নাবালি'তে এরকম জীবনবিপর্যয়ের ছবি আঁকা।

'দেবতার মিটিং' গল্পে লোকদেবতাদের অস্তিত্ব সংকটের ছায়া পড়েছে। তারা মানুষের মতো মিটিং করেন, কথা কাটাকাটি করেন। আসলে "মানষিই তো দেবতা হয়,আর দেবতা হয়া কাহ যুদি তলত নামে মানে খারাপ কাজ করে তো উয়াক কায় মানিবে?" কবি তো অনেক আগেই বলে গেছেন, "মানুষই দেবতা গড়ে, তাহারই কৃপার পরে করে দেবমহিমা নির্ভর।"

'শিবের মর্তত যাত্রা'য় এযুগের রাজনীতির কথা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ইত্যাদি দেখিয়ে মানুষের রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা হাজির করা হয়েছে। ভোটের সময় নেতা, মহানেতাদের হামেশাই জনগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। কিন্তু ভোট ফুরালে.......

তাই শিবের মাথা ঘুরে যায়। তার মনে হয় "মর্তের মানষিলাও আর আগের মতন নাই, স্বর্গের দেবতালার থাকি চালাক হয়া গেইসে। ইমিরা খালি ধান্দাতে না হামার পূজা করেছে।"

'ভোগচনের হাবিলাস' গল্পে লোকগান পাগল ভোগচন মানুষের কাছে মর্যাদার পরিবর্তে 'ফাতরা গিদাল' নামে পরিচিত। লোকসমাজে এক শ্রেণির মানুষ আছেন যারা গানপাগল। তাদের-- "গান গান করি সর্বনাশ, তবু না মেটে মনের হাউস"। গিদাল ভোগচনের হাবিলাস তাই একটাই। গান করতে করতেই ভোগচনের দেহের অঙ্গ অসাড় হয়ে আসে। তবু হাউস মেটে না।

প্রেমিক-প্রেমিকা আর ছলনা অনেকটা সমার্থক হওয়ার পথে। কতগুলি প্রেম যে এখন স্থায়িত্ব পায়? 'হাপো নিক্কাস' গল্প এরই প্রতিচ্ছবি।

সমাজে এক ধরণের মানুষ থাকেন যারা সব ব্যাপারেই গিটো লাগায়। এই রাজনৈতিক কর্তৃত্বের দুনিয়ায় গিটো লাগানোর মানুষের ছড়াছড়ি। মানুষের ভালো তো নয়ই, খারাপ করার জন্যই যেন তাদের জন্ম। 'গিটো গল্পে দেখি গিটোয় কালটুদের প্রাণান্তকর অবস্থা। গ্রামীন সমাজেরও এক অবস্থা।

অন্যান্য গল্পে মানুষের লোকবিশ্বাস, ভাওয়াইয়া গান, লোকপ্রবাদ, শ্লোক, কুসংস্কার ইত্যাদি আছে। কুসংস্কার থেকে উত্তরণের চেষ্টাও আছে। সব মিলে গ্রন্থটি গ্রামজীবন আলেখ্যপ হয়ে উঠেছে। পড়তে পড়তে মনে হয় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ ও জীবনের অলিগলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

নুনিয়া ধানের ভাত - ভাবনা রাজবংশী, প্রকাশক - পাড়ি, সোনারপুর, মূল্য -১৫০ টাকা মাত্র।

ভাইল্লা ভাইল্লা সুবাঞ্চা সুদ্দায়

বিশ্বজিৎ রায়

L.I.C. AGENT

Z M CLUB MEMBER AND CLIA

LIC

भारतीय जीवन बीमा निगम

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

RANI BAGAN, WARD NO. - 8

COOCH BEHAR

M : 9749479031

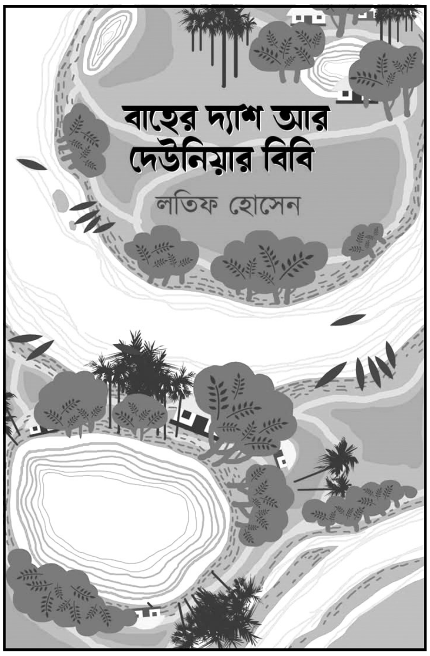
বাহের দ্যাশ আর
দেউনিয়ার বিবি
লতিফ হোসেন

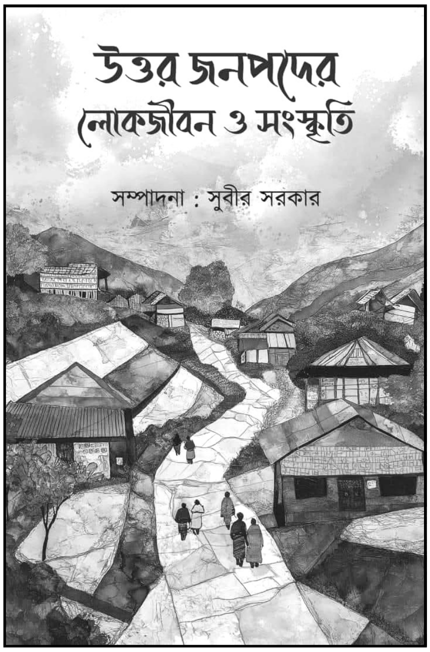
উত্তর জনপদের
লোকজীবন ও সংস্কৃতি
সম্পাদনা : সুবীর সরকার

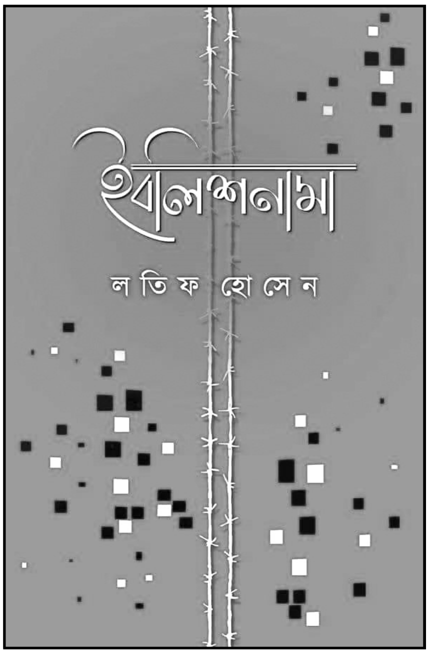
ইবলিশনামা
ল তি ফ হো সে ন

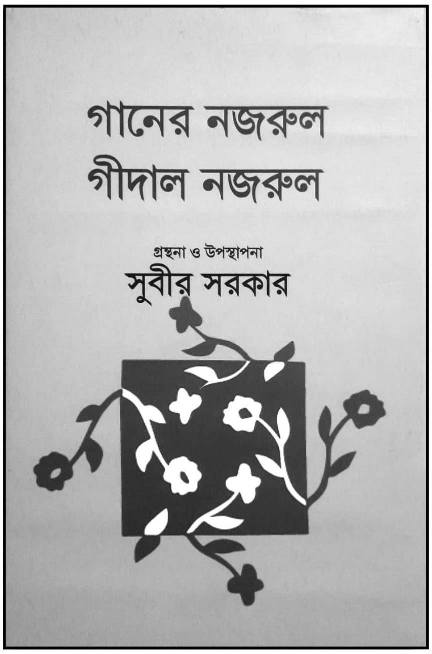
গানের নজরুল
গীদাল নজরুল
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা
সুবীর সরকার

ভাইল্লা ভাইল্লা সুবাঞ্ঝা সুদ্দায়

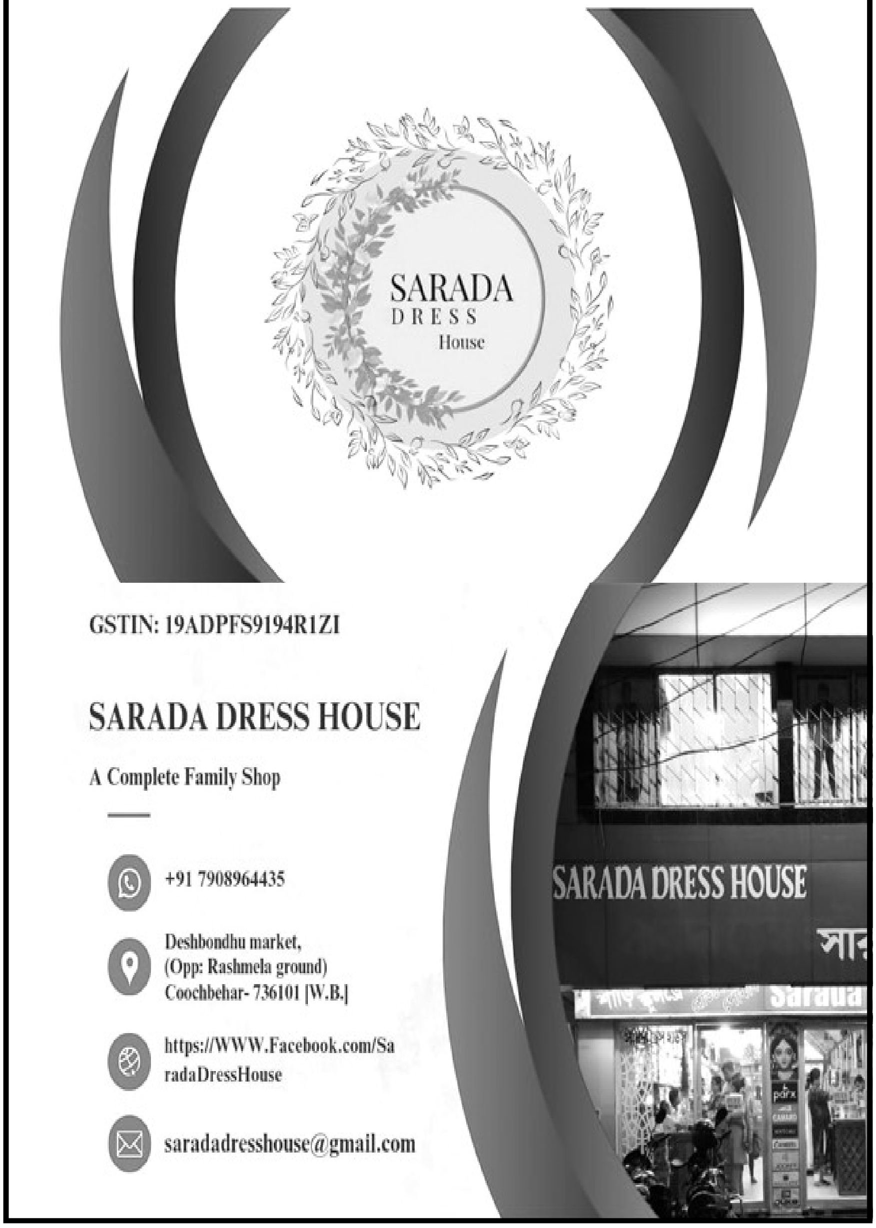

With Best Complements from -

NEW LIFE DIAGNOSTIC CENTRE

BANK ROAD, FALAKATA,
FALAKATA

Proprietor: SUKHARANJAN ROY

Contact : 9832352226

With Best Complements from -

HIMALAYAN ULTRASONOGRAPHY CENTRE & X-RAY CLINIC

ASWININAGAR, WARD NO-01, MADARIHAT

Proprietor: BIJOY CH. DAS

Contact : 9775445582

With Best Complements from -

St. Mary's Nursing Home

Buxa Feeder Road, Alipurduar, Alipurduar

Proprietor: Manik Sarkar

Contact : 9434117996